সমাজবিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

দশম শ্রেণি

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দশম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়,
খোয়াই জেলা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি তৈরি করেছেন

মোঃ বাহার উদ্দিন, শিক্ষক

শ্রীমতী অমৃতা ঘোষ, শিক্ষিকা

শ্রী বিপ্লব রায়, শিক্ষক

শ্রী রঘুবেন্দু বর্মন, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রীমতী ভাস্বতী সেনগুপ্ত দেবনাথ, শিক্ষিকা

শ্রীমতী সায়ন্তিকা সেন, শিক্ষিকা

শ্রীমতী শর্মিলা দেববর্মা, শিক্ষিকা

শ্রীমতী রশ্মীতা দেব, শিক্ষিকা

শ্রীমতী আলোশিখা নাথ, শিক্ষিকা

শ্রীমতী দেবলীনা চৌধুরী, শিক্ষিকা

শ্রী সঞ্জীব দেব, শিক্ষক

শ্রী চন্দন দেবনাথ, শিক্ষক

সূচিপত্র

ইতিহাস

ভাগ - ১ ঃ ঘটনাবলি ও প্রক্রিয়াসমূহ

অধ্যায় - ১ ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ০৯

অধ্যায় - ২ ইন্দোচিনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৪

অধ্যায় - ৩ ভারতে জাতীয়তাবাদ ১৯

ভাগ - ২ ঃ জীবিকা, অর্থনীতি এবং সমাজ

অধ্যায় - ৪ ভূমণ্ডলীয় বিশ্বের সৃষ্টি ২৫

অধ্যায় - ৫ শিল্পায়নের যুগ ২৮

অধ্যায় - ৬ কাজকর্ম, জীবনযাত্রা ও বিশ্রাম ৩১

ভাগ - ৩ ঃ প্রাত্যহিক জীবন, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি

অধ্যায় - ৭ মুদ্রণ সংস্কৃতি এবং আধুনিক পৃথিবী ৩৫

অধ্যায় - ৮ উপন্যাস, সমাজ এবং ইতিহাস ৪০

ভূগোল

অধ্যায় - ১ সম্পদ এবং উন্নয়ন ৪৬

অধ্যায় - ২ বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদ ৫১

অধ্যায় - ৩ জলসম্পদ ৫৪

অধ্যায় - ৪ কৃষি ৫৭

অধ্যায় - ৫ খনিজ এবং শক্তি সম্পদসমূহ ৬৪

সূচিপত্র

অধ্যায় - ৬	শ্রমশিল্প	৭১
অধ্যায় - ৭	জাতীয় অর্থনীতির জীবনরেখাসমূহ	৭৭
রাষ্ট্রবিজ্ঞান		
অধ্যায় - ১	ক্ষমতার আংশীদারিত্ব	৮৬
অধ্যায় - ২	যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা	৮৮
অধ্যায় - ৩	গণতন্ত্র ও বৈচিত্র্যতা	৯০
অধ্যায় - ৪	লিঙ্গ, ধর্ম এবং জাতি	৯২
অধ্যায় - ৫	গণ সংগ্রাম ও আন্দোলন	৯৪
অধ্যায় - ৬	রাজনৈতিক দল	৯৬
অধ্যায় - ৭	গণতন্ত্রের ফলাফল	৯৮
অধ্যায় - ৮	গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ	১০০
অর্থনীতি		
অধ্যায় - ১	উন্নয়ন	১০৩
অধ্যায় - ২	ভারতীয় অর্থনীতি ও ক্ষেত্রসমূহ	১০৭
অধ্যায় - ৩	অর্থ ও ঋণ	১১২
অধ্যায় - ৪	বিশ্বায়ন ও ভারতীয় অর্থনীতি	১১৬
অধ্যায় - ৫	ভোক্তা অধিকার	১১৯

ইতিহাস

Model Question
Class - X : Social Science (History)
Total Marks : 20

K - wefvM

১×৬=৬

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো ঃ- ১×২=২

১) বাস্তিল দূর্গের পতন হয় -
(ক) ১৮১৩ খ্রিঃ, (খ) ১৮১৫ খ্রিঃ, (গ) ১৮৩৪ খ্রিঃ।

২) আল্লুরি সীতা রাম রাজু ছিলেন -
(ক) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রনেতা, (খ) গেরিলা আন্দোলনের নেতা, (গ) শ্রমিক আন্দোলনের নেতা।

L| wb¤wjwLZ ck¸‡jv GKwU cYev‡K¨ লেখো ঃ- 1×4=4

৩) "দ্যা নাইটি ফাইভ থিসিস" গ্রন্থের লেখক কে?

৪) ভিয়েনা সম্মেলনের সভাপতি কে ছিলেন?

৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল উল্লেখ করো।
অথবা
"বাণিজ্যিক গিল্ড" কি?

৬) 'এল ডর‍্যাডো কি?
অথবা
প্রথম কখন কলিকাতা পাটকল স্থাপিত হয়?

L- wefvM

wb¤wjwLZ ck¸‡jvi DËi 50 †_‡K 60wU শব্দের g‡a¨ †j‡Lv| 3×2=6

৭) ইউরোপে জাতীয়বাদ উন্মেষের তিনটি প্রধান কারণ উল্লেখ করো।
অথবা
কোন কোন অঞ্চলগুলো নিয়ে বল্কান অঞ্চল গঠিত হয়? এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কী নামে পরিচিত ছিলেন?

৮) মুদ্রন শিল্পের অগ্রগতিতে গুটেনবার্গের অবদান উল্লেখ করো। (২+১)
অথবা
"দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন" (ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট) কখন বলবৎ করাহয়? এই আইনের মূল বক্তব্য কী ছিলো? (১+২)

M - wefvM

150 †_‡K 160wU k‡ãi g‡a¨ bx‡Pi c‡ki DËi `vI t- 1×5=5

৯) "বাগিচা শ্রমিক" কাদের বলা হয়? ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কালে তারা কীভাবে 'বাগিচা স্বরাজ" আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়? (১+৪)
অথবা
গান্ধিজীর সত্যাগ্রহের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

N - wefvM t gvbwPÎ wPwýZKiY

১০) ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলো নির্দেশ করো। (১×৩)

অ) পাঞ্জাবের অমৃতসর।

আ) পূর্ণ স্বরাজের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার স্থানটি।

ই) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন যেখানে বসেছিল।

অধ্যায় — ১ fvM-1 t NUbvewj I cwµqvmgn

BD‡iv‡c RvZxqZvev‡`i D™e

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ t-

আমরা দেখেছি যে, ১৭৮৯ খ্রিঃ ফরাসি বিপ্লবের হাত ধরেই সমগ্র ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সে জাতীয় পরিষদ গঠন করে নতুন স্তুতি রচনা করা হয়, ফরাসি ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। জ্যাকোবিন ক্লাব গঠন করে বিভিন্ন অঞ্চলে তারা জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচার করতে থাকে। ইউরোপের বহু অংশে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাঁর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য ১৮০৪ সালে 'নাগরিক সংহিতা' বা 'নেপোলিয়ান সংহিতা' চালু করেন। এই সংহিতার অধীনে ঃ- জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সুযোগ সুবিধা বাতিল করা হয়। এছাড়াও আইনের সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রভৃতি। অভিজাত শ্রেণি ও নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিপত্যের কথাও জানা যায়। অবশেষে অভিজাততন্ত্রের অবসানের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত ও উদার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবাদী ঐক্যের ধারণা গড়ে ওঠে। উদ্ভব ঘটে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদের। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার তখনো স্বীকৃত হয়নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এক বিরাট পরিবর্তন তখন দেখা যায়। ১৮৩৪ সালে গঠিত হয় 'শুল্ক সংঘ' বা 'জোলভারিন' রক্ষণশীলবাদও তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ব্রিটেন, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মতো ইউরোপীয় দেশগুলো যারা সম্মিলিতভাবে নেপোলিয়ানকে পরাজিত করেছিল, পরবর্তীতে সেই সব দেশের প্রতিনিধিরা ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে 'ভিয়েনা চুক্তি' সম্পাদন করেন। এই অধ্যায়ে আমরা স্বৈরাচারী শানও দেখেছি। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 'সেন্সরশিপ' আইন জারি করেছিলেন। এই আইনের মাধ্যমে তিনি সংবাদপত্রের লেখা, নাটক, গান, মানুষের স্বাধীনতা এবং বাক্ স্বাধীনতা ইত্যাদির উপর কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। এই অধ্যায়ে আমরা ইটালীয় বিপ্লবী জোসেফ মাৎসিনী এর উত্থান সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়া তাঁর দুটো গুপ্ত সংগঠনের নাম যেমন - ইয়ং ইটালী এবং ইয়ং ইউরোপ এর কথাও জানা যায়। বিপ্লবের যুগের সূচনা (১৮৩০ থেকে ১৮৪৮) যেমন - জুলাই বিপ্লব, গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ, রাশিয়ায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান, প্যারিসে গণ অভ্যুত্থান, ১৮৪৮ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ঘটনাসমূহ সংগঠিত হয়। নারীদের স্বাধীনতা ও সমতা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। অটো ভন বিসমার্ক এবং প্রথম কাইজার উইলিয়াম জার্মানীতে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন। এছাড়া জোসেফ মাৎসিনী এবং জোসেফ গ্যারিবল্ডি ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের গঠন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৮৭১ এর পরবর্তী সময়ে ইউরোপে বল্কান সমস্যা দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদীদের উত্তেজনার উৎস ছিল বল্কান অঞ্চল। জাতীয়তাবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের সাথে তৈরি হওয়ার জন্য সমষ্টিগত জাতীয় পরিচয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটে।

K| সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- মান - ১

১) ফ্রেডারিক সরোঁ ছিলেন একজন -

(ক) ফরাসি নাট্যকার, (খ) ফরাসি চিত্রকার, (গ) ফরাসি লেখক।

উঃ- ফ্রেডারিক সরোঁ ছিলেন একজন ফরাসি চিত্রকার।

২) 'রক্ত ও লৌহ নীতিটি' ছিল -

(ক) অটো ভন বিসমার্কের, (খ) প্রথম উইলিয়ামের, (গ) যোসেফ ম্যাৎসিনির।

উঃ- 'রক্ত ও লৌহ নীতিটি ছিল অটোভন বিসমার্কের।

৩) 'যখন ফ্রান্স হাঁচি দেয়, তখন সমগ্র ইউরোপে ঠান্ডা অনুভূত হয়" - মন্তব্যটি করেন -

(ক) ডিউক মেটারনিক, (খ) জোসেফ ম্যাৎসিনি, (গ) লুই ফিলিপ্পি।

উঃ- 'যখন ফ্রান্স হাঁচি দেয়, তখন সমগ্র ইউরোপে ঠান্ডা অনুভূত হয়" - মন্তব্যটি করেন ডিউক মেটারনিক।

৪) "কার্বোনারী গুপ্ত সমিতি" গঠন করেন -

(ক) জোসেফ ম্যাৎসিনি, (খ) ডিউক মেটারনিক, (গ) কাউন্ট ক্যামিলো ডে ক্যাভুর।

উঃ- "কার্বোনারী গুপ্ত সমিতি" গঠন করেন - জোসেফ ম্যাৎসিনি।

৫) জার্মান মহাসংঘে মোট রাজ্য ছিল -

(ক) ২৭ টি, (খ) ৩৯ টি, (গ) ৩৮ টি।

উঃ- জার্মান মহাসংঘে মোট রাজ্য ছিল - ৩৯ টি।

নিজে করো ঃ-

৬) 'শুল্ক সংঘ' অথবা 'জোলভারিন' স্থাপিত হয় -

(ক) ১৬৪৩ খ্রিঃ, (খ) ১৭৪৩ খ্রিঃ, (গ) ১৮৩৪ খ্রিঃ।

উঃ- 'শুল্ক সংঘ' স্থাপিত হয় - ১৮৩৪ খ্রিঃ।

৭) "এলি" ছিল -

(ক) ওজন মাপার একক, (খ) দৈর্ঘ্য মাপার একক, (গ) একটি মুদ্রার নাম।

৮) প্যারিসে কথ্য ও লেখ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় -

(ক) ফরাসি ভাষা, (খ) পার্সি ভাষা, (গ) ইংরেজী ভাষা।

৯) ফ্র্যাঙ্ককোর্ট সংসদ গঠন করা হয় -

(ক) ১৮৪৮ এর মার্চে, (খ) ১৮৪৮ এর ফেব্রুয়ারীতে, (গ) ১৮৪৮ এর এপ্রিল।

১০) 'ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন' গঠিত হয় -

(ক) ১৭০৯ খ্রিঃ, (খ) ১৭১৩ খ্রিঃ, (গ) ১৭০৭ খ্রিঃ।

১১) 'ইয়ং ইতালি' গঠন করেন -

(ক) ক্যাভুর, (খ) ম্যাৎসিনি, (গ) দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল।

১২) সার্ডিনিয়া-পিডমন্ট অঞ্চলটি শাসন করেছেন -

(ক) হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্য, (খ) অস্ট্রিয়া, (গ) ইটালীয় রাজবংশ।

১৩) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালি বিভক্ত ছিল -

(ক) পাচঁটি রাজ্যে, (খ) আটটি রাজ্যে, (গ) সাতটি রাজ্যে।

১৪) লরেঞ্জ ক্লাসেন ছিলেন একজন -

(ক) নাট্যশিল্পী, (খ) চিত্রশিল্পী, (গ) ঔপন্যাসিক।

১৫) 'লাইপজিগের সন্ধি' স্বাক্ষরিত হয় -

(ক) ১৮১৩ খ্রিঃ, (খ) ১৮১৫ খ্রিঃ, (গ) ১৮৩৪ খ্রিঃ।

১৬) বাস্তিল দূর্গের পতন হয় -

(ক) ১৮৯৭ খ্রিঃ, (খ) ১৪৭৯ খ্রিঃ, (গ) ১৭৮৯ খ্রিঃ।

L| একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- gvb - 1

১) 'The Bald Eagle' কোন দেশের জাতীয় প্রতীক?

উঃ- 'The Bald Eagle' আমেরিকার জাতীয় প্রতীক।

২) ১৮৭১ খ্রিঃ ইউরোপে সবচেয়ে গুরুতর জাতীয়বাদী উত্তেজনার উৎস কী ছিল?

উঃ- ১৮৭১ খ্রিঃ ইউরোপে সবচেয়ে গুরুতর জাতীয়বাদী উত্তেজনার উৎস ছিল, বল্কান সমস্যা।

নিজে করো ঃ-

৩) কখন ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সূচনা হয়?

উঃ- ১৮৪৮ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সূচনা হয়।

৪) 'ভাঙ্গা শেকল' কিসের প্রতীক ছিল?

৫) ভূমিদাস প্রথা কোথায় চালু ছিল?

৬) গ্যারিবল্ডি কে ছিলেন?

৭) জোসেফ ম্যাৎসিনি কে ছিলেন?

৮) ওক গাছের পাতার মুকুট কিসের প্রতীক?

৯) প্রথম উইলিয়াম কখন জার্মানীর সম্রাট হন?

১০) অটো ভন বিসমার্ক কে ছিলেন?

১১) ভূ-স্বামী কাদের বলা হত?

১২) উদীয়মান সূর্যের রশ্মিকে কিসের প্রতীক হিসেবে ধরা হত?

১৩) ফরাসি বিপ্লবের ফলে কোন রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল?

১৪) ভিয়েনা সম্মেলনের সভাপতি কে ছিলেন?

১৫) 'নেপোলিয়ন সংহিতা' কী?

১৬) 'Liberalism' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

১৭) ক্যাসেনল প্রদেশের স্বৈরচারী শাসনের প্রতীক কী ছিল?

১৮) এস্টেট জেনারেলের সদস্যরা কিভাবে নির্বাচিত হতেন?

১৯) ফরাসি বিপ্লবের সময় শিল্পীরা স্বাধীনতার মতো আদর্শকে চিত্রিত করতে কোন প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন?

২০) ফ্র্যাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টের অধিবেশন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

২১) কখন ফ্র্যাঙ্কফোর্ট সংসদ আহ্বান করা হয়?

২২) কোন ইটালীয় দেশপ্রেমিক 'রেড শার্ট' নামে সৈন্যদের একটি দল সংগঠিত করেছিলেন?

২৩) আয়ারল্যান্ড কখন ইউনাইটেড কিংডমের সঙ্গে যুক্ত হয়?

২৪) 'লা টালিয়া' (La Talia) কে ছিলেন?

গ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- মান - ৩

১) ফরাসিবাসীদের মধ্যে সমষ্টিগত পরিচয় তৈরি করার জন্য ফরাসি বিপ্লবীরা কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল?

অথবা

জাতিয়তাবাদ গঠনের ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লবীরা কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ- ফরাসি বিপ্লবীদের গৃহীত পদক্ষেপ ঃ- ফরাসি বিপ্লবীরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যা ফ্রান্সের মানুষদের মনে সমষ্টিগত পরিচয়ের ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে।

ক) পিতৃভূমি (La patrie) এবং নাগরিক (Le citoyen) এর ধারণাগুলো একটি ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের ধারণার উপর জোর দিয়েছিল যাতে সংবিধানের অধীনে সবাই সমান অধিকার ভোগ করতে পারে।

খ) সাবেকিয় রাজদণ্ডের ঋণে একটি নতুন ফরাসি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা প্রতিস্থাপন করা হয়।

গ) এস্টেট জেনারেলের নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় পরিষদ' করা হয়, এবং এর সদস্যরা সক্রিয় নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

ঘ) নতুন স্তুতি রচনা করা হয়, নতুন করে শপথ নেওয়া হয়, এবং দেশের শহীদদের স্মরণ করা হয়েছিল।

ঙ) কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় এবং সমস্ত নাগরিকদের জন্য একই রকমের আইন প্রণয়ন করা হয়।

চ) অভ্যন্তরীণ আমদানি রপ্তানি শুল্ক পদ্ধতি তুলে দেওয়া হয় এবং ওজন মাপার একটি অভিন্ন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

ছ) ফরাসি ভাষাকে জাতীয় ভাষায় পরিণত করা হয়।

২) কোন অঞ্চলগুলো বলকান নামে পরিচিত ছিল? স্লাভস নামে কারা পরিচিত ছিল?

অথবা

কোন অঞ্চলগুলোকে নিয়ে বলকান গঠিত হয়? বলকান অঞ্চলের অধিবাসী সাধারণত কী নামে পরিচিত ছিল?

উত্তর ঃ বলকান অঞ্চল ভৌগোলিক এবং জাতিগত বৈচিত্রে পূর্ণ ছিল। কৃষ্ণসাগর এবং অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে এই বিশাল অঞ্চলটি অবস্থিত। আধুনিক সময়ের পূর্ব ইউরোপের রোমানিয়া, আলবানিয়া, গ্রিস, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হারজেগোভিন, স্লোভানিয়া, সার্বিয়া এবং মন্টেনিগ্রো ইত্যাদি দেশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল বলকান অঞ্চল। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল এক সময় তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা স্লাভস নামে পরিচিত ছিলেন।

নিজে করো ঃ-

৩) কীভাবে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়ে উঠেছিল?

উত্তর ঃ- .....

৪) নেপোলিয়নের কয়েকটি প্রশাসনিক সংস্কারের উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ- .....

৫) রাশিয়ায় জাতিয়তাবাদের উন্মেষে ভাষার কী ভূমিকা ছিল?

উত্তর ঃ- .....

৬) উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদ বলতে কী বুঝ?

উত্তর ঃ- .....

৭) বল্কান অঞ্চলে কেন জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গড়ে ওঠে?

উত্তর ঃ- .....

৮) ইউরোপে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের তিনটি প্রধান কারণ লেখো।

উত্তর ঃ- .....

৯) ফ্র্যাঙ্কফোর্ট সংসদ কেন আহ্বান করা হয়?

উত্তর ঃ- .....

১০) ঐক্যবদ্ধ ইতালি গঠনে ম্যাৎসিনির ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর ঃ- .....

১১) ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামে যোসেফ গ্যারিবল্ডির ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর ঃ- .....

১২) এশিয়ার ঐক্য আন্দোলনে বিসমার্কের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর ঃ- .....

অধ্যায় — ২ fvM 1 t NUbvewj I cwµqvmgn

B‡›`wP‡bi RvZxqZvev`x Av‡›`vjb

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ঃ-

- এই অধ্যায় থেকে জানা যায় ইন্দোচিন বর্তমানে ভিয়েতনাম, লাউস এবং কম্বোডিয়া এই তিনটি দেশ মিলে গঠিত হয়েছে। কোন এক সময় সমগ্র অঞ্চলটিতে চিনা সাম্রাজ্যের শক্তিশালী আধিপত্য কায়েম ছিল। পরবর্তী সময়ে ভিয়েতনামের উপরে ফ্রান্সের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। বিভিন্ন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রবাহিত হয়ে ভিয়েতনামীরা ফরাসি প্রতিরোধ গড়তেও সক্ষম হয়েছিল।

- ফরাসিরা মনে করত পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর কাছে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেওয়া ফ্রান্সের মতো ইউরোপীয় দেশগুলির দায়িত্ব। ফ্রান্স ভিয়েতনামে কৃষির প্রসারের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ১৯৩১ সালের দিকে ভিয়েতনাম পৃথিবীর মধ্যে ধান রপ্তানিকারক তৃতীয় বৃহত্তম দেশে পরিণত হয়। যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য রেলযোগাযোগ ওই সব অঞ্চলে আরো উন্নত করা হয়। উপনিবেশগুলোকে বিভিন্ন দিক দিয়ে উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বার্নাডের সুচিন্তিত অভিমত আমরা জানতে পারি।

- ভিয়েতনামে শিক্ষার প্রসারে ফরাসীরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে একটি জটিলতা দেখা দেয়। অনেকের অবিমত ছিল যে, ভিয়েতনামি ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদান এবং ফরাসি ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রদান করতে হবে।

- ১৯০৭ খ্রিঃ 'টনকিন ফ্রি স্কুল' স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভিয়েতনামীদের ফ্রান্সের মতো আধুনিক করার চেষ্টাও হয়েছিল। তবে ১৯২৬ খ্রিঃ সাইগণ নেটিভ বালিকা বিদ্যালয়ের আন্দোলনের কথাও জানা যায়।

- ১৯০৩ সালে হ্যানয় প্রদেশে নবনির্মিত অংশতে বিউবনিক প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের ঘটনা জানা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে পাশ্চাত্য দেশগুলোর উপস্থিতির বিরুদ্ধে ধর্মীয় আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে ঔপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৮৬৮ সালের 'স্কলারস রিভোল্ট' (Scholors Revolt) ছিল ফরাসি আধিপত্য এবং খ্রিস্টিয় ধর্মের প্রসারের বিরুদ্ধে প্রথমদিকের একটি আন্দোলন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের দিকে পূর্বে চলো অভিযান (go east movement) আন্দোলন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

- সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চিনে আন্দোলন শুরু হয়, হো-চি-মিন এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় "ভিয়েতনাম কমিউনিষ্ট পার্টি"। গড়ে ওঠে গণপ্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনাম।

- ইতিমধ্যে কিন্তু ফরাসীদের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে আমেরিকাও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আমেরিকা নানান ভাবে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ততটা সুবিধা তারা করতে পারেনি। এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, বহু নারীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে।

- অবশেষে নীতিগতভাবে আমেরিকার পরাজয় ঘটে এবং ১৯৭৫ খ্রিঃ ৩০ শে এপ্রিল এন এল এফ সাইগণ 'রাষ্ট্রপতি ভবন দখল করে এবং ভিয়েতনামের ঐক্য সাধিত হয়।

K| সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ-

gvb - 1

১) মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে খাল নির্মাণ করেন -

(ক) জার্মানীরা (খ) চিনারা (গ) ফরাসীরা।

উঃ- মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে খাল নির্মাণ করেন ফরাসিরা।

২) য়ুনান অঞ্চলটি অবস্থিত -

(ক) ইতালিতে, (খ) চিনে, (গ) জাপানে।

উঃ- য়ুনান অঞ্চলটি অবস্থিত চিনে।

৩) জন ওয়েন ছিলেন একজন -

(ক) প্রশাসক, (খ) সৈনিক, (গ) চলচ্চিত্র নির্মাতা।

উঃ- জন ওয়েন ছিলেন একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা।

৪) এন এল এফ সাইগণ রাষ্ট্রপতি ভবন দখল করেন -

(ক) ১৯৭৫ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে, (খ) ১৯৭৫ খ্রিঃ, মার্চ মাসে,

(গ) ১৯৭৫ খ্রিঃ জুন মাসে।

উঃ- এন এল এফ সাইগণ রাষ্ট্রপতি ভবন দখল করেন - ১৯৭৫ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে।

নিজে করো ঃ-

৫) বাওদাই-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় -

(ক) উত্তর ভিয়েতনামে, (খ) দক্ষিণ ভিয়েতনামে।

(গ) বল্কান অঞ্চলে।

উঃ- বাওদাই-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় - দক্ষিণ ভিয়েতনামে।

৬) দিয়েন-বিয়েন ফু-তে ফরাসি সৈনিকরা পরাজিত হয় -

(ক) ১৯৫০ খ্রিঃ (খ) ১৯৫৩ খ্রিঃ (গ) ১৯৫৪ খ্রিঃ

উঃ- দিয়েন-বিয়েন ফু-তে যুদ্ধ চলেছিল - ১৯৫১ খ্রিঃ।

৭) 'টনকিন ফ্রি স্কুল' - এ শিক্ষা প্রদান করা হতো -

(ক) প্রশ্চাত্যশিক্ষা অনুকরণে (খ) প্রাচ্য অনুকরণে (গ) এদের কোনোটিই নয়।

উঃ- প্রশ্চাত্যশিক্ষা অনুকরণে।

৮) কোচিন চিনা ফরাসি উপনিবেশে পরিণত হয় -

(ক) ১৮৮৭ খ্রিঃ, (খ) ১৮৭৮ খ্রিঃ, (গ) ১৮৯২ খ্রিঃ।

৯) ভিয়েতনামিরা মূলত বিশ্বাসী ছিলেন -

(ক) খ্রিস্টান ধর্মে, (খ) বৌদ্ধ ধর্মে, (গ) জৈন ধর্মে।

১০) কনফুসিয়াস ছিলেন একজন -

(ক) চৈনিক চিন্তাবিদ্, (খ) ফরাসি চিন্তাবিদ, (গ) প্রখ্যাত সাহিত্যিক।

১১) হুইন-ফু-সো ছিলেন -

(ক) একজন ধর্ম প্রচারক, (খ) চিকিৎসক, (গ) বিপ্লবী।

১২) 'ভিয়েতনাম কুয়ান-ফুক হোই' - সংগঠনটি গড়ে তোলেন -

(ক) ভিয়েতনামি শিক্ষার্থীরা, (খ) চিনা শিক্ষার্থীরা, (গ) জাপানের শিক্ষার্থীরা।

১৩) দিয়েন-বিয়েন ফু-এর যুদ্ধের দ্বারা পরাজিত হয় -

(ক) ফ্রান্স, (খ) চিন, (গ) জাপান।

১৪) ক্যাথলিক মিশনারী ফাদার বোরিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল -

(ক) কারাদন্ড, (খ) মৃত্যুদন্ড, (গ) নির্বাসন।

১৫) নিম্নলিখিত কোনটি ইন্দোচিনের অংশ নয় -

(ক) কম্বোডিয়া (খ) চিন (গ) লাউস।

১৬) হোওয়া হাউ আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন -

(ক) নগুয়েন দিন ছিঁও (খ) ফান-বুই-চাও (গ) হুইন-ফু-সো।

L| একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- gvb - 1

১) কোন আধুনিক দেশগুলো নিয়ে ইন্দোচিন গঠিত?

উঃ- ভিয়েতনাম, লাউস এবং কম্বোডিয়া এই তিনটি আধুনিক দেশ নিয়ে ইন্দোচিন গঠিত।

২) ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

উঃ- ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে চেয়ারম্যান ছিলেন হো-চি-মিন।

৩) ১৯০৩ খ্রিঃ হ্যায়ন-এর নবনির্মিত অংশেতে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে?

উঃ- ১৯০৩ খ্রিঃ হ্যায়ন-এর নবনির্মিত অংশেতে বিউবনিক প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

৪) নগুয়েন অন কখন সিংহাসনে বসেন?

উঃ- নগুয়েন অন ১৮৬৭ খ্রিঃ সিংহাসনে বসেন।

নিজে করো ঃ-

৫) কখন ইন্দোচিনে ফরাসি উপনিবেশ স্থাপিত হয়?

উঃ- ১৮৮৭ খ্রিঃ ইন্দোচিনে ফরাসি উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

৬) ফ্রান্স কখন ভিয়েতনামে সৈন্য অভিযান করে?

উঃ- ফ্রান্স ১৮৫৮ খ্রিঃ ভিয়েতনামে সৈন্য অভিযান করে।

৭) ফ্রান্সিস গার্নিয়ার কে ছিলেন?

উঃ- ফ্রান্সিস গার্নিয়ার ছিলেন একজন ফরাসি আধিকারিক ও অনুসন্ধানকারী।

৮) নগুয়েন দিন ছিঁও কে ছিলেন?

৯) নম পেন কোথাকার রাজধানী ছিল?

১০) কোলন কাদের বলা হয়?

১১) 'কনফুসিয়াবাদ' কী?

১২) স্কলার রিভোল্ট কবে হয়েছিল?

১৩) হোওয়া হাউ আন্দোলনের প্রবক্তা কে ছিলেন?

১৪) "পাগল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী" নামে কে পরিচিত ছিলেন?

১৫) ফান-বুই-চাও কে ছিলেন?

১৬) 'ডুই-তান-হুই' দল কে গঠন করেন?

১৭) 'ডুই-তান-হুই' দলের সর্দার কে ছিলেন?

১৮) 'The History of the Loss of Vietnam' পুস্তকের রচয়িতা কে ছিলেন?

১৯) ফান-চু-ট্রিন কে ছিলেন?

২০) সান-ইয়াৎ সেন কে ছিলেন?

২১) ভিয়েতনামের 'বৈদ্যুতিক ফিউজ' কী?

২২) ইন্দো-চিন কমিউনিষ্ট পার্টি' কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

২৩) জাপান কখন ভিয়েতনাম দখল করে?

২৪) কখন হ্যানয় পুনরুদ্ধার করা হয়?

২৫) জেনারেল নেভার কে ছিলেন?

২৬) 'জেনেভা শান্তি সম্মেলন' কখন অনুষ্ঠিত হয়?

২৭) উত্তর ভিয়েতনামে কার নেতৃত্বে কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করে?

২৮) হো-চি-মিন কথার অর্থ কী ?

২৯) 'নাপাম' কী?

৩০) কে পরাজিত হওয়ার পর জলে ডুবে মৃত্যু বরণ করেন?

৩১) মাত্র ২০টি গুলো দিয়ে কে একটি জেট বিমান ধ্বংস করেন?

৩২) কোন যুদ্ধকে প্রথম 'টেলিভিশন যুদ্ধ' বলা হয়?

৩৩) প্যারিস শান্তিচুক্তি কখন স্বাক্ষরিত হয়?

৩৪) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক কাদের বলা হত?

গ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- মান - ৩

১) 'দিয়েন-বিয়েন-ফু'-এর ঘটনা কী?

উঃ- দিয়েন-বিয়েন-ফু' এর ঘটনা ঃ- ১৯৫৪ খ্রিঃ ভিয়েতনামী বাহিনী হ্যানয় ও হাইফং দখল করে নিলে ওই বছরের মার্চ মাসে ভিয়েতনামী বাহিনীকে দমন করার জন্য দিয়েন-বিয়েন-ফু নামক স্থানে অস্ত্রেসজ্জিত একটি দূর্গ নির্মাণ করে ফ্রান্স। কিন্তু জেনারেল ভো-নুয়েন গিয়াপের নেতৃত্বে ভিয়েতনামী বাহিনী সেই দূর্গ ধ্বংস করে ৫৭ দিন ধরে প্রায় ১৫ হাজার সৈন্য অবরুদ্ধ থাকার পর আত্মসমর্পন করে। কিন্তু এই অভিযানকালে প্রায় ৭২ হাজার ফরাসি সেনা নিহত এবং ১ লক্ষ ১৪ হাজার ফরাসী সেনা আহত হন। এই ঘটনাই 'দিয়েন-বিয়েন-ফু' ঘটনা নামে পরিচিত।

২) কোন কোন অঞ্চলগুলো নিয়ে ইন্দোচিন গড়ে ওঠে? কার নেতৃত্বে কখন ভিয়েতনামে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠে?

উঃ- ইন্দোচিন ঃ- কোচিন-চিন, অন্নাম, টংকিন, কেম্বোডিয়া এবং পরবর্তীতে লাউস প্রভৃতি অঞ্চল একত্রিত হয়ে ইন্দোচিন গড়ে উঠে।

শ্রমিক ও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে ইন্দো-চিনে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম গড়ে ওঠে। রাশিয়ার সাম্যবাদী নেতা নগুয়েন আইন কুয়োক (যিনি হো-চি-মিন নামে পরিচিত) ছিলেন এই সংগ্রামের নেতা। তাঁর নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ১৯৪৫ খ্রিঃ ২ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামে গঠিত হয় অস্থায়ী 'ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র"।

নিজে করো ঃ-

৩) কীভাবে হ্যানয় প্রদেশে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে?

উত্তর ঃ- .....

৪) ভিয়েতনামে জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের কারণ কী ছিল?

৫) ফরাসীরা কেন মনে করতো যে উপনিবেশ প্রয়োজন আছে?

৬) "নেটিভ বালিকা বিদ্যালয় আন্দোলন" (১৯২৬ খ্রিঃ) কেন সংগঠিত হয়েছিল?

৭) ইদুঁর শিকারের মাধ্যমে কীভাবে ভিয়েতনামিরা সমষ্টিগত বাণিজ্যের প্রাথমিক ধারণা পেল?

৮) ফনা-বুই-চাও কীভাবে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় অন্যদের থেকে পৃথক ছিলেন?

৯) হো-চি-মিন কে ছিলেন?

১০) আমেরিকা কীভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে?

অধ্যায় — ৩ fvM 1 t NUbvewj I cwµqvmgn

fvi‡Z RvZxqZvev`

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ঃ-

* **১৯১৯ সালের পরবর্তী ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ-**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ভারতের সাধারণ মানুষ এবং কৃষক শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটে এবং ধীরে ধীরে তাদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে।

* **মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ঃ-**

১৯১৫ খ্রিঃ জানুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধী ভারতে ফিরে আসেন এবং চম্পারণ, খেদা ও আহমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত করেন।

* **কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঃ-**

গান্ধীজি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবিত রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। এই অন্যায়মূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ, আন্দোলনকারীরা জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রাঙ্গণে সমবেত হন। জেনারেল ডায়ার-এর নির্দেশে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে কলঙ্কিত ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ সরকার নিষ্ঠুর দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেন।

* **খিলাফৎ কমিটি গঠন ঃ-**

ইসলামিক বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতা খলিফার ক্ষমতা করার জন্য ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বোম্বাই-এ খিলাফৎ কমিটি গঠন করা হয়।

* **অসহযোগ অন্দোলনের শুরু করার প্রয়োজনীয়তা ঃ-**

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থন আদায় ও তার পাশাপাশি পূর্ণ-স্বরাজের জন্য একটি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

* **অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব ঃ-**

অসহযোগ আন্দোলনের অর্থনৈতিক প্রভাব ছিল অনেকবেশি নাটকীয়। ১৯২১ থেকে ২২ খ্রিস্টাব্দে বিদেশী পণ্যের আমদানি অর্ধেক হয়ে যায়। এর মূল্য ১০২ কোটি টাকা থেকে কমে ৫৭ কোটি টাকা হয়।

* **লবন সত্যাগ্রহ ঃ-**

১৯৩০ খ্রিস্টাবে ১২ই মার্চ, গান্ধীজী ৭৮জন বিশ্বস্ত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে লবন আইন ভঙ্গের জন্য অভিযান শুরু করেন। এই অভিযান গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রম থেকে শুরু হয়ে ২৪০ কিমি দূরে ডাণ্ডিতে শেষ হয়। ২৪ দিন পর্যন্ত তাদের পদযাত্রা চলতে থাকে। ৬ এপ্রিল ডাণ্ডিতে পৌঁছান এবং সমুদ্রের জল ফুটিয়ে লবন তৈরি করে আনুষ্ঠানিকভাবে লবন আইন ভঙ্গ করেন।

* **আইন অমান্য আন্দোলন ঃ-**

উপরে উল্লিখিত ঘটনার সঙ্গেই শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। দেশের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মানুষ লবন আইন ভঙ্গ করেন এবং সরকারী লবন কারখানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন।

* **জাতীয়তাবাদী মনোভাব উদ্ভবে গল্প, উপন্যাস, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের ভূমিকা ঃ-**

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ মানুষের মনমানসিকতায় স্থান করে নেয়। ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, লোকগাথা এবং সঙ্গীত, চিত্র ও প্রতীক এই সবকিছুই জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে সহায়তা করে। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই লোকগাথা শিশুদের ছড়া, পৌরাণিক কথা ইত্যাদি সংগ্রহ করা শুরু করেন এবং লোকঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

* **ভারত ছাড়ো আন্দোলন ঃ-**

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৯ই আগষ্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকজন হরতাল পালন করে এবং জাতীয় সংগীত ও স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়। আন্দোলনে নেতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশরা কঠোর দমন নীতি গ্রহণ করলেও আন্দোলনকে দমন করতে তাদের এক বছরের বেশি সময় লেগেছিল।

K| সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- g\b - 1

১) গেরিলা আন্দোলন হয়েছিল -

(ক) গুজরাট, (খ) অন্ধ্রপ্রদেশ, (গ) চম্পারণ।

উঃ- গেরিলা আন্দোলন হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ।

২) অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয় -

(ক) কলকাতা অধিবেশনে, (খ) মোম্বাই অধিবেশনে, (গ) নাগপুর অধিবেশনে।

উঃ- অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয় নাগপুর অধিবেশনে।

৩) 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন -

(ক) লর্ড আরউইন, (খ) লর্ড ব্যাটেন, (গ) লর্ড ক্যানিং।

উঃ- 'ভোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন - লর্ড আরউইন।

৪) জাঠ আন্দোলন সক্রিয় ছিল -

(ক) মধ্য প্রদেশে, (খ) বিহারে, (গ) উত্তর প্রদেশে।

উঃ- জাঠ আন্দোলন সক্রিয় ছিল উত্তর প্রদেশে।

নিজে করো ঃ-

৫) 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি" গঠিত হয় -

(ক) ১৯২৯ খ্রিঃ, (খ) ১৯২৮ খ্রিঃ, (গ) ১৯৩৪ খ্রিঃ।

উঃ- 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি" গঠিত হয় ১৯২৮ খ্রিঃ।

৬) 'গান্ধি-আরউইন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় -

(ক) ১৯২৯ খ্রিঃ ৫ মার্চ, (খ) ১৯৩০ খ্রিঃ ৫ মার্চ, (গ) ১৯৩১ খ্রিঃ ৫ মার্চ।

৭) গান্ধিজী আরউইনের কাছে ১২ দফা দাবী পেশ করেন -

(ক) ১৯২৯ খ্রিঃ ৩০ জানুয়ারী, (খ) ১৯৩০ খ্রিঃ ৩১ জানুয়ারী, (গ) ১৯২৮ খ্রিঃ ৩১ জানুয়ারী।

৮) পূর্ণস্বরাজের কথা প্রথম ঘোষিত হয় -

(ক) কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে, (খ) কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে, (গ) কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে।

৯) অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় -

(ক) ১৯৩০ খ্রিঃ জানুয়ারী মাসে, (খ) ১৯২২ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী মাসে, (গ) ১৯২৯ খ্রিঃ জুন মাসে।

১০) আল্লুরি সীতারাম রাজু ছিলেন -

(ক) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রণেতা।, (খ) গেরিলা আন্দোলনের নেতা, (গ) শ্রমিক আন্দোলনের নেতা।

১১) বারদৌলি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন -

(ক) বল্লভভাই প্যাটেল, (খ) দাদাভাই নৌরজী, (গ) খাঁন আব্দুল গফফর খাঁন।

১২) খেদা অবস্থিত -

(ক) গুজরাটে, (খ) উত্তর প্রদেশে, (গ) মিরাটে।

১৩) খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয় -

(ক) ১৯১৯ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী মাসে, (খ) ১৯১৯ খ্রিঃ জুন মাসে, (গ) ১৯১৯ খ্রিঃ মার্চ মাসে।

১৪) কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় -

(ক) ১৯২০ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে, (খ) ১৯২০ খ্রিঃ মার্চ মাসে, (গ) ১৯২০ খ্রিঃ আগষ্ট মাসে।

১৫) 'হিন্দু স্বরাজ' পুস্তকের লেখক হলেন -

(ক) নেহেরু, (খ) প্যাটেল, (গ) গান্ধিজী।

L| একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- gvb - 1

১) মহাত্মা গান্ধি কখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন?

উঃ- মহাত্মা গান্ধি ১৯১৫ খ্রিঃ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন।

২) চম্পারন সত্যাগ্রহ কখন সংগঠিত হয়?

উঃ- চম্পারন সত্যাগ্রহ ১৯১৬ খ্রিঃ সংগঠিত হয়।

৩) আমেদাবাদে গান্ধিজী কাদের নিয়ে সত্যাগ্রহ করেন?

উঃ- আমেদাবাদে গান্ধিজী সূতী বস্ত্র কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে সত্যাগ্রহ করেন।

৪) কখন রাউলাট আইন তৈরি হয়?

উঃ- ১৯১৯ খ্রিঃ রাউলাট আইন তৈরি হয়।

নিজে করো ঃ-

৫) 'মার্শাল আইন' কে আরোপ করেন?

উঃ- জেনারেল ডায়ার মার্শাল আইন আরোপ করেন।

৬) কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর ঃ- .....

৭) 'অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলন' কখন শুরু হয়?

উত্তর ঃ- .....

৮) 'কিষাণ সভা' কখন গঠিত হয়?

৯) Inland Emigration Act. এর মাধ্যমে কী নিষিদ্ধ করা হয়?

১০) 'স্বরাজ্য দল' কারা গঠন করেন?

১১) সাইমন কমিশন কখন ভারতে আসেন?

১২) কংগ্রেসের দুজন বামপন্থী নেতার নাম করো।

১৩) কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের সভাপতি কে ছিলেন?

১৪) পরাধীন ভারতে প্রথম কখন স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়?

১৫) ডান্ডি অভিযান কখন শুরু হয়?

১৬) 'সীমান্ত গান্ধি' নামে কে পরিচিত ছিলেন?

১৭) প্রথম গোলটেবিল বৈঠক কখন অনুষ্ঠিত হয়?

১৮) কারা আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ করেন?

১৯) গান্ধিজী কাদের 'হরিজন' নামে অভিহিত করেন?

২০) "ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ" কখন স্থাপিত হয়?

গ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- মান - ৫

১) রাওলাট কে ছিলেন? রাওলাট আইনের শর্তসমূহ আলোচনা করো।

উঃ- রাওলাট ঃ- রাওলাট ছিলেন একজন বিচারপতি এবং ১৯১৯ খ্রিঃ ঘোষিত "রাওলাট আইনের" প্রনেতা।

শর্তসমূহ ঃ- ক) যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো স্থান থেকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যাবে।

খ) যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো স্থানে যাওয়া আসায় বিধি নিষেধ আরোপ করা যাবে।

গ) প্রতিদিন থানায় হাজিরা দিতে আদেশ দেওয়া যাবে।

ঘ) যে কোনো ব্যক্তির বাড়ি বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি করা যাবে।

ঙ) যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে প্রচুর টাকা জামিন চাওয়া যাবে।

চ) যে কোনো ব্যক্তিকে বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে বিশেষ আদালতে বিচার করে শাস্তি দেওয়া যাবে।

ছ) এই আইনের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আপিল করা যাবে না।

জ) রাজনৈতিক মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা যাবে, যেখানে জুরি ব্যবস্থা থাকবে না।

ঝ) সরকার বিরোধী প্রচার পত্র রাখা দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

ঞ) সরকার বিরোধী যে কোন সভা সমিতি বন্ধ করা যাবে।

ট) যে কোন সরকার বিরোধী সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা যাবে।

২) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড কী? জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

উঃ- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা কান্ড ঃ- প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পাঞ্জাব নানা কারণে উত্তপ্ত ছিল। সেখানে রাওলাট আইনের বিরোধীতা চলছিল। পাঞ্জাবের দুই জনপ্রিয় নেতা ডঃ সত্যপাল ও ডঃ সৈফুদ্দিন কিচলুকে গ্রেপ্তার করা হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সেখানকার শাসনভার সামরিক বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। সভা-সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তা সত্বেও ১৩ই এপ্রিল প্রায় ১০ হাজার লোক অমৃতসরের কাছে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে নিরস্ত্রভাবে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। ওই স্থানের একটি মাত্র প্রবেশদ্বার ছাড়া সব দিকেই উঁচু প্রাচীর ছিল। সমাবেশ চলাকালীন সময়ে ডায়ারের নির্দেশে দুটি সৈন্য বাহিনী নিরস্ত্র জনগণের উপর প্রায় ১৬০ রাউন্ড গুলি চালায়। এতে সরকারি হিসেবে ১৭৯ জন নিহত আর ১২০০ জন আহত হন। এই হত্যাকান্ড জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড নামে পরিচিত।

প্রতিক্রিয়া ঃ- এই হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া হিসেবে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন। গান্ধীজী ইংরেজ সরকারকে 'শয়তান সরকার' বলে নিন্দা করেন। তিনি তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকাতে মন্তব্য করেন, "এই শয়তান সরকারের সংশোধন অসম্ভব, একে ধ্বংস করতেই হবে।" ক্ষিপ্ত জনগণ বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক ঘঠনা ঘঠিয়েছিল। স্যার শঙ্কর নারায়ণ বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। সরকার লর্ড হান্টারকে সভাপতি করে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। অবশ্য ১৯৪০ খ্রিঃ লন্ডনে এক ভারতীয় বিপ্লবী তাকে গুলি করে হত্যা করেন।

নিজে করো ঃ-

৩) গেরিলা আন্দোলন কী? এই আন্দোলনের একজন নেতার নাম করো।

উত্তর ঃ- .....

৪) গান্ধিজীর সত্যাগ্রহের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো?

উত্তর ঃ- .....

৫) গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের যৌক্তিকতা আলোচনা করো।

৬) ভারতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিকাশের কারণগুলো আলোচনা করো।

৭) ডান্ডি অভিযান কী? ডান্ডি অভিয়ানের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৮) গান্ধিজীর নেতৃত্বে সংগঠিত চম্পারন, খেদা এবং আহমেদাবাদ সত্যাগ্রহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৯) কোন পরিস্থিতিতে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়? এই আন্দোলন ব্যর্থতার দুটি কারণ লেখো।

১০) বাগিচা শ্রমিকরা কীভাবে 'বাগিচা স্বরাজ' আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়?

১১) সাইমন কমিশন কী? এর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করো।

১২) ভারতের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষপট আলোচনা করো।

gvbwPÎ wPwýZ করণ ঃ- gvb - 1

১) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড সংগঠিত হওয়ার স্থান, (২) গুজরাটের খেদা, (৩) বিহারের চম্পারণ, (৪) পাঞ্জাবের অমৃতসর, (৫) নাগপুর, (৬) গুজরাটের বারদৌলি, (৭) আহমেদাবাদ, (৮) অন্ধ্রপ্রদেশের গুডেম পাহাড়ি অঞ্চল। (৯) আসামের একটি বাগিচা অঞ্চল, ১০) চৌরিচৌরা, (১১) ভারতের একটি বন্দর, (১২) জাঠ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল এমন একটি স্থান, (১৩) অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার স্থান, (১৪) পূর্ণ স্বরাজের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যেখানে।

অধ্যায় — ৪ fvM - 2 t RxweKv, A_bxwZ Ges mgvR

fgÛjxq we‡ki mwó

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ঃ-

এই অধ্যায়ে প্রাক্ আধুনিক বিশ্বের মানব সমাজ গঠনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানা গেছে। 'রেশম পথের' মাধ্যমে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে আফ্রিকা ও ইউরোপের সাথে যুক্ত করা এবং এই পথ ধরে আমদানী-রপ্তানির বিষয়গুলো জানা যায়। কলম্বাসকে জলপথে 'নতুন বিশ্ব' বা মহাদেশ আবিষ্কারের জন্য জানা যায় এবং এই পথে সংস্কৃতি বিষয়ক আদান-প্রদানও চলত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিস্তীর্ণ ভূমি, শস্য ও খনিজ পদার্থের বাণিজ্য রূপান্তরের প্রক্রিয়াসমূহ জানতে পারি। গুটিবসন্তের মতো জীবানু বহিরাগতদের বিজয়ের রাস্তা প্রশস্ত করে এবং পরবর্তী সময়ে ইউরোপ বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার কাহিনী এই অধ্যায়ে জানা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। ব্রিটেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ভূস্বামীদের চাপে সরকার ভূট্টার আমদানীতেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। যে আইনের বলে সরকার এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল সাধারণভাবে এটি 'ভূট্টা আইন' নামে পরিচিত ছিল। জমি পরিষ্কার করে উৎপাদন বৃদ্ধি, রেলপথ সম্প্রসারণ নির্মাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নতুন লগ্নি ব্যবস্থা। পরিবহণ ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক উন্নতি ঘটতে থাকে। জাহাজকে হিমায়িত করে মাংস রপ্তানীর মতো পথও সুগম হয়। এই পরিবর্তনের হাত ধরেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ঔপনিবেশবাদের উদ্ভব ঘটে। আফ্রিকাকে বার্লিন কংগ্রেসের মাধ্যমে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। প্লেগ রোগের মাধ্যমে হাজার হাজার গবাদি পশু আক্রান্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে বহু লোকের ভাগ্য ও জীবনকে বদলে দিয়েছিল। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের উৎপত্তি এবং দেশান্তরের ঘটনা তখন ঘটতে থাকে। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের আফ্রিকাতে বিনিয়োগ, কাঁচা তুলোর রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি ঘটনাসমূহ জানা গেছে। আন্ত যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশকে ঋণদাতা ও গ্রহীতাতে পরিণত হতে দেখা যায়। পুনরুদ্ধারের চেষ্টার মাধ্যমে উৎপাদন এবং উপভোগেরও বিস্তার ঘটতে থাকে। ১৯২৯-এর মহামন্দার অবস্থা এবং বহু কোম্পানির ডুবে যাওয়ার ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। ভারতেও এর প্রভাব পড়ে। গঠিত হয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক তহবিল এবং এর পরবর্তী সময়ে শুরু হয় বিশ্বায়নের যুগ।

K| সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- gvb - 1

১) এশিয়ায় যাবার সামুদ্রিক পথ আবিষ্কৃত হয় -

(ক) ষোড়ষ শতাব্দীতে, (খ) পঞ্চদশ শতাব্দীতে, (গ) অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

উঃ- এশিয়া যাবার সামুদ্রিক পথ আবিষ্কৃত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে।

২) আলু আকালে প্রায় একলক্ষ মানুষ মারা যায় -

(ক) স্পেনে, (খ) নেদারল্যান্ডে, (গ) আয়ারল্যান্ডে।

উঃ- আলু আকালে প্রায় একলক্ষ মানুষ মারা যায় আয়ারল্যান্ডে।

৩) উইলজ নদী অবস্থিত -

(ক) নিউইয়র্কে, (খ) দক্ষিণ আফ্রিকাতে, (গ) স্পেনে।

উঃ- উইলজ নদী অবস্থিত - দক্ষিণ আফ্রিকাতে।

৪) 'রিনডারপেস্ট' ছিল এক ধরনের -

(ক) পশুরোগ, (খ) গুটিবসন্ত, (গ) প্লেগ রোগ।

নিজে করো ঃ-

৫) আফ্রিকাতে রোগে প্রচুর পরিমাণে গবাদিপশু আক্রান্ত হয় -

(ক) ১৮৯০ এর দশকে, (খ) ১৭৯০ এর দশকে, (গ) ১৬৯০ এর দশকে।

৬) ১৮৮৫ খ্রিঃ আফ্রিকাকে ভাগ বাঁটোয়ারা সম্পন্ন করার জন্য মিলিত হয় -

(ক) প্যারিসে, (খ) মরক্কোতে, (গ) বার্লিনে।

৭) মাংস রপ্তানী সহজতর হয় -

(ক) জাহাজের হিমায়িত করার পর, (খ) নাগরিকদের মাথা পিছু আয় বেড়ে যাওয়ার ফলে।

(গ) বেশির ভাগ লোক মাংস খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার ফলে।

৮) আমেরিকা থেকে জীবন্ত পশু নিয়ে যাওয়া হত -

(ক) জাহাজে করে, (খ) রেলে করে, (গ) বিমানে করে।

৯) শিবনারায়ণ চন্দ্রপাল ছিলেন একজন -

(ক) অর্থনীতিবিদ, (খ) ক্রিকেটার, (গ) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক।

১০) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মারা গিয়েছিল বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় -

(ক) ২ শতাংশ, (খ) ৫ শতাংশ, (গ) ৩ শতাংশ।

১১) পর্তুগীজ এবং স্প্যানিয়রা আমেরিকা জয় করে সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলতে শুরু করেন -

(ক) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, (খ) ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে,

(গ) পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

১২) ঊনবিংশ শতাব্দীর চুক্তিনামাকে -

(ক) 'ক্রীতদাস প্রথা' নামে বর্ণনা করা হয়, (খ) 'চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক' নামে বর্ণনা করা হয়।

(খ) 'নতুন দাস প্রথা' নামে অভিহিত করা হয়।

L| একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- gvb - 1

১) ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বস্ত্র ও মশলা রপ্তানী করা হত কোন পথে?

উঃ- ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বস্ত্র ও মশলা রপ্তানী করা হত 'রেশম পথে'।

২) অনুগামী কাদের বলা হত?

উঃ- যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস এবং রীতিকে মানে না তাদের অনুগামী বলা হত।

৩) সোনার কাল্পনিক শহর কাকে বলা হত?

উঃ- এল ডর‍্যাডোকে সোনার কাল্পনিক শহর বলা হত।

নিজে করো ঃ-

৪) কখন 'চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আইন' বিলুপ্ত হয়?

উঃ- ১৯২১ খ্রিঃ 'চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আইন' বিলুপ্ত হয়।

৫) ক্রিস্টফার কলম্বাস কে ছিলেন?

৬) 'এল ডর‍্যাডো' কী?

৭) জন উইন থর্প কে ছিলেন?

৮) 'ভুট্টা আইন' কী?

৯) 'রেশম পথ' কী?

১০) কাদের দ্বারা আমেরিকাতে গুটিবসন্ত রোগ ছড়ায়?

১১) "ক্রীতদাস প্রথা' কোথায় চালু ছিল?

১২) খাল কলোনি কী?

১৩) মাংসের দাম ইউরোপের বাজারে নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার একটি কারণ লেখো।

১৪) স্ট্যানলি কে ছিলেন?

১৫) এরিট্রিয়া কোথায় অবস্থিত?

১৬) 'চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক' কারা ছিলেন?

১৭) 'হোসে' কী?

১৮) ভারতের সূক্ষ্ম বা মিহি তুলা কোথায় রপ্তানী করা হত?

১৯) রামনারায়ণ তিওয়ারি কে ছিলেন?

২০) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল উল্লেখ করো।

২১) 'হেনরি ফোর্ড' কে ছিলেন?

২২) কখন মহামন্দা শুরু হয়?

২৩) হিটলার কোন দেশের লোক ছিলেন?

২৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কখন শুরু হয়?

২৫) 'আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক তহবিল' (IMF) গঠনের সিদ্ধান্ত কোন সম্মেলনে গৃহীত হয়?

২৬) 'আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক তহবিল' পরবর্তী সময়ে কী নামে পরিচিত হয়?

২৭) 'আমদানী শুল্ক' কী?

২৮) 'বহুজাতিক সংস্থা, কী?

২৯) বিশ্বব্যাঙ্ক কখন তার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করে?

অধ্যায় — ৫ fvM - 2 t RxweKv, A_bxwZ Ges mgvR

wkívq‡bi hM

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ঃ-

- ইতিহাসের এই অধ্যায়ে আমরা শিল্পায়ন এবং শিল্পকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কারখানা স্থাপনের পর্যায়গুলো সম্পর্কে জানতে পারি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধারণা পাই। ব্যবসায়ী সংগঠন 'গিল্ড' সম্বন্ধে জানতে পারে।
- ১৭৩০ খ্রিঃ ইংল্যান্ডে প্রথম কারখানা শুরু হয়ে অনেক নতুন নতুন অবিষ্কার, উৎপাদনকে বহু পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। মানুষ তখন কর্মসংস্থান খুঁজে পাচ্ছিল।
- বাস্পশক্তি দ্বারা চালিত ইঞ্জিন শিল্পোন্নয়নকে আরো তরান্বিত করেছিল। তবে অনেক ক্ষেত্রে চাকরি ও মজুরি শ্রমিকদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়। রেলপথ নির্মাণ ও শহরগুলোতে ভবনের নির্মাণ হতে থাকলে কর্মসংস্থানও হতে থাকে। তখনকার একটি উল্লেখযোগ্য আবিস্কার ছিল স্পিনিং জেনি, যা সূতা কাটার প্রক্রিয়াকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।
- শিল্পোন্নয়নের প্রভাব ভারতেও পরিলক্ষিত হয়, ভারতের সাথে মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র ও স্থলপথে বাণিজ্যিক শ্রী বৃদ্ধি ঘটে।
- ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর প্রধান্য বিস্তার ঘটলে ধীরে ধীরে ভারতীয় মহাজন ও ব্যবসায়ীরা দেওলিয়া হতে থাকে। তাঁতিদের কাজের চাহিদা তখনও কিন্তু ছিল। কিন্তু ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হলে, বস্ত্র ব্যবসায়ী ও দালালদের নির্মূল করার ব্যবস্থা হয় এবং তাঁতিদের উপর আরো বেশি প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়।
- ম্যানচেস্টারের আমদানীকৃত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হওয়ায় ভারতীয় তাঁতিদের পতন নিশ্চিত হয়ে পড়ে। বোম্বেতে কাপড়ের মিল স্থাপিত হয় ১৮৫৪ সালে। এর পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের অন্যান্য শহরেও কাপড়ের মিল স্থাপিত হয় ফলে শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধি পায়।
- টাটার হাত ধরে স্থাপিত হয় 'লৌহ ও ইস্পাত শিল্প'। গঠিত হয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং চেম্বার অব কমার্সের মতো সংগঠন। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারও তখন থেমে থাকেনি। পাশাপাশি নতুন ক্রেতা তৈরি করার একটি পন্থা ছিল বিজ্ঞাপন দেওয়া। সুতরাং শুরু হয় বিজ্ঞাপনের বাজার।

K| সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- gvb - 1

১) কাপড়ের চূড়ান্ত রূপদানকারী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল -

(ক) আমেরিকা, (খ) চিন, (গ) লন্ডন।

উঃ- কাপড়ের চূড়ান্ত রূপদানকারী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল লন্ডন।

২) সর্বপ্রথম কারখানা শুরু হয় -

(ক) ১৭৪০ খ্রিঃ, (খ) ১৭৩০ খ্রিঃ, (গ) ১৭২৮ খ্রিঃ।

উঃ- সর্বপ্রথম কারখানা শুরু হয় - ১৭৩০ খ্রিঃ।

৩) রিচার্ড অর্করাইট তৈরি করেন -

(ক) সিল্কমিল, (খ) মিহি কাপড়ের মিল, (গ) কটন মিল।

উঃ- রিচার্ড অর্করাইট তৈরি করেন কটন মিল।

৪) ঋতু অনুসারে কাজের খোঁজ করা একজন লোক ছিলেন -

(ক) রিচার্ড অর্করাইট, (খ) উইল থর্ন, (গ) ম্যাথু বোল্টন।

নিজে করো ঃ-

৫) স্পিনিং জেনি তৈরি হয়েছিল -

(ক) ১৭৬৪ খ্রিঃ, (খ) ১৭৬৫ খ্রিঃ, (গ) ১৭৬৬ খ্রিঃ।

উঃ- ১৭৬৪ খ্রিঃ।

৬) সুরাট বন্দর অবস্থিত -

(ক) ওড়িশাতে, (খ) গুজরাটে, (গ) বিহারে।

উঃ- গুজরাট।

৭) 'সিপয়' শব্দটি ব্যবহার করা হতো -

(ক) ব্রিটিশদের অধীনে ভারতীয় সৈন্যদের ক্ষেত্রে, (খ) ব্রিটিশদের অধীনে আফ্রিকার সৈন্যদের ক্ষেত্রে,

(গ) ব্রিটিশদের অধীনে চিনা সৈনিকদের ক্ষেত্রে।

৮) বোম্বেতে প্রথম কাপড়ের মিল স্থাপতি হয় -

(ক) ১৮৫৪ খ্রিঃ, (খ) ১৮৬২ খ্রিঃ, (গ) ১৮৬০ খ্রিঃ।

৯) কলিকাতা পাটকল স্থাপিত হয় প্রথম -

(ক) ১৮৭১ খ্রিঃ, (খ) ১৮৫৫ খ্রিঃ, (গ) ১৮৬২ খ্রিঃ।

১০) 'চেম্বার অফ কমার্স' গড়ে ওঠে -

(ক) বোম্বেতে, (খ) কলিকাতাতে, (গ) মাদ্রাজে।

১১) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে -

(ক) সুরাট বন্দরের পতন ঘটে, (খ) উড়ন্ত মাকুর আগমন ঘটে, (গ) বস্ত্রশিল্পের পতন ঘটে।

১২) ব্রিটিশ প্রস্তুতকারকরা নতুন খরিদ্দার জোগানের জন্য নিম্নলিখিত কোন পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন -

(ক) শুল্ক নিয়ন্ত্রণ, (খ) বিজ্ঞাপন, (গ) বল প্রয়োগ।

১৩) ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতনভুক্ত কর্মচারী হল -

(ক) সিপাহী, (খ) জমিদার, (গ) গোমস্তা।

১৪) 'গিল্ড' নামক সংগঠনটি ছিল -

(ক) উৎপাদকদের, (খ) শিল্পপতিদের (গ) রপ্তানিকারকদের।

১৫) ভাই ভোসলে ছিলেন একজন -

(ক) ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা, (খ) শিল্পপতি, (গ) ঠিকাদার।

L| একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- gvb - 1

১) 'প্রাচ্য' কী?

উঃ- প্রাচ্য বলতে ভূমধ্যসাগরীয় পূর্বদিকের দেশগুলো, সাধারণত এশিয়াকে বোঝায়।

২) সর্বপ্রথম কোথায় কারখানা স্থাপিত হয়?

উঃ- সর্বপ্রথম কারখানা স্থাপিত হয় ইংল্যান্ডে।

৩) ব্রিটেনের সবচেয়ে গতিশীল শিল্প কী ছিল?

উঃ- ব্রিটেনের সবচেয়ে গতিশীল শিল্প ছিল তুলো এবং ধাতুশিল্প।

৪) ভিক্টোরিয়া কোন দেশের রানী ছিলেন?

উঃ- ভিক্টোরিয়া ইংল্যান্ডের রানী ছিলেন?

নিজে করো ঃ-

৫) 'স্পিনিং জেনি' কে তৈরি করেন?

উঃ- জেমস্ হারগ্রেভস্।

৬) 'দাদন' কী?

৭) জাদুঘর কী?

৮) 'গিল্ড' কী?

৯) নতুন ক্রেতা তৈরি করার একটি পন্থা উল্লেখ করো?

১০) প্রথম কখন মাদ্রাজের কারখানায় সূতা কাটা এবং বয়ন শুরু হয়?

১১) জীজীভাই কে ছিলেন?

১২) কে কখন কলিকাতাতে প্রথম ভারতীয় পাটকল স্থাপন করেন?

১৩) কে সর্বপ্রথম ভারতে 'লৌহ ও ইস্পাত' কারখানা স্থাপন করেন?

১৪) কখন ভারতে প্রথম 'লৌহ ও ইস্পাত' কারখানা স্থাপিত হয়?

১৫) 'উড়ন্ত মাকু' কী?

১৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতে কোন শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায়?

১৭) ভারতে তাঁতিদের দেখাশোনা করার জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কাদের নিযুক্ত করেন?

১৮) ইউরোপীয় সংস্থাগুলো কোন শিল্পগুলোতে আগ্রহী ছিল?

১৯) কবে এবং কোথায় এলগিন মিল চালু হয়?

অধ্যায় — ৬ fvM - 2 t RxweKv, A_bxwZ Ges mgvR

KvRKg, RxebhvÎv I wekvg

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ঃ-

এই অধ্যায়ে মানুষের কর্মজীবন, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী ও বিশ্রামের সময় নিয়ে আন্দোলন এবং লন্ডনের মতো, শহর ও ভারতের বিভিন্ন শহর ও নগরায়ন সম্পর্কে জানতে পারি। নগরায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও আধুনিক শহরের উত্থানের কাহিনী, নগর হিসাবে লন্ডন এবং সেখানকার শিল্পায়ন, শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে আধুনিক নগরীর উত্থান, প্রান্তীয় গোষ্ঠী সম্পর্কেও জেনেছি। নগরায়নের সাথে সাথে অপরাধের বাড়বাড়ন্ত এবং তার কারণ, ১৯১৯ থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাপড়ের মিলগুলোতে মোট শ্রমশক্তির মধ্যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা হয় ২৩ শতাংশ। পরবর্তীতে ১০ শতাংশেরও নীচে নেমে আসে, তা আমরা এখান থেকে জানতে পারি। শিশু শ্রমিকদের অবস্থার কথাও জানা যায়। 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন" প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে শিশুদের কারখানার কাজ থেকে দূরে সরিয়ে আনা হয়। কলকারখানা বৃদ্ধি পাওয়াতে শহর ও নগরের জীবনযাত্রা চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হয়। লন্ডনকে সবুজায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে 'মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের' সূত্রপাত হয়। এদিকে পাতাল রেলের সূচনার সাথে সাথে পরিবহণ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শহরে সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারণার উদ্ভব ঘটে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও 'দশ ঘন্টার আন্দোলনের" সূচনা ঘটে। বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে মিউজিয়াম, সংগীত সভা ও সিনেমারও প্রসার ঘটে। শহরের রাজনীতির একটি নতুন যাত্রা পরিলক্ষিত হয়, ১৮৮৭ সালের 'নভেম্বরের রক্তাক্ত রবিবারের' মতো ঘটনাও আমরা দেখতে পাই। মুম্বাই, কলিকাতাসহ বিভিন্ন শহরের কর্মসংস্থান তথা কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। গড়ে ওঠে আবাসন। একই সাথে বোম্বাই নতুনরূপে তার ব্যপ্তি ঘটাতে থাকে। বোম্বাই এর সিনেমা ও সংস্কৃতির জগৎ অনেক উন্নতি লাভ করে। বাস্তুতন্ত্র এবং পরিবেশকে টিকিয়ে রাখাটাও নতুন চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়। পাশ হয় "ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ আইন"। ভারসাম্য টিকিয়ে রাখতে বহু হিতৈষীগণও এগিয়ে আসেন।

K| সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- gvb - 1

১) 'দেবগণের মর্তে আগমন' উপন্যাসটি লেখা হয় -

(ক) ১৮৭০ খ্রিঃ, (খ) ১৮৮০ খ্রিঃ, (গ) ১৮৯০ খ্রিঃ।

উঃ- 'দেবগণের মর্তে আগমন' উপন্যাসটি লেখা হয় - ১৮৮০ খ্রিঃ।

২) ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল -

(ক) বোম্বাই, (খ) চেন্নাই, (গ) কলকাতা।

উঃ- ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল - কলকাতা।

৩) বিশ্বের সর্ববৃহৎ শহর হল -

(ক) মাদ্রাজ, (খ) লন্ডন, (গ) হংকং।

উঃ- বিশ্বের সর্ববৃহৎ শহর হল - লন্ডন।

৪) হেনরি মেহেও (Henry Mayhew) ছিলেন -

(ক) একজন লেখক, (খ) একজন বৈজ্ঞানিক, (গ) একজন চিকিৎসক।

উঃ- হেনরি মেহেও ছিলেন, একজন লেখক।

৫) লন্ডনে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন' পাশ হয় -

(ক) ১৮৭৫ খ্রিঃ, (খ) ১৮৭২ খ্রিঃ, (গ) ১৮৭০ খ্রিঃ।

উঃ- ১৮৭০ খ্রিঃ।

নিজে করো ঃ-

৬) লন্ডনে সর্বপ্রথম পাতাল রেল চালু হয় -

(ক) ১৮৬৩ খ্রিঃ ১২ জানুয়ারী, (খ) ১৮৬৩ খ্রিঃ ১০ জানুয়ারী, (গ) ১৮৬৩ খ্রিঃ ১৬ জানুয়ারী।

উঃ- ১৮৬৩ খ্রিঃ ১০ জানুয়ারী।

৭) 'ডম্বে এন্ড সন্স' বইটি লেখা হয় -

(ক) ১৮৪৮ খ্রিঃ, (খ) ১৮৮৪ খ্রিঃ, (গ) ১৮৮৫ খ্রিঃ।

৮) নতুন প্যারিসের মূখ্য বাস্তুকার ছিলেন -

(ক) ইবেনেজার হাওয়ার্ড, (খ) চার্লস বুথ, (গ) ব্যারন হউসম্যান।

৯) 'হুতুম প্যাঁচার নকশা' উপন্যাসটি লেখা হয় -

(ক) অর্থনীতি নিয়ে, (খ) প্যাঁচার কাহিনী নিয়ে, (গ) নাগরিক জীবন নিয়ে।

১০) সপ্তদশ শতাব্দীতে বোম্বাই ছিল পর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণাধীন -

(ক) সাতটি দ্বীপের সমষ্টি, (খ) আটটি দ্বীপের সমষ্টি, (গ) বারোটি দ্বীপের সমষ্টি।

১১) বোম্বাইতে প্রথম সূতি কাপড়ের মিল স্থাপিত হয় -

(ক) ১৯২৬ খ্রিঃ, (খ) ১৮৫৮ খ্রিঃ, (গ) ১৮৮৫ খ্রিঃ।

১২) ১৯১৯ থেকে ১৯২৬ খ্রিঃ মধ্যে কাপড়ের কলগুলোতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল -

(ক) ২৩ শতাংশ, (খ) ২৪ শতাংশ, (গ) ২৫ শতাংশ।

১৩) ভারতবর্ষে প্রথম 'ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ আইন' চালু হয় -

(ক) গুজরাট, (খ) কলকাতা, (গ) মুম্বাই।

১৪) ১৮৬৫ খ্রিঃ বোম্বাই-এর পুরসভার প্রথম কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হন -

(ক) জনি যোসেফ, (খ) আর্থার ক্রিফোর্ড, (গ) প্রভিন পরদেশী।

১৫) সিঙ্গাপুর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় -

(ক) ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে।

১৬) রাজা হরিশচন্দ্র সিনেমাটি তৈরি করেন -

(ক) দাদাসাহেব ফালকে, (খ) সত্যজিৎ রায়, (গ) বি আর চোপড়া।

১৭) 'মাঝে বিদ্যাপীঠ' কবিতাটি রচিত হয় -

(ক) ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

L| একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- gvb - 1

১) 'দেবগণের মর্তে আগমন' উপন্যাসটি কে লেখেন?

উঃ- 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসটি লেখেন দূর্গাচরণ রায়।

২) ঊনবিংশ শতকে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু কোন নগরটি ছিল?

উঃ- ঊনবিংশ শতকে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু ছিল বোম্বাই নগরী।

৩) 'নগরায়ন' বলতে কী বোঝ?

উঃ- একটি শহর বা নগরের বিকাশ তথা উন্নয়নকে 'নগরায়ন' বলা হয়।

নিজে করো ঃ-

৪) 'মহানগরী' কী?

উঃ- কোনও রাজ্য বা দেশের বিশাল এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহর যা সাধারণতঃ ঐ স্থানের রাজধানী হয়ে থাকে।

৫) গার্ডেন সিটির নীতিমালা কে প্রস্তুত করেন?

৬) 'ডম্বে এন্ড সন্স' বইটি কে লেখেন?

৭) 'চার্টিজম' আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য কী ছিল?

৮) 'দশ ঘন্টার আন্দোলন' এর উদ্দেশ্য কী ছিল?

৯) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ কী?

১০) 'লন্ডন সিজন' রীতি মূলত কাদের জন্য প্রচলিত ছিল?

১১) কোন বছরটি 'রক্তাক্ত রবিবার' নামে পরিচিত?

১২) তৃতীয় লুইস নেপোলিয়ন কখন নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন?

১৩) ব্রিটিশ ভারতের দুটি প্রেসিডেন্সি শহরের নাম লেখো।

১৪) 'হুতুম প্যাঁচার নকশা' উপন্যাসটি কখন প্রকাশিত হয়?

১৫) 'দ্যা অভার্স সাইড অফ ব্রিটিশ রুল অফ আওয়ার ডাইয়ার পভার্টি" কে লেখেন?

১৬) কখন বোম্বাই শহর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজধানী হিসাবে ঘোষিত হয়?

১৭) ব্রিটিশ ভারতের বোম্বাইতে 'নেটিভ' নামে কারা পরিচিত ছিল?

১৮) বোম্বেতে কে প্রথম পুরকমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হন?

১৯) 'চল' (Chawl) কী?

২০) 'সিটি অফ বোম্বে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট' কখন স্থাপিত হয়?

২১) 'আখড়া' কী?

২২) 'অবদমিত শ্রেণি' কাদের বলা হত?

২৩) দাদা সাহেব ফালকে কে ছিলেন?

২৪) 'মাঝে বিদ্যাপীঠ' কবিতাটি কে লেখেন?

২৫) "কলিকাতা ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ আইন" কখন প্রণয়ন করা হয়?

২৬) ভারতবর্ষের প্রথম চলচ্চিত্রটির নাম কী?

২৭) 'দ্যা বিটার ক্রাই অফ আউটকাস্ট লন্ডন' বইটির লেখক কে?

২৮) ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরটির নাম কী?

২৯) বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কত শতাংশ ভারতীয় শহরে বসবাস করত?

৩০) ১৮৪০ এর দশকে প্রত্যেক লন্ডনবাসী গড়ে কত বর্গ গজ জায়গা ভোগ করত?

অধ্যায় — ৭ fvM - 3 t cvZ¨wnK Rxeb, ms¯‹vZ Ges ivRbxwZ

মুদ্রণ সংস্কৃতি এবং আধুনিক পৃথিবী

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ঃ-

- চিন জাপান কোরিয়ার হাত ধরেই মূলত এশিয়া মহাদেশে মুদ্রণ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। চিন ছিল মুদ্রণ সামগ্রীর সবচেয়ে বড় উৎপাদক অঞ্চল। নতুন নতুন পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মুদ্রণ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি ঘটতে থাকে। নতুন নতুন পুস্তক রচিত ও মুদ্রিত হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে মূলত বৌদ্ধ প্রচারকদের দ্বারা জাপানে এই সংস্কৃতির বিকাশের সূচনা হয়।

- রেশম পথ দিয়ে চিনের মুদ্রণ প্রযুক্তির আগমন ঘটে ইউরোপে। বিশিষ্ট অনুসন্ধানকারী মার্কোপোলো বহু বছর চিন দেশে গবেষণা করার পর, এই মুদ্রণ প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান নিয়ে ইটালিতে ফিরে আসেন। মুদ্রণের অগ্রগতিতে জোহান গুটেনবার্গের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ক্রমশ ইউরোপে প্রচুর ছাপাখানা স্থাপিত হতে থাকে। সেখানে মুদ্রণ বিপ্লব ঘটে। মানুষের মধ্যে পড়ার প্রবণতা বাড়ে। পাঠক - প্রকাশকের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বল্প ব্যয়ে পুস্তকের চাহিদা বাড়ে। স্বাক্ষরতার হারও বাড়তে থাকে। মহিলারাও লেখক ও পাঠকের ভূমিকা নেন। জেন অস্টিন, জর্জ এলিয়েট ব্রনটে ভগিনীদ্বয় ছিলেন উল্লেখযোগ্য। রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতিগুলোর সমালোচনা করে, মার্টিন লুথার ১৫১৭ সালে, 'দ্যা নাইন্টি ফাইভ থিসিস' নামক একটি দলিল রচনা করেন। পরবর্তীতে প্রোটেস্টান্ট ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

- ভারতে এই মুদ্রণ শিল্প বিকাশের সূত্রপাত ঘটে পোর্তুগিজ মিশনারীদের আগমনের মধ্য দিয়ে। ভারত ছিল পাণ্ডুলিপি সমৃদ্ধ দেশ। ভারতের সংস্কৃত, আরবি, পারসি ও বিভিন্ন দেশজ ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো ছাপাখানায় প্রকাশিত হতে থাকে। বিকাশ লাভ করে সংবাদপত্রের প্রকাশনা।

- মানুষ সচেতন হওয়ার সাথে সাথে সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারের দিকে এগিয়ে যান। সৃষ্টি হয় নানা তর্ক বিতর্কের । সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিকারী গ্রন্থের মাধ্যমে জনমত গঠিত হতে থাকে।

- সেই সঙ্গে বিকাশ লাভ করে সংস্কৃতির। চিত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটে। সমাজের বিভিন্ন ছবি ফুঁটে ওঠে ছাপাখানার মাধ্যমে। পন্ডিতা রামাবাঈ, তারাবাঈ সিন্ধে, রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাশবাসিনী দেবী প্রমুখ নারীরা এখানে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। জ্যোতিরাওফুলে, আম্বেদকর প্রমুখ ব্যক্তিত্বরাও এগিয়ে আসেন।

- ইংরেজরা দেশীয় সংবাদপত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে। সংবাদপত্র সহ বিভিন্ন প্রকাশনাতে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর 'সেন্সর' আরোপ করার অধিকার লাভ করে। ১৮৭৮ খ্রিঃ 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' পাস হয়। তবে এই দমননীতি ভারতে তথা সমগ্র ইউরোপে জাতীয়তাবোধ বিকাশে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

K| সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- gvb - 1

১। মুদ্রণ প্রযুক্তিবিদ্যায় একসময় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে ছিল -

(ক) কোরিয়া, (খ) জাপান, (গ) চিন।

উঃ- মুদ্রণ প্রযুক্তিবিদ্যায় একসময় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে ছিল - চিন।

২) মূলত চিনের বৌদ্ধ প্রচারকগণই হস্তচালিত মুদ্রণ কৌশলের সূচনা করেন -

(ক) জাপানে, (খ) আমেরিকাতে, (গ) কোরিয়াতে।

উঃ- মূলত চিনের বৌদ্ধ প্রচারকগণই হস্তচালিত মুদ্রণ কৌশলের সূচনা করেন - জাপানে।

৩) 'ডায়মন্ড সূত্র' পুস্তকটি মুদ্রিত হয়েছিল -

(ক) ৮৮৬ খ্রিঃ, (খ) ৮৬২ খ্রিঃ, (গ) ৮৬৮ খ্রিঃ।

উঃ- 'ডায়মন্ড সূত্র' পুস্তকটি মুদ্রিত হয়েছিল - ৮৬৮ খ্রিঃ।

৪) কাঠের ফলকে মুদ্রণের প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি মজুত ছিল -

(ক) জাপানে, (খ) চিনে, (গ) ভারতে।

উঃ- কাঠের ফলকে মুদ্রণের প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি মজুত ছিল - চিনে।

৫) গুটেনবার্গ মোট প্রতিলিপি মুদ্রণ করেন -

(ক) ৫০ টি, (খ) ১৮ টি, (গ) ১৮০ টি।

উঃ- গুটেনবার্গ মোট ১৮০টি প্রতিলিপি মুদ্রণ করেন।

নিজে করো ঃ-

৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের প্রতিরক্ষা আইন অনুযায়ী জামানত দিতে হয়েছিল -

(ক) ১৮ টি পত্রিকাকে, (খ) ২৮ টি পত্রিকাকে, (গ) ২২ টি পত্রিকাকে।

৭) "ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' পাশ হয় -

(ক) ১৮৮৭ খ্রিঃ., (খ) ১৮৭৮ খ্রিঃ, (গ) ১৮৫৮ খ্রিঃ।

৮) 'প্রেস আইন' সংশোধন করেছিলেন?

(ক) গর্ভনর জেনারেল বেন্টিঙ্ক, (খ) ক্যানিং, (গ) ব্যাটেন।

৯) জ্যোতিবা ফুলে ছিলেন একজন -

(ক) ধর্ম সংস্কারক, (খ) সমাজ সংস্কারক, (গ) শ্রমিক আন্দোলনের নেতা।

১০) সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে থাকে -

(ক) বিংশ শতকের প্রথম দিকে, (খ) বিংশ শতকের শেষের দিকে,

(গ) অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে।

১১) 'গুলামগিরি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় -

(ক) ১৮৭১ খ্রিঃ, (খ) ১৭৮১ খ্রিঃ, (গ) ১৮৭২ খ্রিঃ।

১২) 'আমার আত্মজীবন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় -

(ক) ১৮৬৭ খ্রিঃ, (খ) ১৮৭৬ খ্রিঃ, (গ) ১৮৭৫ খ্রিঃ।

১৩) রাজা রবি বার্মা ছিলেন একজন -

(ক) নাট্যশিল্পী, (খ) প্রকাশক, (গ) চিত্রশিল্পী।

১৪) ১৮৮০ খ্রিঃ নব্য কিশোর প্রেস স্থাপিত হয় -

(ক) মুম্বাইতে, (খ) কলকাতাতে, (গ) লক্ষ্ণৌতে।

১৫) 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় -

(ক) ১৮২২ খ্রিঃ, (খ) ১৮২১ খ্রিঃ, (গ) ১৮২৩ খ্রিঃ।

১৬) 'বোম্বে সমাচার' হলো একটি -

(ক) মারাঠি পত্রিকা, (খ) গুজরাটি পত্রিকা, (গ) বাংলা পত্রিকা।

১৭) মালয়ালম ভাষায় প্রথম বইছাপা হয় -

(ক) ১৮২২ খ্রিঃ, (খ) ১৭১৩ খ্রিঃ, (গ) ১৮২৩ খ্রিঃ।

১৮) 'বেঙ্গল গেজেট' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশনা শুরু হয় -

(ক) ১৭৮২ খ্রিঃ, (খ) ১৭৮০ খ্রিঃ, (গ) ১৮২৩ খ্রিঃ।

L| একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- gvb - 1

১) জাপানের সবচেয়ে পুরোনো পুস্তক কী?

উঃ- জাপানের সবচেয়ে পুরোনো পুস্তক হল 'ডায়মন্ড সূত্র।

২) এডো (Edo) পরবর্তী সময়ে কী নামে পরিচিত হয়?

উঃ- এডো (Edo) পরবর্তী সময়ে টোকিও নামে পরিচিত হয়।

৩) জোহান গুটেনবার্গ কোথায় তাঁর বিখ্যাত মুদ্রণ কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ- জোহান গুটেনবার্গ জার্মানির স্ট্রেসবার্গ শহরে তাঁর বিখ্যাত মুদ্রণ কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন।

৪) "দ্যা নাইনটি ফাইভ থিসিস" গ্রন্থের লেখক কে?

উঃ- "দ্যা নাইনটি ফাইভ থিসিস" গ্রন্থের লেখক হলেন মার্টিন লুথার।

নিজে করো ঃ-

৫) ইনকুইজিশান (Inquisition) কী?

উঃ- ধর্ম বিদ্রোহীদের সনাক্তকরণ এবং শাস্তি প্রদানের জন্য সাবেকি রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় বিচারালয় ইনকুই জিশান।

৬) Chapman কাদের বলা হত?

৭) "পৃথিবীর অত্যাচারী শাসকগণ, এখন তোমরা থর থর করে কাঁপবে! শক্তিশালী লেখকদের লেখনির সামনে তোমরা কেঁপে উঠবে" - বিখ্যাত এই উক্তিটি কার?

৮) স্বৈরতন্ত্র কী?

৯) "কেশরী পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

১০) 'সেন্সর' কী?

১১) "ছোটো আউর এবং বড়ো কা সাবাল" বইটি কে প্রকাশ করেন?

১২) 'গুলামগিরি' বইটির লেখক কে?

১৩) কে 'পেরিয়ার' নামে পরিচিত ছিলেন?

১৪) বেগম রোকেয়া শেখাবত কে ছিলেন?

১৫) "স্ত্রীধর্ম বিচার" নামক বইটি কে রচনা করেন?

১৬) রাসসুন্দরী দেবী কর্তৃক লিখিত আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থটির নাম কী?

১৭) রামচরিত গ্রন্থের লেখক কে?

১৮) 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকা কে এবং কবে প্রকাশ করেন?

১৯) 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকাটি কে প্রকাশনা শুরু করেন?

২০) "ছাপাখানা হল প্রগতির সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র"- উক্তিটি কার?

২১) ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের স্বল্পমূল্যের পুস্তক কী নামে পরিচিত ছিল?

২২) 'শিলিং সিরিজ' বা 'শিলিং শৃঙ্খলা' কী ছিল?

২৩) ক্যালিগ্রাফি বলতে কী বোঝ?

২৪) উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ভারতে প্রকাশিত একটি ফরাসি পত্রিকার নাম লেখো?

২৫) পাণ্ডুলিপি কী ?

গ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- মান - ৩

১) কে এবং কখন 'দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র আইন' (ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট) বলবৎ করেন? এর শর্তগুলো কী ছিল?

উঃ- দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন ঃ লর্ড লিটন ১৮৭৮ খ্রিঃ দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন বলবৎ করেন।

শর্তসমূহ ঃ- এই আইনে বলা হয় - (ক) সরকারি অনুমতি ছাড়া কোনো সরকারি কর্মচারী সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে পারবে না। (খ) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কোন সংবাদপত্র সরকার বিরোধী কোন লেখা প্রকাশ করতে পারবে না। (গ) ব্রিটিশ সরকার ও ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে - এমন কোনো খবর প্রকাশ

করা যাবে না। (ঘ) আদেশ অমান্য করলে জরিমানা এবং মুদ্রণ যন্ত্রসমূহ বাজেয়াপ্ত করা যাবে। (ঙ) এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে একটি অঙ্গিকার পত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

২) 'যন্ত্র চালিত মুদ্রণ ব্যবস্থা' কীভাবে ইউরোপে মুদ্রণ জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল?

মুদ্রণ বিপ্লব ঃ- যন্ত্রচালিত মুদ্রণ ব্যবস্থা চালুর ফলে - (ক) ইউরোপের পাঠকদের চিন্তন শক্তি ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। (খ) পাঠক, শ্রোতা এবং প্রকাশকদের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। (গ) ছাপাখানার ব্যয় হ্রাস এবং অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তক পাঠকদের কাছে পৌঁছে যায়। (ঘ) নতুন চিন্তার উদ্ভাবন, বিতর্ক, আলোচনা, সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। (ঙ) নতুন গ্রন্থ, সাহিত্য, এবং সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। (চ) পাঠ্যপুস্তক, শিশুসাহিত্য, পঞ্জিকা ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়ে থাকে। (ছ) আধুনিক প্রেসের উদ্ভব ও প্রকাশনায় শৈল্পিক ছাপ পড়তে থাকে।

নিজে করো ঃ-

৩) মুদ্রণ শিল্পের অগ্রগতিতে গুটেনবার্গের অবদান আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

৪) প্রোটেস্টান্ট ধর্ম সংস্কার আন্দোলন কেন শুরু হয়?

৫) কেন নব মুদ্রণ প্রক্রিয়া এবং মুদ্রিত পুস্তককে তৎকালীন সময়ে সবাই স্বাগত জানায়নি?

৬) ম্যানোচিয়োকে কেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল?

৭) ফরাসী বিপ্লবের পিছনে মুদ্রণ সংস্কৃতির ভূমিকা আলোচনা করো।

৮) ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশনার দ্রুত বৃদ্ধির পেছনে শিশু শিক্ষা ও মহিলাদের ভূমিকা কী ছিল?

৯) পাণ্ডুলিপি কী? কীভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অব্দি ছাপার কাজকে সচল রেখেছিল?

১০) ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কীভাবে ভারতে ছাপাখানার কাজ এগিয়ে চলে?

১১) রক্ষণশীল হিন্দু এবং মুসলিমদের বিরোধীতা সত্ত্বেও কীভাবে মুদ্রণ শিল্প নারীদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল?

১২) উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যাপকমাত্রায় মহিলা ও শ্রমিকদের মধ্যে নতুন পাঠকশ্রেণি তৈরি হয় — এর তিনটি কারণ ব্যাখ্যা করো।

১৩) 'হস্তচালিত মুদ্রণ থেকে যন্ত্রচালিত মুদ্রণের রূপান্তর ইউরোপে মুদ্রণ জগতে বিপ্লব এনেছিল' — উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।

১৪) গুটেনবার্গের ছাপাখানা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

অধ্যায় — ৮ fvM - 3 t cvZ¨wnK Rxeb, ms¯wZ Ges ivRbxwZ

Dcb¨vm, mgvR Ges BwZnvm

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ ঃ-

- আমরা এই ভাগে সাহিত্যের একটি নতুন রূপ উপন্যাস সম্পর্কে জেনেছি। প্রথমে ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে উপন্যাস তার শিকড় বিস্তার লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা বহুল্যাংশে বিকাশ লাভ করে। অভিজাত, সুশীল সমাজ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত যেমন - দোকানদার, করনিকগণও পাঠকের তালিকাতে সামিল হন। পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রকাশনাও বৃদ্ধি পায়। লেখকদেরও আয় বৃদ্ধি পায় এবং লিখনশৈলীরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। স্থাপিত হয় প্রচুর গ্রন্থাগার। নিয়মিত উপন্যাস চর্চা শুরু হয়। উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতা ফুঁটে ওঠায় চিত্তাকর্ষণ ও বিশ্বাসযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়। লেখক-পাঠক ও প্রকাশকের মধ্যে একটা নিবীড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
- অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্পযুগ প্রবেশ করে, সেখানে প্রচুর কারখানা স্থাপিত হয়, বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি শ্রমিকদেরও নানা সমস্যা বৃদ্ধি পায়। গৃহিনীদের নিরূপায় হয়ে "ওয়ার্কহাউজে" আশ্রয় নিতে হয়। চার্লস ডিকেন্সের 'হার্ড টাইমস' উপন্যাসে তার বর্ণনা রয়েছে। "ওলিভার টুইস্ট" 'জার্মিনেল', 'মেয়র অব ক্যাস্টরব্রিজ' ইত্যাদি উপন্যাসগুলোতে সমাজের বিভিন্ন অবস্থা ফুঁটে ওঠে।
- নারীরাও উপন্যাস চর্চা এবং রচনাতে এগিয়ে আসেন। উপন্যাসে নারীদের জগৎ, তাদের আবেগ, নারীদের পরিচয়, অভিজ্ঞতা এবং তাদের সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরা হয়। জেন অস্টিনের উপন্যাসগুলোতে সেই বর্ণনা রয়েছে। শার্লট ব্রন্টির রচিত 'জেন আইর' এই ধরনের অন্য একটি উপন্যাস।
- তৎকালীন সময়ে অন্যতম আরেকজন জনপ্রিয় মহিলা ঔপন্যাসিক ছিলেন জর্জ এলিয়ট। তখন শিশু কিশোরদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে রচিত হয়, ট্রেজার আইল্যান্ড, 'জঙ্গলবুক' 'রামোনা' এর মতো অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।
- প্রাচীন ভারতে 'কাদম্বরী' ও 'পঞ্চতন্ত্র' ছিল গদ্যরীতিতে লেখা গল্পকাহিনী। তবে ভারতে আধুনিক উপন্যাসের আগমন ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে। হিন্দি, অসমীয়া, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি অনেক ভাষায় উপন্যাস রচিত ও অনুবাদিত হতে থাকে। সামাজিক দুরবস্থার বর্ণনা, গল্প কাহিনী, রোমান্টিক কাহিনী প্রভৃতি নিয়েও উপন্যাস রচিত হতে থাকে। দেশের প্রতি আনুগত্য, সংস্কৃতির পরিচয় ইত্যাদিও স্থান পায় বাংলা সহ বিভিন্ন উপন্যাসে।
- উপন্যাস পাঠ রাষ্ট্রীয় চেতনা বৃদ্ধিতে, কৃষ্টি ও পরম্বরা সম্পর্কে জানতে, চিন্তার বিকাশ ঘটাতে, রাষ্ট্রের প্রতি গৌরবভাব সঞ্চার করতে সাহায্য করে। একসময় প্রকৃত অর্থে উপন্যাস পাঠ হয়ে ওঠে আনন্দ ও বিনোদনের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।

ক) সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ- **(মান - ১)**

১) হেনরি ফিল্ডিং ছিলেন একজন -

(ক) ঔপন্যাসিক, (খ) প্রকাশক, (গ) শিশু সাহিত্যিক।

উঃ- হেনরি ফিল্ডিং ছিলেন একজন ঔপন্যাসিক।

২) 'পামেলা' উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল -

(ক) ষোড়শ শতাব্দীতে, (খ) অষ্টাদশ শতাব্দীতে, (গ) দ্বাদশ শতাব্দীতে।

উঃ- অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

৩) 'টম জোন্স' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল -

(ক) দশটি খন্ডে, (খ) পাঁচটি খন্ডে, (গ) ছয়টি খন্ডে।

উঃ- 'টম জোন্স' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ছয়টি খন্ডে।

৪) 'ইন্দুলেখা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় -

(ক) মালায়ালম ভাষায় (খ) বাংলা ভাষায় (গ) কন্নর ভাষায়।

উঃ মালায়ালম ভাষায়।

নিজে করো ঃ-

৫) স্কেচেস বাই 'বোজ' (Sketches by 'BOZ') প্রকাশিত হয় -

(ক) ১৭৬৩ খ্রিঃ, (খ) ১৮৩৬ খ্রিঃ, (গ) ১৮৬৩ খ্রিঃ।

উঃ- স্কেচেস বাই 'বোজ' প্রকাশিত হয় - ১৮৩৬ খ্রিঃ।

৬) 'ঔলিভার টুইস্ট' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল -

(ক) ১৮৮৩ খ্রিঃ, (খ) ১৮৩৮ খ্রিঃ, (গ) ১৮৫৪ খ্রিঃ।

উঃ ১৮৩৮ খ্রিঃ।

৭) 'জার্মিন্যাল' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় -

(ক) ১৮৮৫ খ্রিঃ, (খ) ১৮৩৮ খ্রিঃ, (গ) ১৮৫৪ খ্রিঃ।

৮) থামাস হার্ডি ছিলেন একজন -

(ক) গ্রীস ঔপন্যাসিক, (খ) ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক, (গ) ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক।

৯) 'মেয়র অব ক্যাস্টরব্রিজ' প্রকাশিত হয় -

(ক) ১৮৮৬ খ্রিঃ, (খ) ১৮৫৯ খ্রিঃ, (গ) ১৮৭৩ খ্রিঃ।

১০) ডোনাল্ড ফারফ্রি ছিলেন একজন -

(ক) প্রকাশক, (খ) লেখক, (গ) পরিচালক।

১১) জর্জ ক্রুইকশ্যঙ্ক (George Cruikshank) ছিলেন একজন -

(ক) চিত্রকার, (খ) লেখক, (গ) গ্রন্থকার।

১২) রুকেয়া হুসেন ছিলেন একজন -

(ক) সমাজ সংস্কারক, (খ) ধর্ম সংস্কারক, (গ) চিত্রকার।

১৩) জর্জ এলিয়ট ছিলেন একজন -

(ক) প্রকাশক, (খ) চিত্রকার, (গ) ঔপন্যাসিক।

১৪) রামশঙ্কর রায় ছিলেন একজন -

(ক) চিত্রকার, (খ) নাট্যকার, (গ) সঙ্গীতজ্ঞ।

১৫) বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস -

(ক) আনন্দমঠ (খ) দূর্গেশ নন্দিনী (গ) কপাল কুণ্ডলা।

১৬) 'ও মোর আপুনার দেশ' - শীর্ষক জনপ্রিয় গানটি রচনা করেন -

(ক) ভূপেন হাজারিকা (খ) রজনীকান্ত বড়দলই (গ) লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া।

১৭) মেরি এন ইভান্স - এর ছদ্ম নামটি ছিলো-

(ক) শার্লট ব্রন্টি-এর (খ) জর্জ এলিয়ট-এর (গ) জেন অস্টিন-এর।

১৮) ইংরেজীতে অনূদিত 'দ্য হোম এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' উপন্যাসটির লেখক -

(ক) বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) চন্দু মেনন।

১৯) কন্নড় পত্রিকা - কথাঞ্জলি প্রকাশিত হয় -

(ক) ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ হতে (খ) ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ হতে (গ) ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ হতে।

২০) ইংরেজী উপন্যাস 'হেনরিয়াটা টেম্পল'-কে মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়াস করেন -

(ক) লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া (খ) লক্ষ্মণ মোরেশ্বর হাল্বে (গ) চন্দু মেনন।

L| একটি cYe¦‡K¨ DËi দাও t- gvb - 1

১) 'পামেলা' উপন্যাসটি কার লেখা?

উঃ- 'পামেলা' উপন্যাসটি স্যামুয়েল রিচার্ডসনের লেখা।

২) চার্লস ডিকেন্স কোন পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন?

উঃ- চার্লস ডিকেনসন্স 'পিক্যুইক প্যাপারস' পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন।

৩) স্কচেস বাই 'বোজ' কার প্রকাশনা?

উঃ- 'স্কচেস বাই 'বোজ' চার্লস ডিকেন্সের প্রকাশনা।

নিজে করো ঃ-

৪) 'অল দ্য ইয়ার রাউন্ড' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

উঃ- 'অল দ্য ইয়ার রাউন্ড' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন চার্লস ডিকেন্স।

৫) 'হার্ড টাইমস্' উপন্যাসটি কখন প্রকাশিত হয়?

উঃ- হার্ড টাইমস্ উপন্যাসটি ১৮৫৪ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়।

৬) 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কাদের জীবন কাহিনী তুলে ধরা হয়?

৭) 'টম জোন্স' উপন্যাসটি কার লেখা?

৮) এমিল জোলা কে ছিলেন?

৯) 'ওলিভার টুইস্ট' উপন্যাসটি কাকে নিয়ে লেখা?

১০) 'হাত' নামে কারা পরিচিত ছিলেন?

১১) লিউ টলস্টয় কে ছিলেন?

১২) 'মেয়র অব ক্যাস্টরব্রিজ' এর রচয়িতা কে?

১৩) জ্যাঁ রেনইর কে ছিলেন?

১৪) 'প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস' (Pride and Prejudice) উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

১৫) জেন আইর (Jane Eyre) উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

১৬) 'সিলি নভেলস বাই লেডি নভেলিস্টস' এই উপন্যাসটি কবে প্রকাশিত হয়?

১৭) 'গোদান' উপন্যাসটি কাদের নিয়ে রচিত?

১৮) 'চন্দ্রকান্তা' উপন্যাসটি কার রচনা?

১৯) 'ট্রেজার আইল্যান্ড' গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন?

২০) 'জঙ্গল বুক' এর রচয়িতা কে?

২১) 'রামোনা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে ছিলেন?

২২) 'রবিনসন ক্রুসো' গ্রন্থটির রচয়িতা কে ছিলেন?

২৩) সংস্কৃত ভাষায় 'কাদম্বরী' গ্রন্থটির রচয়িতা কে ছিলেন?

২৪) 'দাস্তান' কী?

২৫) মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম উপন্যাস কোনটি?

২৬) 'মুক্তমালা' গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন?

২৭) 'ইন্দুমালা' উপন্যাসটি কখন রচিত হয়?

২৮) 'ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড' এর রচয়িতা কে?

২৯) 'কল্কি' কার ছদ্মনাম?

৩০) 'ছা মানা আটা গুন্টা' - উপন্যাসটির রচয়িতা কে ছিলেন?

৩১) বাংলায় রচিত প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি?

M| সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- g\b - 3

১) উপন্যাস পাঠ ভারতে কেন বিনোদনের মাধ্যম হয়ে উঠে?

উঃ- উপন্যাস পাঠ ও বিনোদন ঃ- পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে উপন্যাস পাঠ বিনোদনের একটি মাধ্যম হয়ে উঠে। একই সাথে এটি প্রতিবাদের মাধ্যমও হয়ে উঠে। ভারতীয় সমাজের একটা বাস্তব চিত্র খুঁজে পাওয়া যেত সেখানে। সামাজিক সত্য ফুঁটে উঠত সেখানে। মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ থাকত উপন্যাসগুলোতে। গোয়েন্দা এবং রহস্য উপন্যাসগুলো খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বৈঠকখানা, জনবহুল কক্ষ, এমনকি ভ্রমণ করার সময় রেল গাড়িতেও উপন্যাস চর্চা অভ্যাসে পরিণত হল। অতীতের সাথে একটা পরিচয় ঘটত। অঞ্চল, শ্রেণি, জাতির পরিচয়ও পাওয়া যেত।

২) ভারতে কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসনকালে উপন্যাসকে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হতো?

উপন্যাস ঃ- ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকালে উপন্যাসকে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হত। যেমন - (ক) ইংরেজরা এগুলোকে অনুবাদ করে ভারতীয়দের সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পারতেন। (খ) ভারতীয়রাও তাদের সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো প্রতিকার করতে সচেষ্ঠ হত। (গ) লেখকগণ সমাজ সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাধারা উপন্যাসের মাধ্যমে ব্যক্ত করতেন। (ঘ) রাষ্ট্রীয় গৌরব হিসাবে প্রাচীনকালকে মহিমান্বিত করতে সাহায্য করত। (ঙ) উপন্যাস পাঠে একটি যৌথ একাত্মতার চেতনা সৃষ্টি হত। (চ) দেশের অন্য অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির সাথে পরিচয় হতে সাহায্য করত এই উপন্যাস।

নিজে করো ঃ-

৩) ভারতীয় উপন্যাস সৃষ্টিতে নারীদের কীরূপ ভূমিকা ছিল?

৪) 'আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের পথিকৃৎ' কাকে বলা হয়? হিন্দি সাহিত্যের বিকাশে তাঁর অবদান কী ছিল?

৫) ভারতবর্ষে কীভাবে উপন্যাসের আগমন ঘটে?

৬) বঙ্কিম চন্দ্র কীভাবে সাহিত্য পাঠে ভারতীয়দের উদ্ভুদ্ধ করেছিলেন?

৭) রাষ্ট্র গঠনে উপন্যাসের ভূমিকা কী?

৮) ভারতীয় উপন্যাসে জাতিগত সমস্যা কীভাবে তুলে ধরা হয়?

৯) উপন্যাসের সাহিত্যিক রূপ কেন মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠে আলোচনা করো।

১০) দক্ষিণ ভারতের উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

১১) বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মুন্সি প্রেমচাঁদ-এর উপন্যাস রচনা ভারতের সমাজ জীবনে কী রকম প্রভাব ফেলেছিল - বর্ণনা করো।

১২) প্রথম আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের নাম লেখো? এর রচয়িতা কে ছিলেন? এই সাহিত্যের দুটো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো?

ভূগোল

Aa¨vq - 1

m¤ú` Ges Dbqb

পরিবেশে প্রাপ্য প্রত্যেক বস্তু যা আমাদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহৃত হয়, যা প্রযুক্তিগতভাবে সহজলভ্য, অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য তাকেই সম্পদ বলা হয়। সম্পদকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় - (ক) উৎপত্তি অনুসারে- জৈব ও অজৈব সম্পদ, (খ) ক্ষয়িষ্ণুতা অনুসারে - নবীকরণযোগ্য এবং অনবীকরণযোগ্য সম্পদ, (গ) মালিকানা অনুসারে ব্যক্তিগত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পদ। (ঘ) উন্নয়নের ধারা অনুসারে সম্ভাব্য, বিকশিত সম্ভার এবং সংরক্ষিত আধার। সম্পদ মানুষের জীবনের গুণগতমান বজায় রাখার পাশাপাশি মানুষের অস্তিত্বের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। মানুষ সম্পদের নির্বিচারে ব্যবহার করার ফলে যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় সেগুলো হল- (ক) সম্পদহানি, (খ) সমাজে ধনী ও গরীব শ্রেণির উদ্ভব, (গ) বিশ্বব্যাপী বাস্তুসংস্থানগত সমস্যা, (ঘ) বিশ্বউষ্ণায়ন, (ঙ) ওজোন স্তরের হ্রাস, (চ) পরিবেশ দূষণ এবং (ছ) ভূমির অবনমন ইত্যাদি। স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে পরিবেশের ক্ষতিসাধন না করে উন্নয়ন এবং বর্তমান বিকাশ। বিশ্বস্তরে উদ্ভূত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জরুরী সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ১৯৯২ সালের জুন মাসে ১০০ থেকে বেশি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো শহরে প্রথম আন্তর্জাতিক বিশ্ব সম্মেলনের জন্য মিলিত হয়। এই সম্মেলনে বিশ্ব বনভূমি নীতি সমর্থন করে এবং একবিংশ শতাব্দীতে স্থিতিশীল উন্নয়ন অর্জন করার জন্য এজেন্ডা ২১ কে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এজেন্ডা ২১ এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সকল স্থানীয় সরকার তাদের নিজস্ব এজেন্ডা ২১ এর রূপরেখা গঠন করবে। সম্পদ পরিকল্পনা হচ্ছে সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহারের জন্য সর্বজনীনভাবে গৃহীত এক কৌশল। ভারতের সম্পদ পরিকল্পনাগুলো হল - (ক) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পদ সনাক্ত করে এর তালিকা তৈরি করা। (খ) সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলোকে সঠিকভাবে রূপায়নের জন্য যথোপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা, দক্ষতা ও সংস্থাগত গঠন প্রণালী তৈরি করা। (গ) সম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমগ্র জাতীয় বিকাশ পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করা। সম্পদের অযৌক্তিক ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার আর্থসামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ভূমি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। স্বাভাবিক উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণি, মানব জীবন, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, পরিবহণ ও যোগাযোগ প্রভৃতি ভূমিকে অবলম্বন করেই হয়ে থাকে। যেহেতু ভূমি একটি সীমিত সম্পদ, সেজন্য ব্যবহারযোগ্য ভূমিকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার জন্য যত্নপূর্বক পরিকল্পনা করা আবশ্যক। ভারতে ৪৩ ভাগ জমি সমতলভূমি, ৩০ ভাগ পর্বত শ্রেণি এবং ২৭ ভাগ মালভূমি অঞ্চল। ভূমিসম্পদ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। (ক) বনভূমি, (খ) চাষের জন্য অপর্যাপ্ত জমি, (গ) অন্যান্য অনাবাদি ভূমি, (ঘ) পতিত জমি, (ঙ) মোট বপন এলাকা। বর্তমানকালে ভারতে ১৩০ মিলিয়ন হেক্টর অবক্ষয়িত ভূমি রয়েছে যার ২৪ ভাগ অবক্ষয়িত বনভূমির অন্তর্গত, ৫৬ ভাগ জলাভূমি দ্বারা অবক্ষয়িত এবং বাকি অংশ লবনাক্ত ও ক্ষারকীয় সঞ্চয় দ্বারা অবক্ষয়িত। মানবিক কার্যাবলি যথা - অরণ্য নিধন, মাত্রাতিরিক্ত পশুচারণ, খননকার্য ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভূমিক্ষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মৃত্তিকা হল নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূ-প্রকৃতি, জনক শিলা, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, অন্যান্য জীব এবং সময় মৃত্তিকা তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ যেমন - তাপমাত্রার পরিবর্তন, জলপ্রবাহ, বায়ু, হিমবাহ, অনুজীবীদের কার্যাবলি মৃত্তিকা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ণ, গভীরতা, গ্রথন, আয়ু, রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, (ক) পলিমৃত্তিকা, (খ) কৃষ্ণমৃত্তিকা, (গ) লোহিত বা পীত মৃত্তিকা, (ঘ) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা (ঙ) শুষ্ক মৃত্তিকা (চ) অরণ্য মৃত্তিকা ইত্যাদি। মানবিক কার্যাবলি যেমন - অরণ্যনিধন,

অত্যধিক পশুচারণ, নির্মাণকার্য ও খননকার্য ইত্যাদি। প্রাকৃতিক শক্তি যেমন - বায়ু, হিমবাহ এবং জলপ্রবাহ মৃত্তিকা ক্ষয় ইত্যাদি করে। সমোন্নতিরেখা বরাবর চাষ, ধাপ চাষ, ফসলের মাঝে মাঝে ঘাসের সারি লাগানো এবং একনাগাড়ে বৃক্ষরোপণ করে ছায়াবলয় সৃষ্টির মাধ্যমে মৃত্তিকা ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

K| mwVK DËi evQvB K‡iv t-

১) কয়টি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পদ সৃষ্টি হয়?

(ক) ২টি, (খ) ৩টি, (গ) ৪টি, (ঘ) ৫টি।

উঃ- ৩টি।

২) ভারতের মোট ভূমিভাগের মধ্যে সমতলভূমির পরিমাণ -

(ক) ৪৩%, (খ) ৩০%, (গ) ২৭%, (ঘ) ৩৪%।

৩) কোনটি মৃত্তিকা ক্ষয়রোধের পদ্ধতি নয়?

(ক) উৎখাত ভূমি, (খ) ছায়াবলয়, (গ) সমোন্নতি রেখা বরাবর চাষ, (ঘ) ফালিচাষ।

৪) কোনটি ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য?

(ক) অম্লধর্মী, (খ) উর্বর, (গ) ক্ষারধর্মী, (ঘ) বেশি হিউমাস যুক্ত।

৫) ডেকানট্র্যাপ অঞ্চলে যে মৃত্তিকা দেখা যায় তা হল -

(ক) পলিমৃত্তিকা, (খ) কৃষ্ণমৃত্তিকা, (গ) লোহিত মৃত্তিকা, (ঘ) শুষ্ক মৃত্তিকা।

৬) EEZ বা স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানা উপকূলরেখা থেকে সমুদ্রের দিকে -

(ক) ৫০ নটিক্যাল মাইল (খ) ১০০ নটিক্যাল মাইল (গ) ২০০ নটিক্যাল মাইল (ঘ) ২৭৫ নটিক্যাল মাইল।

৭) পরিবেশের সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য হল -

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (খ) মানব উন্নয়ন, (গ) স্থিতিশীল উন্নয়ন, (ঘ) শিল্পোন্নয়ন।

৮) মালিকানা অনুসারে সম্পদ কত প্রকার?

(ক) ৩ প্রকার, (খ) ৪ প্রকার, (গ) ৫ প্রকার, (ঘ) ৭ প্রকার।

৯) ১৯৯২ সালে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় -

(ক) কলকাতায় (খ) রিও ডি জেনেইরোতে (গ) টোকিওতে (ঘ) জেনিভায়।

১০) পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মোট বপন এলাকার শতকরা মান -

(ক) ৪৯%, (খ) ৬৫%, (গ) ৮০%, (ঘ) ৯০%।

১১) রেগুর নামে পরিচিত যে মৃত্তিকা তা হল -

(ক) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা, (খ) লোহিত মৃত্তিকা, (গ) পলিমৃত্তিকা, (ঘ) কৃষ্ণমৃত্তিকা।

১২) জলপ্রবাহ জনিত কারণে সুগভীর প্রশস্ত খাত তৈরি দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয়কে বলা হয় -

(ক) গালিক্ষয়, (খ) নালীক্ষয়, (গ) পাত ক্ষয়, (ঘ) উৎখাত ভূমি।

১৩) সকল প্রকার কৃষির উপযোগী মৃত্তিকা হল -

(ক) পলিমৃত্তিকা, (খ) লোহিত মৃত্তিকা, (গ) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা, (ঘ) অরণ্য মৃত্তিকা।

১৪) ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ নয় -

(ক) গাছপালা, (খ) লৌহআকরিক, (গ) কয়লা, (ঘ) খনিজতেল।

১৫) ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশন গঠিত হয় -

(ক) ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে।

১৬) সম্পদ সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হল -

(ক) প্রকৃতি, (খ) মানুষ, (গ) সংস্কৃতি, (ঘ) প্রযুক্তি।

১৭) শ্রমিকের দক্ষতা কোন্ ধরনের সম্পদ -

(ক) বস্তুগত সম্পদ, (খ) অবস্তুগত সম্পদ, (গ) নিরপেক্ষ উপাদান, (ঘ) সম্ভাব্য সম্পদ।

১৮) সম্পদের কার্যকারিতা -

(ক) স্থিতিশীল, (খ) গতিশীল, (গ) নিরপেক্ষ, (ঘ) কোনোটিই নয়।

১৯) জলবিদ্যুৎ একটি -

(ক) গচ্ছিত সম্পদ, (খ) প্রবহমান সম্পদ, (গ) অদ্বিতীয় সম্পদ, (ঘ) দুষ্প্রাপ্য সম্পদ।

২০) একটি জাতীয় সম্পদ হল -

(ক) কৃষকের জমি, (খ) হাসপাতাল, (গ) তৈলক্ষেত্র, (ঘ) বিদ্যালয়।

২১) মানুষ সম্পদের -

(ক) সৃষ্টিকারী, (খ) ভোগকারী, (গ) সৃষ্টিকারী ও ভোগকারী, (ঘ) ধ্বংসকারী।

২২) কর্মকুশলতা কোন্ সম্পদের অন্তর্গত?

(ক) মানব সম্পদ, (খ) প্রাকৃতিক সম্পদ, (গ) সাংস্কৃতিক সম্পদ, (ঘ) জৈব সম্পদ।

২৩) প্রবহমান সম্পদকে বলা হয় -

(ক) ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, (খ) অক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, (গ) জৈবসম্পদ, (ঘ) অজৈব সম্পদ।

২৪) রিও ডি জেনেইরো বিশ্ব সম্মেলন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) ১৯৮২ সালে (খ) ১৯৭২ সালে (গ) ১৯৯২ সালে (ঘ) ১৯৯৩ সালে

২৫) এজেন্ডা ২১ স্বীকৃতি পায় —

(ক) বিংশ শতাব্দীতে (খ) একবিংশ শতাব্দীতে (গ) ঊনবিংশ শতাব্দীতে (ঘ) উপরের কোনোটিও নয়।

২৬) সম্পদ সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে -

(ক) প্রকৃতি, (খ) মানুষ, (গ) সংস্কৃতি, (ঘ) কোনোটিই নয়।

২৭) একটি পরিবেশ মিত্র সম্পদ হল -

(ক) পেট্রোলিয়াম, (খ) কয়লা, (গ) প্রাকৃতিক গ্যাস, (ঘ) সৌরশক্তি।

২৮) ভারতের শতকরা কত ভাগ ভূভাগ পর্বতশ্রেণির অন্তর্গত?

(ক) ৩৫ ভাগ (খ) ৩০ ভাগ (গ) ২৯ ভাগ (ঘ) ২৫ ভাগ

২৯) যে সব সম্পদ প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাদের বলে -

(ক) বস্তুগত সম্পদ, (খ) অবস্তুগত সম্পদ, (গ) বিকশিত সম্পদ, (ঘ) সম্ভাব্য সম্পদ।

৩০) ভারতের সৌরশক্তি -

(ক) সম্ভাব্য সম্পদ, (খ) বিকশিত সম্পদ, (গ) সর্বজনীন সম্পদ, (ঘ) সহজলভ্য সম্পদ।

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

১) সম্পদ পরিকল্পনা কী?

উঃ- সম্পদের বিচক্ষন বা পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য গৃহীত সর্বজনীন কৌশলই হল সম্পদ পরিকল্পনা।

২) সম্পদের অতি ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ কারণ কী?

উঃ- সম্পদের অতি ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল - জনসংখ্যার বৃদ্ধি।

৩) পাত ক্ষয় কী?

৪) শেল্টার বেল্ট বা ছায়া বলয় কী?

৫) ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলে ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ কী?

৬) মৃত্তিকা ক্ষয় কাকে বলে?

৭) খাদার ও ভাঙ্গার মৃত্তিকার মধ্যে কোন্‌টিতে কাঁকরের পরিমাণ বেশি?

৮) সবথেকে শিথিল ও কম জৈব পদার্থযুক্ত মৃত্তিকা কোন্‌টি?

৯) এজেন্ডা ২১ কী?

১০) ভারতের একটি উৎখাত ভূমির উদাহরণ দাও।

১১) কার্পাস বা তুলাচাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মৃত্তিকা কোন্‌টি?

১২) ল্যাটেরাইট শব্দটির অর্থ কী? এটি কোন্ শব্দ থেকে এসেছে?

১৩) র‍্যাভাইন কী?

১৪) সম্পদ সংরক্ষণ কী?

১৫) ভারতের মোট ভূমিভাগের মধ্যে পার্বত্য ভূমিরূপের পরিমাণ কতখানি?

১৬) সম্পদ পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ?

১৭) পার্বত্য ভূমির ঢালু অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধের উপায়গুলো কী কী?

১৮) ভারতের কোথায় কোথায় অতিরিক্ত জলসেচের ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় পাচ্ছে?

১৯) প্রাদেশিক জলভাগ কাকে বলে?

২০) সম্প্রদায় সম্পদের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

২১) মানবীয় সম্পদ বলতে কী বোঝ?

২২) পৃথিবীর কেন্দ্রমন্ডলে লোহা ও নিকেল সঞ্চিত থাকে। এগুলো কী ধরনের সম্পদ?

২৩) মানুষের বৌদ্ধিক দক্ষতার সাহায্যে যে সম্পদ গড়ে ওঠে তাকে কী বলে?

২৪) ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরের সামুদ্রিক অংশ কী নামে পরিচিত?

২৫) বায়ু এবং সৌরশক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা ভারতের কোন্ রাজ্যে সর্বাধিক?

২৬) যেসব সম্পদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাদের কী বলে?

২৭) একটি অবরুদ্ধ প্রবহমান সম্পদের উদাহরণ দাও।

২৮) পূনর্ভব ও অপূনর্ভব সম্পদের উদাহরণ দাও।

২৯) জৈব ও অজৈব সম্পদের উদাহরণ দাও।

Aa¨vq - 2

eb I eb¨cvYx m¤ú`

ভারত একটি জৈব বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। পৃথিবীর মোট প্রজাতির শতকরা ৪ ভাগ (১.৬ মিলিয়ন) ভারতে আছে। ভারতে এখন পর্যন্ত প্রাণীকূলের ৮১,০০০ এবং উদ্ভিদকূলের ৪৭০০০ এর অধিক প্রজাতি পাওয়া গেছে। ১৫,০০০ ফুলগাছের প্রজাতি ভারতে নিজস্ব স্থানীয় প্রজাতি। বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীকূল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কিন্তু পরিবেশের প্রতি আমাদের অসংবেদনশীলতার কারণে এই সম্পদগুলো আজ ভীষণ চাপের সম্মুখীন। আনুমানিকভাবে ভারতের বন্য উদ্ভিদকুলের ন্যূনতম শতকরা ১০ ভাগ এবং স্তন্যপায়ীদের ২০ ভাগ বিপন্ন তালিকায়। চিতা, গোলাপি মাথা যুক্ত হাঁস, পাহাড়ি কোয়েল, জংলি চিত্রাকারা ভল্লুক এবং উদ্ভিদের মধ্যে-মধূকা ইউসিনিস এবং হুব্বারডিয়া হেপ্টানিউরোন আজ বিলুপ্তির পথে। দেশে মোট ৭৯.৪২ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি রয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ১২.২ ভাগ গভীর অরণ্য, ৯.৪ ভাগ মুক্ত অরণ্য এবং ০.১৪ ভাগ ম্যানগ্রোভ অরণ্য। ২০১৩ সাল থেকে গভীর অরণ্যের বিস্তার ৩,৭৭৫ বর্গ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল (IUCN) এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রজাতিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় - (ক) সাধারণ প্রজাতি-প্রজাতিদের মধ্যে যাদের সংখ্যান্তর বেঁচে থাকার জন্য স্বাভাবিক। যেমন - পশু, শাল, পাইন, রোডেন্টস ইত্যাদি। (খ) বিপন্ন প্রজাতি - এমন প্রজাতি যাদের বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে - কৃষ্ণসার মৃগ, কুমির, ভারতীয় জংলি গাধা, ভারতীয় গন্ডার, সিংহ ল্যাজযুক্ত বানর, সাংগাই ইত্যাদি। (গ) দুর্বল প্রজাতি-এরা এমন প্রজাতি যাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। যেমন - নীল ভেড়া, এশীয় হাতি, গাঙ্গেয় ডলফিন ইত্যাদি। (ঘ) বিরল প্রজাতি-এদের সংখ্যা খুবই কম এবং তাদের উপর যদি প্রতিকূল প্রভাব পড়তে থাকে তাহলে তারাও বিপন্ন কিংবা দুর্বল প্রজাতির শ্রেণিতে চিহ্নিত হবে। (ঙ) স্থানীয় প্রজাতি - এমন প্রজাতি যারা একমাত্র প্রাকৃতিক অথবা ভৌগোলিক সীমানা থেকে পৃথক এমন কিছু বিশেষ অঞ্চলে পাওয়া যায় - আন্দামানের টিল, নিকোবরের পায়রা, আন্দামানের বন্য শূকর, অরুণাচল প্রদেশের মিথুন প্রভৃতি। (চ) বিলুপ্ত প্রজাতি - এমন প্রজাতি যাদের যে অঞ্চলে থাকার কথা সেখানে অনুসন্ধান করেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এশীয় চিতা, গোলাপী মাথাযুক্ত হাঁস ইত্যাদি। ১৯৫২ সালে এশীয় চিতা এই প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করা হয়। যাদের বিংশ শতাব্দীর পূর্বে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখা যেত। ১৯৫১ থেকে ১৯৮০ সালে সারা ভারতে ২৬,২০০ বর্গ কিলোমিটারের অধিক বনাঞ্চল কৃষি জমিতে পরিবর্তন করা হয়েছিল। উত্তর পূর্ব ও মধ্য ভারতে জুমচাষের কারণে গাছ কেটে বন ধ্বংস করা হয়। পরিবেশবিদ্‌দের মতে ভারতে 'সমৃদ্ধ বৃক্ষরোপন' এর মাধ্যমে অনেক অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান প্রজাতির বৃক্ষের বেশি পরিমাণে রোপণ ও অন্য প্রজাতির বৃক্ষের ধ্বংস করা হয়েছিল। বিভিন্ন নদী উপত্যকা প্রকল্প ও খনন কার্যের ফলেও বন ও বন্যপ্রাণী আজ ধ্বংসের পথে। হিমাচলপ্রদেশ ও অরুণাচল প্রদেশ কৃষ্ণবর্ণের পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষ ইউ যার ছাল, পাতা, পল্লব ও মূলে ট্যাক্সল নামক রাসায়নিক যৌগ পাওয়া যায় যেটি ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিক্রয় হয় তাই এই গাছের অস্তিত্ব আজ সংকটে। জৈব বৈচিত্র্যের পতন ও পরিবেশ বিনাশের কারণগুলো যথাক্রমে - পরিবেশ দূষণ, দাবানল, সম্পদের অসম বন্টন, সম্পদের অসম উপভোগ, পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে অসমতা ইত্যাদি। জৈব সম্পদের বিনাশের কারণে বহু জনজাতি যারা বন এবং বন্যপ্রাণী থেকে প্রাপ্ত সম্পদের উপর নির্ভরশীল তারা দরিদ্র হয়ে পড়েছে। জ্বালানি, পশুখাদ্য, জল এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য মহিলাদের অনেক দূরে যেতে হচ্ছে যার পরিণতিতে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়

তাছাড়া কাজের সময় বেড়ে যাওয়ার শিশুদের প্রতি সঠিক ভাবে নজর দিতে পারে না এবং সামাজিক দুষ্পরিনাম দেখা যায়, ১৯৭২ সালে ভারতীয় বন্যপ্রাণী সুরক্ষা অ্যাক্ট কার্যকর হয়। যার ফলস্বরূপ বন্যপ্রাণীশিকার বন্ধ করা হয়েছিল তাদের বাসস্থানের আইন সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল, বন্যপ্রাণীর ব্যবসা বন্ধ করা হয়েছিল, অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান স্থাপিত হয়েছিল। তাছাড়া কয়েকটি প্রকল্প যেমন ব্যাঘ্রপ্রকল্প বিশ্বের বহুল প্রচারিত বন্যজীব পরিকল্পনার মধ্যে একটি এবং ১৯৭৩ সালে এর সূচনা হয়েছিল। ভারতে ৩২১৩.৭ বর্গ কিমি জুড়ে ৩৯টি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র আছে। ভারতের কয়েকটি বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র - উত্তরাখন্ডের করবেট, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় প্রভৃতি জাতীয় উদ্যান, রাজস্থানের সারিঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, আসামের মানসবাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং কেরালার পেরিয়ার বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৮০ এবং ১৯৮৬ সালের বন্যপ্রাণী অ্যাক্টের আওতায় সুরক্ষিত প্রজাতির তালিকায় কয়েকশো প্রজাপতি, মথ, গোবরে পোকা এবং একটি গঙ্গাফড়িং অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে উদ্ভিদের ৬টি প্রজাতি এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে। ভারতে অধিকতর বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীনে অথবা বনবিভাগ বা অন্যবিভাগের মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই বনগুলোকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। (ক) সংরক্ষিত বন - মোট বনভূমির অর্ধেকের চেয়ে বেশি অংশকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয়েছে। (খ) সুরক্ষিত বন-বনবিভাগ দেশের মোট বনাঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ বনভূমিকে সুরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করেছে। (গ) শ্রেণিহীন বন-অন্য সকল বনভূমি বা পতিতভূমি যা সরকার, ব্যক্তিবর্গ এবং জাতি সম্প্রদায়ের অধীনে রয়েছে। ঐতিহ্যগত সংরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বহুক্ষেত্রে বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে।

cKí t- 1

বন এবং বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করো। ভারতে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বনগুলোকে কীভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে? ভারতের মানচিত্রে বনভূমির এই শ্রেণিবিভাগ দেখাও। ভারতের একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রের চিত্র সংগ্রহ করো।

বন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মাধ্যমে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য এবং আমাদের জীবন ধারণ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় জল, বায়ু ও মাটির ভারসাম্য বজায় থাকে, এটি বিভিন্ন প্রজাতির ভালোভাবে বিকাশ ও প্রজননের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর জিনগত বৈচিত্র্যকে সংরক্ষিত করে। বন এবং বন্যপ্রাণী আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যই আমরা বন ও বন্যপ্রাণী থেকে পেয়ে থাকি। বনও বন্যপ্রাণীর উপর ভিত্তি করে অনেক জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। তাই আমাদের তথা সমগ্র পৃথিবীর অস্তিত্ব বজায় রাখতে বন এবং বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী।

বন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের বনগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) সংরক্ষিত বন-দেশের মোট বনভূমির অর্ধেকের চেয়ে বেশি অংশকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) সুরক্ষিত বন - বনবিভাগ দেশের মোট বনাঞ্চলের প্রায় এক - তৃতীয়াংশ বনভূমিকে সুরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করেন।

(গ) শ্রেণিহীন বন - অন্য সকল প্রকার বনভূমি এবং পতিত ভূমি যা সরকার, ব্যাক্তিবর্গ এবং জাতি সম্প্রদায়ের অধীনে রয়েছে, তাদের শ্রেণিহীন বনভূমি বলে।

প্রকল্প ঃ- ২) ভারতের জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করো এবং ভারতের মানচিত্রে তাদের অবস্থান চিহ্নিত করো।

প্রকল্প ঃ- ৩) তোমরা কী এমন কোনো কাজ লক্ষ্য করেছ যার ফলে তোমাদের চারপাশের জৈববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। এ ব্যাপারে একটি টিকা লেখো এবং এর রক্ষার্থে কিছু উপায় আলোচনা করো।

প্রকল্প ঃ- ৪) প্রজাতির শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করো এবং তাদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করো। প্রত্যেকটি প্রজাতির একটি করে ছবি সংগ্রহ করো।

প্রকল্প ঃ- ৫) কী কী প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের ভয়ানক হ্রাস ঘটেছে এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো এবং এই ধরনের কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতির ছবি সংগ্রহ করো।

প্রকল্প ঃ- ৬) তোমাদের চারপাশে পরিবেশ রক্ষায় ও সংরক্ষণে সাহায্য করে এমন কয়েকটি প্রথা সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করো এবং ছোটো একটি রচনা তৈরি করো।

প্রকল্প ঃ- ৭) বন ও বন্যপ্রাণীর উপর মানুষের নির্ভরশীলতা নিয়ে আলোচনা করো এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে সংযোজন করো।

প্রকল্প ঃ- ৮) ব্যাঘ্র প্রকল্প কী? এই প্রকল্পের সূচনা কবে হয়েছিল? ভারতের বিভিন্ন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলো তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে সংযোজন করো।

Aa¨vq - 3

Rjm¤ú`

পৃথিবী পৃষ্ঠের তিন চতুর্থাংশ জলের মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণ (২.৫ শতাংশ) স্বাদু জলের অন্তর্গত যা প্রধানত ভূ-পৃষ্ঠ প্রবাহ এবং ভৌমজল থেকে পাওয়া যায়। জল একটি নবীকরণযোগ্য সম্পদ। স্বাদু জলের ৭০ শতাংশ অ্যান্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড এবং বিশ্বের পার্বত্য অঞ্চলে মহাদেশীয় হিমবাহ ও অন্যান্য হিমবাহ রূপে বর্তমান। ৩০ শতাংশের কম জল ভৌমজল রূপে সঞ্চিত আছে। জনপ্রতি জলপ্রাপ্তির দিক থেকে ভারত বিশ্বে ১৩৩ তম স্থান দখল করে আছে। প্রতিবছর ভারতের মোট নবীকরণযোগ্য জল সম্পদের পরিমাণ ১৮৯৭ বর্গ কিমি। প্রধানত বার্ষিক অধঃক্ষেপণ এবং ঋতুগত বিভিন্নতার কারণে স্থান ও কাল ভেদে জলের প্রাপ্যতায় বিভিন্নতা আসে। অত্যধিক জলের ব্যবহার, অতিমাত্রায় শোষণ এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জলের অসম বণ্টনের জন্যই মূলত: জলের অভাব দেখা যায়। ভারতে মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির প্রায় ২২ শতাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে প্রাপ্ত হয়। ভারতের নদীগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষির আধুনিকীকরণ, নগরায়ণ, শিল্পায়ন প্রভৃতির কুপ্রভাব দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। অতীতকাল থেকেই নদী এবং বৃষ্টির জল অবরুদ্ধ করে বাঁধগুলো নির্মাণ করা হত যাতে পরবর্তী সময়ে কৃষি জমিগুলোতে জলসেচের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে বাঁধ জলসেচের পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদন, ঘরোয়া ও শিল্পকর্মে জলের সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিনোদন, অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল এবং মৎস্য প্রজননের জন্যও নির্মাণ করা হয়। এইভাবে আবদ্ধ জলের বিভিন্ন ব্যবহারের কারণে বাঁধগুলোকে এখন বহুমুখী প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ - শতদ্রু-বিপাশা নদী অববাহিকায় ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্পের জল ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচ উভয় কাজে ব্যবহৃত হয়। মহানদী অববাহিকার হীরাকুঁদ প্রকল্প জল, বন্যা নিয়ন্ত্রণ উভয় কাজকেই সাধিত করে। বাঁধ হল একটি প্রতিবন্ধকতা যা জল প্রবাহকে বাঁধা দেয়, দিক নিয়ন্ত্রণ করে বা আটকে রাখে, যা প্রায়ই জলাধার, হ্রদ বা আবদ্ধ জলাশয় তৈরি করে। বাঁধ বলতে কাঠামোর পরিবর্তে জলাধারকে বোঝায়। অধিকাংশ বাঁধগুলোর মধ্যে একটি জল নির্গমনের পথ বা উইঅ্যার নামে একটি অংশ থাকে যার মাধ্যমে জল মাঝে মধ্যে বা ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়। বাঁধকে কাঠামো, পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অথবা উচ্চতা অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। কাঠামো বা ব্যবহৃত উপকরণের উপর ভিত্তি করে বাঁধগুলোকে কাঠের বাঁধ, পাথর বা কংক্রিটের বাঁধ হিসেবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। উচ্চতা অনুসারে বাঁধকে বৃহৎ বাঁধ এবং প্রধান বাঁধ বা বিকল্পভাবে নিম্ন বাঁধ, মাঝারি উচ্চতার বাঁধ এবং উচ্চ বাঁধ হিসেবে শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। বহুমুখী প্রকল্প এবং বিশাল বাঁধগুলো ব্যাপকভাবে বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছে। নদীগুলোর উপর বাঁধ নির্মাণ ও তাদের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এদের স্বাভাবিক প্রবাহ প্রভাবিত হয়। যার কারণে পলল প্রবাহ কমে জলাধারের তলদেশ অত্যধিক পলি সঞ্চিত হয় ফলে নদীর তলদেশ প্রস্তরময় হয়ে নদীর জলজ জীবনের আবাসস্থল হ্রাস পায়। বাঁধ নদীকে ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত করে দেয় যার ফলে প্রাণীদের নদীতে বিশেষ করে ডিম দেওয়ার সময় ফিরে আসতে বাঁধা সৃষ্টি করে। প্লাবনভূমিতে নির্মিত জলাধারগুলো ওই স্থানের উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকাকে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের পর বিয়োজিত করে সম্পূর্ণরূপে জলে নিমজ্জিত করে। এজন্যেই এই বাঁধগুলোকে কেন্দ্র করে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' এবং তেহরি বাঁধ আন্দোলন শুরু হয়। সেচব্যবস্থা বহু অঞ্চলের শস্য উৎপাদনের ধরন পরিবর্তিত করে নিবিড় কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে পরিণত করেছে। যার ফলে মৃত্তিকায় লবনাক্ততার মতো গুরুতর পরিবেশগত পরিণতি দেখা দিতে পারে। বাঁধ একই সম্পদের বিভিন্ন ব্যবহারের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে সংঘর্ষের কারণও হয়ে উঠতে পারে। যেমন - গুজরাটে সবরমতী অববাহিকায় বিশেষ করে খরার সময় জল সরবরাহে

শহরাঞ্চলকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষকরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। বহুমুখী প্রকল্পের অর্থব্যয় এবং প্রাপ্ত লাভের ভাগ নিয়ে আন্তঃরাজ্য জলবিবাদ একটি খুব সাধারণ বিষয়। বাঁধগুলোকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু জলাধারগুলোতেই পলিসঞ্চয়ের ফলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের সময় অধিকাংশ বড়ো বাঁধগুলোই বন্যা নিয়ন্ত্রনে অসফল হয়। বন্যা কেবল জীবন ও সম্পত্তিই ক্ষতি করে না বরং ব্যাপক মৃত্তিকা ক্ষয়ও সাধন করে। তাছাড়া ভূমিকম্পের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায় বহুমুখী প্রকল্পের কারণে। অত্যধিক জলের ব্যবহারের ফলে জলবাহিত রোগ, ফসলে কীটপতঙ্গজনিত রোগ এবং দূষণ ঘটে। বহুমুখী প্রকল্পের নানাবিধ অসুবিধা ও বিরোধীতার কারণে অনেকে মনে করতেন বৃষ্টির জল সংরক্ষণই হচ্ছে এই ব্যবস্থার বিকল্প পদ্ধতি। প্রাচীনকালের মানুষ খাল, বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করতেন ও জলসেচের সুবিধার জন্য প্লাবন খাল তৈরি করতেন। শুষ্ক ও প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে কৃষি জমিগুলোকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পরিকাঠামো রূপে পরিবর্তিত করা হত যা বৃষ্টির জলকে এক জায়গায় ধরে রাখত এবং মৃত্তিকাকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করত। এই পদ্ধতি রাজস্থানের শহর জয়সলমিরে 'খাদিন' এবং রাজস্থানের অন্যান্য অঞ্চলে 'জোহার' নামে পরিচিত। রাজস্থানের বিকানির, ফলোদি এবং বারমের এ সব বাড়িতেই পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য ভূগর্ভস্থ ট্যাংক বা টাঙ্কা থাকত। এটি মূল ঘর বা উঠানে বানানো হত। ছাদের জল নলের মাধ্যমে টাঙ্কায় পৌঁছাত। এই অঞ্চলে বৃষ্টির জল 'পালর পানি' নামে পরিচিত। অনেক বাড়িতে ট্যাঙ্কার সাথে ভূগর্ভস্থ কক্ষও বানানো হয় কারণ জলের এই উৎস কক্ষগুলোকে ঠান্ডা রাখে। মহীশূরে এক অনগ্রসর গ্রাম গেন্ডাথুরে গ্রামবাসীরা নিজনিজ বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে রাখে। গ্রামের প্রায় ২০০টি বাড়ীতে এই ব্যবস্থা আছে এবং এই গ্রামটি বৃষ্টির জলসম্পন্ন গ্রাম নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে।

প্রকল্প ঃ- ১) বৃষ্টির জল সংরক্ষণে বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে সংযোজন করো।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ পদ্ধতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। রাজস্থানে পানীয় জল সঞ্চয় করে রাখার জন্য 'বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ পদ্ধতি' বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। বাংলায় প্লাবনভূমিতে লোকেরা কৃষিজমিতে জলসেচের জন্য প্লাবন খাল তৈরি করত। শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে কৃষি জমিগুলোকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পরিকাঠামোরূপে পরিবর্তিত করা হত যা বৃষ্টির জলকে এক জায়গায় ধরে রাখত এবং মৃত্তিকাকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করত। এটি রাজস্থানের শহর জয়সলমিরে খাদিন এবং রাজস্থানের অন্যান্য অঞ্চলে 'জোহার' নামে পরিচিত। রাজস্থানের শুষ্ক অঞ্চল বিকানির, ফলোদি এবং বারমের এ প্রায় সব বাড়িতেই পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য ভূগর্ভস্থ ট্যাংক বা টাঙ্কা থাকত। এদের আকার বড়ো বড়ো কক্ষের মতো হত, ফলোদির এক বাড়িতে ৬.১ মিটার গভীর, ৪.২৭ মিটার লম্বা এবং ২.৪৪ মিটার চওড়া ট্যাঙক ছিল। টাঙ্কা এখানে সুবিকশিত বাড়ির ছাদের বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভিন্ন অংশ ছিল যা মূল ঘর বা উঠোনে বানানো হত। এগুলো ঘরের ঢালু ছাদের সাথে পাইপ দ্বারা যুক্ত থাকত। ছাদ থেকে বৃষ্টির জল এই নলের মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরস্থ টাঙ্কায় পৌছাঁত, যেখানে একে সংগ্রহ করা হত। প্রথমবারের বৃষ্টির জল ছাদ এবং নলগুলোকে পরিষ্কার করতে ব্যবহার করা হত এবং একে সংরক্ষণ করা হতনা। এর পরের বারের বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হত। ওই অঞ্চলে বৃষ্টির জল 'পালর পানী' নামে পরিচিত, অনেক বাড়ীতে টাঙ্কার সাথে ভূগর্ভস্থ কক্ষও বানানো হয়, কারণ জলের এই উৎস কক্ষগুলোকে ঠান্ডা রাখে, যা গরমকালে প্রচন্ড গরম থেকে রেহাই প্রদান করে।

প্রকল্প ঃ- ২) জলসংকট কী? তোমাদের চারপাশে এরকম ঘটনা লক্ষ্য করেছ কী? কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করো এবং সংযোজন করো।

প্রকল্প ঃ- ৩) আন্তঃরাজ্য জলবিবাদের কারণ কী? এ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করো এবং এর কারণ বিশ্লেষণ করো।

প্রকল্প ঃ- ৪) বাঁধ নির্মাণ ও সেচকার্যের যে কোনো একটি গতানুগতিক পদ্ধতি সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বার করো ও আলোচনা করো।

প্রকল্প ঃ- ৫) তোমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে জল সংরক্ষণের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব লেখো।

প্রকল্প ঃ- ৬) বহুমুখী নদী পরিকল্পনার সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আলোচনা করো এবং ভারতে কোন্ কোন্ নদীর উপর এই পরিকল্পনা স্থাপন করা হয়েছে নাম সহ মানচিত্রে চিহ্নিত করো।

ক) ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত নদনদীগুলো দেখাও ঃ- সবরমতী নদী, নর্মদা নদী, তাপ্তী নদী, গঙ্গা নদী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, লুনী, সিন্ধু।

খ) ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত বাঁধগুলো চিহ্নিত করো ঃ- ভাকরা-নাঙ্গাল, হীরাকুঁদ, রানাপ্রতাপ সাগর, নাগার্জুন সাগর, তুঙ্গভদ্রা, কয়না, তেহরি, নারোরা, মেত্তুর, কোটা, গান্ধিসাগর, রিহান্দ, পেরিয়ার কোনার, তিলাইয়া ইত্যাদি।

Kw l

ভারত একটি কৃষি নির্ভর দেশ যার দুই তৃতীয়াংশ লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত। খাদ্য শস্যের যোগান ছাড়াও এটি বিভিন্ন শিল্প কারখানার জন্য কাঁচামাল উৎপন্ন করে। কৃষিকাজকে, সাধারণত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় - (ক) আদিম জীবিকা ভিত্তিক কৃষি, ছোটো ছোটো টুকরো জমির উপর আদিম কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন - খুরপি, দা, খননে সহায়ক লাঠির সাহায্যে পরিবার ও সম্প্রদায়ের শ্রমের বিনিময়ে করা হয়। মৌসুমি বৃষ্টিপাত ও মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা নির্ভর এই ধরনের কৃষিতে উৎপাদন কম হয়। বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের কৃষি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন - উত্তর পূর্ব ভারতে এ ধরনের কৃষি জুমচাষ নামে পরিচিত। (খ) নিবিড় জীবিকাভিত্তিক কৃষি - যেখানে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বেশি সেখানে এই ধরনের কৃষিকাজ করা হয়। অধিক ফসল পাওয়ার জন্য অধিক পরিমাণে জৈব রাসায়নিক উপাদান এবং জলসেচ ব্যবহৃত হয়। (গ) বাণিজ্যিক কৃষি - এ ধরনের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অধিকতর ফলনের জন্য অধিক মাত্রায় আধুনিক উপাদান - উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার। অঞ্চল ভেদে এই কৃষি বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন - হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে ধান বাণিজ্যিক শস্য, কিন্তু ওড়িশায় এটি একটি জীবিকাভিত্তিক শস্য। বাগিচা কৃষি এক প্রকার বাণিজ্যিক কৃষি। এই ধরনের কৃষিতে বিশাল এলাকাজুড়ে একই ধরনের চাষ হয়। যেমন - আসাম ও উত্তরবঙ্গে চা, কর্ণাটকে কফি ইত্যাদি। ভারতে শস্য চাষের তিনটি ঋতু আছে। (১) রবি - সময় - শীতকালে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বপন ও এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে ফসল তোলা হয়। যেমন - গম, বার্লি, মটর, ছোলা এবং সরিষা ইত্যাদি। (২) খারিফ মৌসুমি বৃষ্টিপাত আগমনের সাথে সাথে বপন করা হয় ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফসল তোলা হয়। যেমন - ধান, ভূট্টা, জোয়ার, বাজরা, অড়হর, মুগ, উরাদ, তুলা, পাট, বাদাম ও সয়াবিন ইত্যাদি। (৩) রবি ও খারিফ ফসলের মধ্যবর্তী স্বল্প দৈর্ঘ্যের ঋতু জ্যায়েদ। ফসল - তরমুজ খরমুজা, শশা, সবজি এবং পশুখাদ্য ইত্যাদি। ভারতে উৎপন্ন ফসলগুলোর মধ্যে - ধান, গম, মিলেট, ডাল, চা, কফি, আখ, তৈলবীজ, তুলা, পাট ইত্যাদি প্রধান। জলসেচের উৎসের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও দেশের বিশাল অংশের কৃষকরা আজও কৃষিকাজের জন্য মৌসুমি জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক উর্বরতার উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে জনসংখ্যার ৬০ ভাগের অধিক মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল কৃষিতে কিছু প্রযুক্তিগতও প্রতিষ্ঠানগত পুর্নগঠনের প্রয়োজন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল 'ভূমি সংস্কার'। ভারত সরকার ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে ভারতীয় কৃষির উন্নতি সাধনে কৃষিক্ষেত্রের পুনর্গঠন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। প্যাকেজ টেকনোলোজির উপর ভিত্তি করে 'সবুজ বিপ্লব' ও 'শ্বেত বিপ্লবের' মাধ্যমে ভারতীয় কৃষির উন্নতিতে বেশ কিছু নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে বন্যা, খড়া, ঝড়, আগুন ও রোগের প্রতিকারের জন্য ফসল বিমার ব্যবস্থা এবং কৃষকদের কম সুদের হারে ঋণের সুবিধা দেওয়ার জন্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, কো অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপনের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। কৃষকদের লাভের জন্য ভারত সরকার কিষান ক্রেডিট কার্ড (KCC), ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা, বিমা যোজনা (PAIS) শুরু করেছিল। এছাড়া কৃষকদের রেডিয়ো, দূরদর্শনের মাধ্যমে আবহাওয়ার বিশেষ পরিস্থিতি ও কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রচারের সূচনা করা হয়েছিল। বিনীতভাবে ভূমিহীনদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তারা যদি সরকারি জমিতে কৃষি করতে চায়, তাহলে তিনি ভারত সরকারের সাথে কথা বলে তাঁদের জন্য জমির ব্যবস্থা করবেন। শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডি ৮০ জন ভূমিহীন গ্রামবাসীর মধ্যে ৮০ একর জমি দানের জন্যে এগিয়ে এলেন যা ভূমিদান নামে পরিচিত। কয়েকজন জমিদার যাঁরা অনেক গ্রামের মালিক ছিলেন তাঁরা ভূমিহীনদের কিছু গ্রাম দান করেন। এই

ঘটনা গ্রামদান নামে পরিচিত। বিনোবা ভাবে কর্তৃক শুরু হওয়া ভূমিদান গ্রামদান আন্দোলন 'রক্তপাতহীন বিপ্লব' নামে পরিচিত। কৃষির মোট দেশীয় উৎপাদন কমে যাওয়ায় ভারত সরকার কৃষির আধুনিকীকরণে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (ICAR), কৃষি বিদ্যালয়, পশু চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র এবং পশু প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, উদ্যানবিদ্যার উন্নয়ন, আবহাওয়া বিদ্যার উন্নয়ন ও গবেষণা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সমাজের সকল শ্রেণির জন্য খাদ্যের প্রাচুর্যতা সুনিশ্চিতকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সরকার জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা পদ্ধতি রচনা করেন। এর দুটি উপাদান - (ক) আপদকালীন ভান্ডার, (খ) সরকারি বণ্টন পদ্ধতি নিয়ে গঠিত। ক্রমান্বয়ে খাদ্যশস্যের চাষ ফল, সবজি, তৈলবীজ, উদ্যোগিক ফসল চাষের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে খাদ্যশস্য ও ডালের অন্তর্গত কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমশ:হ্রাস পাচ্ছে। আজ ভারতীয় কৃষি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন, কৃষিকে সফল বানাতে হলে প্রান্তিক ও ছোটো কৃষকদের উন্নয়নে জোড় দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে জৈব কৃষি আজ অধিক প্রচলিত কারণ রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার না করে এই কৃষি করা হয় ফলে পরিবেশে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। কিছু অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনবরত খাদ্য শস্য উৎপাদন না করে কৃষকদের শস্যের ধরন পরিবর্তন করে উচ্চ মূল্যের শস্য উৎপাদন করা উচিত। এর মাধ্যমে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং একই সাথে পরিবেশের অবনমন হ্রাস পাবে।

mwVK DËi evQvB K‡iv t-

১) জুমচাষকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কী নামে বলা হয়?

(ক) লাদাভ, (খ) বে, (গ) কুমারী, (ঘ) দীপা।

উঃ- দীপা।

২) জুমচাষ অথবা কর্তন ও দহন কৃষিপদ্ধতি কোন্ প্রকার কৃষির অন্তর্গত?

(ক) আদিম জীবিকাভিত্তিক, (খ) নিবিড় জীবিকাভিত্তিক,

(গ) বাণিজ্যিক, (ঘ) উদ্যান কৃষি।

উঃ- আদিম জীবিকাভিত্তিক।

৩) ভেনিজুয়েলার জুমচাষ যে নামে পরিচিত -

(ক) রোকা, (খ) কোনুকো, (গ) মসোলে, (ঘ) মিল্পা।

৪) কোন্ প্রকার কৃষিতে জমির ওপর চাপ খুব বেশি হয়?

(ক) নিবিড় জীবিকাভিত্তিক, (খ) বাগিচা, (গ) বাণিজ্যিক, (ঘ) উদ্যান কৃষি।

৫) মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে চাষ করা হয় -

(ক) রবিশস্য, (খ) খারিফশস্য, (গ) জ্যায়েদ শস্য, (ঘ) কোনোটিই নয়।

৬) চা, কফি, রবার - এগুলো যে কৃষিতে উৎপাদন করা হয় -

(ক) আদিম জীবিকাভিত্তিক, (খ) নিবিড় জীবিকাভিত্তিক, (গ) বাগিচা, (ঘ) উদ্যান কৃষি।

৭) ভারতের প্রধান খাদ্যশস্যটি হল -

(ক) মিলেট, (খ) গম, (গ) ভুট্টা, (ঘ) ধান।

৮) উত্তর-পশ্চিম ভারতে গঙ্গা-শতদ্রু সমভূমি অঞ্চলের প্রধান ফসল হল -

(ক) ধান, (খ) গম, (গ) মিলেট, (ঘ) কফি।

৯) উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সমভূমির প্রধান ফসলটি হল -

(ক) ধান, (খ) কার্পাস, (গ) চা, (ঘ) ইক্ষু।

১০) কোন ফসল একাধারে খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় -

(ক) গম, (খ) ভুট্টা, (গ) জোয়ার, (ঘ) বাজরা।

১১) ভারতে সবথেকে বেশি রবার চাষ হয় -

(ক) তামিলনাড়ু, (খ) কেরালা, (গ) মেঘালয়, (ঘ) ত্রিপুরা।

১২) ভারতে প্রথম কফির চাষ শুরু হয় -

(ক) নীলগিরি পাহাড়ী অঞ্চল, (খ) অসম,

(গ) হিমাচল প্রদেশে, (গ) বাবাবুদান পাহাড়।

১৩) ভারতের মধ্যে সর্বাধিক চা উৎপাদন করে -

(ক) তামিলনাড়ু, (খ) পশ্চিমবঙ্গ, (গ) অসম, (ঘ) কেরালা।

১৪) ডাল উৎপাদনে ভারতের স্থান -

(ক) প্রথম, (খ) তৃতীয়, (গ) চতুর্থ, (ঘ) সপ্তম।

১৫) শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদ হল -

(ক) মটর, (খ) ভুট্টা, (গ) গম, (ঘ) বাজরা।

১৬) গম, সরিষা, মটর ইত্যাদি কোন্ প্রকার শস্যের উদাহরণ -

(ক) রবিশস্য, (খ) খারিফ শস্য,

(গ) জ্যায়েদ শস্য, (ঘ) উপরোক্ত প্রতিটাই সঠিক।

১৭) সবথেকে বেশি পাটের উৎপাদন হয় -

(ক) পশ্চিমবঙ্গ, (খ) অসম, (গ) উত্তরপ্রদেশ, (ঘ) বিহার।

১৮) সোনালি তন্তু বলা হয় -

(ক) পাট, (খ) তুলা, (গ) শন, (ঘ) ইক্ষুকে।

১৯) উষ্ণ-আর্দ্র স্যাঁত স্যাঁতে জলবায়ুর ফসল হল -

(ক) গম, (খ) রবার, (গ) ইক্ষু, (ঘ) ডাল।

২০) রক্তপাতহীন বিপ্লব বলা হয় -

(ক) সবুজ বিপ্লবকে, (খ) শ্বেত বিপ্লবকে,

(গ) ভূমিদান-গ্রামদান আন্দোলনকে, (ঘ) অসহযোগ আন্দোলনকে।

২১) সেরিকালচার এ যে ফসল উৎপাদন হয় -

(ক) তুলা, (খ) শন, (গ) পাট, (ঘ) রেশম।

২২) তুলো চাষের জন্য প্রয়োজন -

(ক) কৃষ্ণমৃত্তিকা, (খ) লোহিত মৃত্তিকা, (গ) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা, (ঘ) পডজল মৃত্তিকা।

২৩) ভারতে উৎপন্ন হওয়া একটি নিরক্ষীয় ফসল হল -

(ক) কফি, (খ) তুলো, (গ) রবার, (ঘ) পাট।

২৪) ২০১৪ সালে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তুলো উৎপাদক রাষ্ট্রটি হল -

(ক) চিন, (খ) ভারত, (গ) মায়ানমার, (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২৫) ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় একটি ফসল হল -

(ক) আখ, (খ) তৈলবীজ, (গ) গম, (ঘ) কফি।

২৬) ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে চিনাবাদাম উৎপাদন পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেশটি হল -

(ক) মায়ানমার, (খ) ভারত, (গ) চিন, (ঘ) শ্রীলঙ্কা।

২৭) ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে চা উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেশটি হল -

(ক) ভারত, (খ) চিন, (গ) ব্রাজিল, (ঘ) রাশিয়া।

২৮) ভারতে উৎপন্ন অ্যারাবিকা কফি প্রথম যে দেশে রপ্তানি করা হয় তা হল -

(ক) ইরাক, (খ) ইয়েমেন, (গ) ইরান, (ঘ) কাতার।

২৯) বাগিচা কৃষির কোন্‌টি অন্যতম প্রধান ফসল -

(ক) ধান, (খ) গম, (গ) তিল, (ঘ) চা।

৩০) ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ফল ও সব্‌জি উৎপাদনে ভারতের স্থান ছিল -

(ক) প্রথম, (খ) তৃতীয়, (গ) সপ্তম, (ঘ) দ্বিতীয়।

৩১) পৃথিবীর মোট উৎপাদিত সব্‌জির যত শতাংশ ভারতে উৎপাদিত হয় -

(ক) ১৩ %, (খ) ১৭ %, (গ) ১৯ %, (ঘ) ২১ %।

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

১) ভারতে কোন্ শ্রেণির চায়ের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি?

উঃ- ভারতে কালো চা এর উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

২) ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পানীয় ফসলের নাম লেখো।

উঃ- ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পানীয় ফসল হল - চা এবং কফি।

৩) ভারতের প্রধান পাঁচটি ইক্ষু উৎপাদক রাজ্যের নাম লেখো।

৪) চা কয় প্রকার ও কী কী?

৫) চা চাষের জন্য কোন্ ধরনের মৃত্তিকা প্রয়োজন?

৬) চা উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান কত?

৭) কফি মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতিকে কী বলে?

৮) হেক্টর প্রতি চা উৎপাদনে কোন্ রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে?

৯) সামুদ্রিক লোনা বাতাসে কোন্ কোন্ চাষ ভালো হয়?

১০) ভারতের কৃষিতে জলসেচের প্রয়োজন কেন?

১১) ভারতে সবুজ বিপ্লব ঘটার ফলে কোন্ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়?

১২) ভারতের শস্য ভান্ডার কাকে বলা হয়?

১৩) সবুজ বিপ্লব কোথায় হয়েছিল?

১৪) ভারতের মিলেট উৎপাদনকারী দুটো রাজ্যের নাম লেখো।

১৫) ভারতের কোন্ অঞ্চল ধান উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর মধ্যে সুবিখ্যাত?

১৬) প্রগাঢ় কৃষি কোন্ জলবায়ু অঞ্চলে চাষ করা হয়?

১৭) কোন্ কৃষিতে ছদ্ম বেকারত্ব দেখা যায়?

১৮) কোন্ কৃষিতে একটি জমিতে একটি ফসলই ফলে?

১৯) ভারতের কোন্ রাজ্যগুলো বাণিজ্যিক কৃষিকাজের জন্য সুবিখ্যাত?

২০) KCC এর সম্পূর্ণ নাম কী?

২১) PAIS এর সম্পূর্ণ নাম কী?

২২) ইংরেজী 'Agriculture' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ কী?

২৩) কোন্ কৃষির সঙ্গে শিল্পের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে?

২৪) কৃষিকাজ কোন্ প্রকারের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্গত?

২৫) ICAR এর সম্পূর্ণ কথাটি কী?

২৬) রেশমকীট কোন্ গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে?

২৭) কোকুন কী?

২৮) শ্বেত বিপ্লবের অপর নাম কী?

২৯) কোন্ পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কারকে মূল লক্ষ্য ধরা হয়?

৩০) জাতীয় সুরক্ষা পদ্ধতির উপাদানগুলো কী কী?

৩১) শ্রীরাম চন্দ্র রেড্ডি কত জন কৃষকদের মধ্যে ভূমিদান করেন?

৩২) 'গরিব মানুষের মাংস' কোন শস্যকে বোঝায়?

৩৩) রাগি উৎপাদনে শীর্ষ স্থানীয় রাজ্য কোনটি?

৩৪) বাজরা ও বাদাম উৎপাদনে শীর্ষ স্থানীয় রাজ্যগুলো কী কী?

M| wbqwjwLZ প্রশ্নগুলোর DËi `vIt

১) বাণিজ্যিক কৃষি কাকে বলে? বাণিজ্যিক কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো।

শ্রম এবং যন্ত্র উভয় শক্তি প্রয়োগ করে, উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি আধুনিক উপাদান ব্যবহার করে বাণিজ্যিক পর্যায়ে ফসল উৎপাদন করাকে বাণিজ্যিক কৃষি বলা হয়

বাণিজ্যিক কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল -

(ক) এই ধরনের কৃষিতে জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ বেশি অর্থাৎ মাথাপিছু জমির পরিমাণ বেশি থাকে।

(খ) বাণিজ্যিক কৃষিতে জোতের আয়তন অর্থাৎ জমির আয়তন বড়ো হয়।

(গ) জোতের আয়তন বড়ো এবং জনসংখ্যা কম থাকার জন্য কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে যন্ত্রপাতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) কৃষিকাজের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে বাজারের চাহিদার উপর। অর্থাৎ জনসংখ্যার পরিমাণ কম বলে অধিকাংশই বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়।

(ঙ) অধিকতর ফলনের জন্য অধিকমাত্রায় আধুনিক উপাদান যথা — উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতির ব্যবহার করা হয়।

(চ) মাথাপিছু উৎদাপনের পরিমাণ বেশি।

(ছ) এই ধরনের কৃষি অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে ধান বাণিজ্যিক শস্য। কিন্তু ওড়িশায় এটি একটি জীবিকাভিত্তিক শস্য।

২) ভারতের দুটি প্রধান খাদ্যশস্যের নাম লেখো। এই দুটি শস্য চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলো লেখো।

৩) ভারতের প্রধান দুটি পানীয় ফসলের নাম লেখো। এই দুটি পানীয় ফসলের উৎপাদক অঞ্চল সর্ম্পকে লেখো।

৪) ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা করো।

৫) গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল ধান উৎপাদনে উন্নত কেন?

৬) বাগিচা কৃষি বলতে কী বোঝ? বাগিচা কৃষির তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৭) রবিশস্য ও খারিফ শস্যের পার্থক্য লেখো।

৮) গম ও ধান চাষের তুলনামূলক আলোচনা করো।

৯) ভারতের প্রধান তন্তু জাতীয় ফসল কোন্‌টি? এই ফসল উৎপাদনের জন্য কীরকম ভৌগোলিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়?

১০) কোন্ ফসলকে সোনালী তন্তু বলা হয় ? এই ফসল উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা করো।

১১) ভারতের শস্যচাষের ধরণ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

১২) 'ডাল' কী জাতীয় ফসল? ডাল চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে লেখো।

১৩) ভারতে উৎপন্ন তৈলবীজগুলোর নাম কী? এই চাষের উৎপাদন এবং ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।

১৪) আদিম ও নিবিড় কৃষি পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করো।

১৫) 'জুম' চাষ কী? জুম চাষজনিত সমস্যাগুলো আলোচনা করো।

Aa¨vq - 5

LwbR Ges kw³ m¤ú`mgn

খনিজ হচ্ছে আমাদের জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। আমরা যা কিছু ব্যবহার করি তার মধ্যে প্রায় সবকিছুই যেমন - একটি ছোটো পিন থেকে আরম্ভ করে সুউচ্চ ভবন বা একটি বড়ো জাহাজ সবই খনিজ দিয়ে তৈরি। আমাদের গৃহীত মোট পুষ্টিকর পদার্থের মাত্র ০.৩ শতাংশই খনিজ তথাপি তা এত গুরুত্বপূর্ণ এবং গুণসম্পন্ন যে এগুলো ছাড়া আমরা অবশিষ্ট ৯৯.৭ শতাংশ ভোজ্য পদার্থের ব্যবহার করতে সমর্থ হতাম না। খনিজ হচ্ছে "প্রাকৃতিক রূপে বিদ্যমান সমসত্ত্ব পদার্থ যার একটি নির্দিষ্ট - আভ্যন্তরীণ গঠন রয়েছে"। খনিজ প্রকৃতিতে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায় যথা কঠোরতম হিরা থেকে কোমলতম ট্যাল্ক পর্যন্ত। শিলা সমসত্ত্ব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত, যাকে খনিজ বলা হয়। কিছু শিলা যেমন - চুনাপাথর একটি মাত্র খনিজ দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ শিলা বিভিন্ন অনুপাতের বিভিন্ন খনিজ দিয়ে গঠিত। খনিজ সাধারণত আকরিকে পাওয়া যায়। আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলার ফাটল, চিড়, চ্যুতি অথবা সংযোগস্থলে খনিজ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রতর সঞ্চয় শিরারূপে এবং বৃহত্তম সঞ্চয় পরিখা বা খাতে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন - টিন, তামা, জিংক, সিসা বহু সংখ্যক খনিজ পাললিক শিলাস্তরে পাওয়া যায়। যেমন - জিপসাম, পটাশ, লবন ও সোডিয়াম, লবন ইত্যাদি। খনিজ সৃষ্টির একটি অন্যতম প্রক্রিয়া হচ্ছে ভূ পৃষ্ঠীয় শিলার বিয়োজন এবং দ্রবনীয় পদার্থের অপসারণ। যার ফলে আবহবিকার দ্বারা আকরিক সমৃদ্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত শিলার অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে। বক্সাইট এভাবে গঠিত হয়ে থাকে। পাহাড়ের তলদেশে ও উপত্যকার তলদেশের বালিতে পলি সঞ্চয়রূপে বিশেষ কিছু খনিজ পাওয়া যায়। এই সঞ্চয়গুলোকে প্লেসার অবক্ষেপ বলে। যেমন - স্বর্ন, রূপা, টিন এবং প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি। মহাসাগরের জলে বিশাল পরিমাণে খনিজ থাকে। যেমন - সাধারণ লবন, ম্যাগনেসিয়াম, ব্রোমিন ইত্যাদি। লৌহবর্গীয় খনিজ - লৌহআকরিক হল প্রধান খনিজ পদার্থ এবং শিল্প বিকাশের মেরুদন্ড। ভারতের প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক বলয়গুলো হল - (ক) ওড়িশা -ঝাড়খন্ড বলয়, (খ) দুর্গা-বাস্তার-চন্দ্রপুর বলয়, (গ) বেল্লারি-চিত্রদুর্গ-চিক্কামাগালুরু টুমাকুরু বলয়। (ঘ) মহারাষ্ট্র-গোয়া বলয় ইত্যাদি। ম্যাঙ্গানিজ প্রধানত ইস্পাত এবং লৌহ-ম্যাঙ্গানিজ সংকর ধাতু তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্লিচিংপাউডার, কীটনাশক ওষুধ এবং রং তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। অলৌহবর্গীয় খনিজগুলো হল - তামা, বক্সাইট, সীসা, জিঙ্ক এবং স্বর্ণ ইত্যাদি। তামা ভারতে মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, রাজস্থানের ক্ষেত্রী এবং ঝাড়খন্ডের সিংভূম জেলায় পাওয়া যায়। বক্সাইট ভান্ডার সঞ্চিত আছে অমরকন্টক মালভূমি, মৈকাল পাহাড় এবং বিলাসপুর-কাটনি মালভূমি অঞ্চলে। ওড়িশা ভারতের বৃহত্তম বক্সাইট উৎপাদক রাজ্য। অধাতব খনিজ যথা - অভ্র যা স্বচ্ছ, কালো, সবুজ, লাল, হলুদ অথবা বাদামি বর্ণের হয়। ঝাড়খন্ডের কোজর্মা-গয়া-হাজারিবাগ বলয় সবচেয়ে বেশি অভ্র উত্তোলনকারী অঞ্চল। রাজস্থানের অভ্র উৎপাদক অঞ্চল আজমেরের নিকট অবস্থিত, তাছাড়া রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর অভ্র বলয়। খনিজ শিলা চুনাপাথর ক্যালসিয়াম কার্বনেট অথবা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট দ্বারা গঠিত শিলাসমূহ থেকে পাওয়া যায়। এটি সিমেন্ট শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খনির শ্রমিকরা ধূলো ও অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করার ফলে ফুসফুসজনিত রোগের শিকার হয়ে পড়ে। খনির ছাদ ভেঙ্গে যাওয়া, প্লাবনের জল ঢোকা, কয়লাখনিতে আগুন লাগা ইত্যাদি খনির শ্রমিকদের জন্য আতঙ্কের বিষয়। বর্জ্যপদার্থ, কর্দম বা খনিজ তরল নিক্ষেপের ফলে ভূমি, মৃত্তিকা ক্ষয় এবং জলস্রোত ও নদীর দূষণ

বৃদ্ধি পায়। খনিজ গঠনের ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলো অত্যন্তধীর যা বর্তমান ব্যবহারের মাত্রার তুলনায় এর পরিপূরণের মাত্রা খুবই কম, খনিজ সম্পদ সীমাবদ্ধ ও অনবীকরণযোগ্য। তাই এই সম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। শক্তি সম্পদকে প্রচলিত বা চিরাচরিত শক্তি - কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যু শক্তি ইত্যাদি এবং অপ্রচলিত বা অচিরাচরিত শক্তি যথা - পারমাণবিক বা আণবিক শক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জৈবগ্যাস, জোয়ার ভাঁটা ও ভূতাপ শক্তি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। বর্তমানে ভারত বিশ্বের একটি ন্যূনতম শক্তিদক্ষ দেশ। আমাদের শক্তির সীমিত সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের জন্য যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমরা যাতায়াতের জন্য ব্যক্তিগত যানবাহনের পরিবর্তে সর্বজনীন যানবাহন ব্যবহার করা, যখন ব্যবহার হচ্ছে না তখন বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা। শক্তি সঞ্চয়কারী উপকরণ ব্যবহার করা এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস ব্যবহার করে আমরা আমাদের স্বল্প যোগদান দিতে পারি। সর্বোপরি, শক্তি সংরক্ষণই হল শক্তি উৎপাদন।

K| mwVK DËiwU evQvB K‡iv t-

১) কোন্ খনিজ পদার্থটি জীবাশ্ম জ্বালানির উদাহরণ -

(ক) কয়লা, (খ) ইউরেনিয়াম, (গ) বেরিয়াম, (ঘ) বক্সাইট।

উঃ- কয়লা।

২) কোন্‌টি অলৌহবর্গীয় খনিজ?

(ক) তামা, (খ) কোবাল্ট, (গ) ম্যাঙ্গানিজ, (ঘ) লৌহ-আকরিক।

উঃ- তামা।

৩) কোন্ জ্বালানিটিকে পরিবেশ বান্ধব বলা হয়?

(ক) কয়লা, (খ) পেট্রোলিয়াম, (গ) প্রাকৃতিক গ্যাস, (ঘ) জ্বালানি কাঠ।

৪) ভারতের কোন্ রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি বায়ুশক্তি উৎপাদন হয়?

(ক) রাজস্থানে, (খ) গুজরাটে, (গ) তামিলনাড়ুতে, (ঘ) উত্তরপ্রদেশে।

৫) সাদা কয়লা বলা হয় -

(ক) অ্যানথ্রেসাইটকে, (খ) বিটুমিনাসকে, (গ) পারমাণবিক শক্তিকে, (ঘ) জলবিদ্যুৎ শক্তিকে।

৬) ভারতের উচ্চতম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বা প্রকল্প কোন্‌টি?

(ক) সর্দার সরোবর, (খ) তেহরী, (গ) শ্রীশৈলম, (ঘ) কয়না।

৭) ভারতের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হল -

(ক) ভাকরা (খ) হিরাকুঁদ, (গ) নাপথামাদারি (ঘ) কয়না।

৮) ভারতের প্রচীনতম খনিজতৈল উত্তোলক রাজ্য কোন্‌টি?

(ক) গুজরাট, (খ) অসম, (গ) মহারাষ্ট্র, (ঘ) রাজস্থান।

৯) এদের মধ্যে কোন্‌টি অধাতব খনিজ?

(ক) সীসা, (খ) তামা, (গ) টিন, (ঘ) চুনাপাথর।

১০) কুদ্রেমুখ এই বিখ্যাত লৌহ আকরিক খনিটি যে রাজ্যে অবস্থিত -

(ক) কেরলা, (খ) মধ্যপ্রদেশ, (গ) কর্ণাটক, (ঘ) অন্ধ্রপ্রদেশ।

১১) মোনাজাইট বালুকা থেকে কোন্ খনিজ পদার্থটি পাওয়া যায় -

(ক) পেট্রোলিয়াম, (খ) প্রাকৃতিক গ্যাস, (গ) ইউরেনিয়াম, (ঘ) থোরিয়াম।

১২) বক্সাইট থেকে যে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় -

(ক) তামা, (খ) অভ্র, (গ) কয়লা, (ঘ) অ্যালুমিনিয়াম।

১৩) একটি ভূতাপ শক্তি কেন্দ্র -

(ক) মুপান্ডাল, (খ) লাম্বা, (গ) মনিকর্ণ, (ঘ) চারাঙ্কা।

১৪) নেভেলি লিগনাইট খনিটি কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?

(ক) কেরালায়, (খ) তামিলনাড়ুতে, (গ) কর্ণাটকে, (ঘ) তেলেঙ্গানাতে।

১৫) উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিকটি হল -

(ক) হেমাটাইট, (খ) ম্যাগনেটাইট, (গ) সিডেরাইট, (ঘ) অ্যানথ্রেসাইট।

১৬) রাজস্থানের ক্ষেত্রী কোন্ খনিজের জন্য বিখ্যাত -

(ক) তামা, (খ) অভ্র, (গ) চুনাপাথর, (ঘ) কয়লা।

১৭) ভারতের বৃহত্তম তাম্র উত্তোলক রাজ্য কোন্‌টি -

(ক) রাজস্থান, (খ) মধ্যপ্রদেশ, (গ) ঝাড়খন্ড, (ঘ) ওড়িশা।

১৮) কোন্‌টি সমুদ্র তীরস্থিত তৈলখনি -

(ক) ডিগবয়, (খ) আংকেলেশ্বর, (গ) নাহারকাটিয়া, (ঘ) মুম্বাই হাই।

১৯) বাইলাডিলা খনিটি কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?

(ক) মধ্যপ্রদেশ, (খ) ছত্তিশগড়, (গ) তেলেঙ্গানা, (ঘ) ঝাড়খণ্ড।

২০) ঝাড়খন্ডের কোর্ডামা, গয়া-হাজারিবাগ বলয়টি কোন্ খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য প্রসিদ্ধ -

(ক) তামা, (খ) বক্সাইট, (গ) লৌহ-আকরিক, (ঘ) অভ্র।

২১) কঠিনতম খনিজ পদার্থটি হল -

(ক) সিলিকা, (খ) ইলমেনাইট, (গ) ম্যাগনেটাইট, (ঘ) হীরক।

২২) ভারতের বৃহত্তম ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলক রাজ্যটি হল -

(ক) কর্ণাটক, (খ) মধ্যপ্রদেশ, (গ) ওড়িশা, (ঘ) ঝাড়খণ্ড।

২৩) 'ভারতের রূঢ়' বলা হয় যে অঞ্চলকে -

(ক) মহানদী অববাহিকা, (খ) গোদাবরী অববাহিকা,

(গ) দামোদর অববাহিকা, (ঘ) গঙ্গা অববাহিকা।

২৪) প্রদত্ত কোনটি নিম্নমানের কয়লা?

(ক) লিমোনাইট, (খ) সিডেরাইট, (গ) বিটুমিনাস, (ঘ) পিট।

২৫) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের স্থান -

(ক) তৃতীয়, (খ) পঞ্চম, (গ) ষষ্ঠ, (ঘ) সপ্তম।

২৬) বালাঘাট কোন্ খনিজ পদার্থের জন্য বিখ্যাত?

(ক) তামা, (খ) অভ্র, (গ) কয়লা, (ঘ) অ্যালুমিনিয়াম।

২৭) সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহার করা খনিজটি হল -

(ক) লিগনাইট, (খ) গ্যালেনা, (গ) চুনাপাথর, (ঘ) থোরিয়াম।

২৮) কাটনি খনিটি কোন্ খনিজ পদার্থের জন্য বিখ্যাত?

(ক) বক্সাইট, (খ) তামা, (গ) অভ্র, (ঘ) লৌহ আকরিক।

২৯) মহাসাগরের তলদেশে কোন্ খনিজের প্রচুর সঞ্চয় আছে?

(ক) সোনা, (খ) ম্যাঙ্গানিজ, (গ) হীরক, (ঘ) তামা।

৩০) ভারতের খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ বলয়টি -

(ক) হিমালয়, (খ) উত্তরের সমভূমি, (গ) উপদ্বীপীয় মালভূমি, (ঘ) উপকূলীয় সমভূমি।

৩১) মোরান হুজরিজান বিখ্যাত -

(ক) আনবিক শক্তিকেন্দ্র, (খ) সৌরশক্তি কেন্দ্র, (গ) কয়লা সঞ্চয় ক্ষেত্র, (ঘ) তৈল ক্ষেত্র।

৩২) ওড়িশার কোরাপুট-জেলার পঞ্চপাটমালি কোন্ খনিজের সঞ্চয়ের জন্য বিখ্যাত?

(ক) অভ্র, (খ) কয়লা, (গ) চুনাপাথর, (ঘ) বক্সাইট।

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ-

১) ভারতে কোন্ ভূ-তাত্ত্বিক যুগের কয়লা সবচেয়ে বেশি আহরিত হয়?

উঃ- ভারতে গন্ডোয়ানা যুগের কয়লা সবথেকে বেশি আহরিত হয়।

২) বিশুদ্ধ লোহাকে কী বলা হয়?

উঃ- বিশুদ্ধ লোহাকে পিগ আয়রন বলা হয়।

৩) ভারতের বৃহত্তম তৈলখনি কোন্‌টি?

৪) ভারতের কোন্‌ বন্দর থেকে অধিক পরিমাণে লৌহ আকরিক রপ্তানি করা হয়?

৫) ভারতের বৃহত্তম ও প্রথম পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র কোন্‌টি?

৬) ভারতের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন্‌টি?

৭) CNG এর পুরো কথাটি লেখো।

৮) ধাতব শিল্প কয়লা নামে কাকে অভিহিত করা হয়?

৯) ভারতের বৃহত্তম লৌহ আকরিক খনি কোন্‌টি?

১০) কোন্‌ খনিজ তাপ ও বিদ্যুৎ সর্বোত্তম সুপরিবাহী?

১১) প্রাকৃতিক চুম্বক লোহা কোন্‌ আকরিককে বলা হয়?

১২) ধাতব খনিজ বলতে কী বোঝ?

১৩) একটি অপ্রচলিত শক্তির উৎসের নাম লেখো।

১৪) অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান আকরিক কোন্‌টি?

১৫) কোন্‌ খনিজ পদার্থ অধাতু অথচ তার থেকে ধাতব পদার্থ নিষ্কাষণ করা হয়?

১৬) ভারতের মধ্যে সর্বাধিক ম্যাঙ্গানিজ আকরিক উত্তোলনকারী রাজ্য কোন্‌টি?

১৭) ভারতের প্রাচীনতম কয়লাখনি কোন্‌টি?

১৮) একটি মাত্র খনিজপদার্থে গঠিত একটি শিলার উদাহরণ দাও।

১৯) কোন্‌ ধরনের লৌহ আকরিক শিল্পে সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয়?

২০) কোন্‌ অপ্রচলিত শক্তির জন্য নাগেরকয়েল ও জয়সলমির বিখ্যাত?

২১) প্লেসার অবক্ষেপ কী?

২২) ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড বলয় কোন্‌ খনিজের জন্য বিখ্যাত?

২৩) কত সালে ভারতে জাতীয় খনিজ সম্পদ নীতি গ্রহণ করা হয়?

২৪) কালো হিরে কাকে বলে?

২৫) ভারতের একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম লেখো।

২৬) শিল্পক্ষেত্রে কোন্‌ ধরনের কয়লার ব্যবহার অধিক দেখা যায়?

২৭) এক টন ইস্পাত তৈরি করতে কত পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজের প্রয়োজন হয়?

২৮) বৈদ্যুতিক শিল্পের জন্য কোন্ খনিজ পদার্থটি সবচেয়ে অপরিহার্য?

২৯) কোন্ শিলায় চুনাপাথর সঞ্চিত হয়?

৩০) লৌহ আকরিক উত্তোলনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান কত?

৩১) ম্যাগনেটাইটের মধ্যে আকরিক লোহার পরিমাণ কত?

৩২) অভ্র কী কী রঙের হয়?

৩৩) বিশাখাপত্তনম বন্দরের মাধ্যমে হেমাটাইট আকরিক কোন্ কোন্ দেশে রপ্তানি করা হয়?

৩৪) দাঁতের মাজনে কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থ থাকে?

৩৫) ফ্লোরাইড খনিজ কোথা থেকে পাওয়া যায় এবং কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

৩৬) কোন্ খনিজ পদার্থের জন্য দাঁতের মাজনের রং সাদা হয়?

৩৭) কোন কোন খনিজ পদার্থ থেকে টাইটানিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়?

৩৮) কোন পদার্থ দাঁতের মাজনে থাকলে দাঁত ঝকঝক করে ?

৩৯) দাঁতের ব্রাশের প্যাকেট ও মাজনের প্যাকেট কী দিয়ে তৈরি হয়?

৪০) সবচেয়ে কঠিন খনিজ এবং সবচেয়ে নরম খনিজ পদার্থের নাম লেখো।

৪১) কোন্ খনিজ পদার্থ স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়?

৪২) ভারতের কোন্ রাজ্যে লৌহবর্জিত খনিজ পদার্থের বিরাট সঞ্চয় রয়েছে?

৪৩) ভারতের কোন্ অঞ্চলে কোনো খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না?

৪৪) সমুদ্রের জল থেকে কী কী সম্পদ উদ্ভূত হয়?

৪৫) আমাদের শরীরের জন্য কত শতাংশ খনিজ পদার্থ দরকার?

৪৬) পলল সঞ্চয়ের মাধ্যমে কোন্ কোন্ খনিজ সম্পদ সৃষ্টি হয়?

৪৭) খনিতে কর্মরত শ্রমিকরা যে ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেটি কী?

৪৮) লোহার সঙ্গে কোন্ ধাতু মিশিয়ে লোহা নরম করা হয়?

৪৯) ভারতের কোন্ দুটি রাজ্যে সবচেয়ে বেশি পেট্রোলিয়াম সঞ্চিত আছে?

৫০) উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন্ রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে কয়লা, আকরিক লোহা, বেলেপাথর এবং ডলোমাইট সঞ্চিত আছে?

৫১) কন্নড় ভাষায় 'কুদ্রে' শব্দের অর্থ কী?

৫২) 'বাইলাডিলা' শব্দের অর্থ কী?

৫৩) মরুভূমি অঞ্চলে বাষ্পীভবনের ফলে সৃষ্ট খনিজ কোন্‌টি?

৫৪) জলপ্রবাহ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এমন একটি খনিজের নাম লেখো।

৫৫) সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি খনিজগুলো কোথায় সঞ্চিত থাকে?

৫৬) 'Rat Hole Mining' কোথায় দেখা যায়?

৫৭) সমুদ্র জল থেকে প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হয় এমন একটি খনিজের নাম লেখো।

M| wb¤wjwLZ c‡ki DËi `vI t-

১) প্রচলিত শক্তি সম্পদের উৎসগুলো কী কী? যে কোনো একটি উৎস সম্পর্কে লেখো।

উত্তর ঃ প্রচলিত বা চিরাচরিত শক্তির উৎসগুলো হলো - কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ শক্তি প্রভৃতি।

ভারতের খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি সম্পদ এটি তাপ এবং আলো জ্বালানোর জন্য, মেশিনের জন্য তেল এবং বহু সংখ্যক উপাদন শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খনিজ তেল শোধনাগারগুলো কৃত্রিম বস্ত্র, সার এবং বিবিধ রাসায়নিক শিল্পে সংযোগকারী শিল্প হিসেবে কাজ করে। ভারতের অধিকাংশ খনিজ তেলের উপস্থিতি টার্শিয়ারি যুগের শিলার ঊর্ধ্বভঙ্গ এবং চ্যুতি রেখায় পাওয়া যায়। আবার সচ্ছিদ্র এবং অসচ্ছিদ্রতাযুক্ত শিলার মধ্যেকার চ্যুতিতলেও খনিজ তেল পাওয়া যায়। ভারতের খনিজ তেল উত্তোলনের শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ মুম্বাই হাই, ১৮ ভাগ গুজরাট এবং ১৬ ভাগ আসাম থেকে উত্তোলিত হয়। আঙ্কেলেশ্বর হলো গুজরাটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তৈলক্ষেত্র। ডিগবয়, নাহারকাটিয়া এবং মোরান-হুজরিজান হলো আসামের গুরুত্বপূর্ণ তৈলক্ষেত্রসমূহ।

২) অপ্রচলিত শক্তি সম্পদের উৎসগুলো কী কী? যে কোনো একটি অপ্রচলিত শক্তির উৎস সম্পর্কে লেখো।

৩) ভারতের প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক বলয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো।

৪) খনিজ সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজনীয় কেন?

৫) তামা কী কাজে ব্যবহার করা হয়? ভারতের কোন্‌ অঞ্চলে তামারভান্ডার আছে?

৬) প্রচলিত শক্তি ও অপ্রচলিত শক্তির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৭) ধাতব খনিজ ও অধাতব খনিজের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৮) বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন শিল্পে অভ্র সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় কেন?

৯) তাপবিদ্যুৎ শক্তি ও জলবিদ্যুৎ শক্তির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

১০) ভারতের গ্রামাঞ্চলে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌরশক্তি এখন জনপ্রিয় হচ্ছে কেন?

১১) ভারতে খনিজ তেলের বণ্টন সম্পর্কে কী জান লেখো।

১২) কয়লার পরে ভারতের অপর গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস কোন্‌টি। এর প্রধান চারটি গুরুত্ব লেখো।

Aa¨vq - 6

kgwkí

কাঁচামালকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অধিক উপযোগী ও মূল্যবান দ্রব্যে রূপান্তরিত করে বিশাল পরিমাণের দ্রব্য উৎপাদনকে শ্রমশিল্প বলা হয়। দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ বলতে বোঝায় প্রাথমিক দ্রব্যকে পরিবর্তনের মাধ্যমে উপযোগী বস্তু তৈরি করা। যেমন - ইস্পাত কারখানা, গাড়ি নির্মাণ কারখানা, তরল পানীয় উৎপাদন কারখানা, কাপড় তৈরি কারখানা, বেকারি ইত্যাদি। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি শ্রমশিল্পের দ্বারা পরিমাপ করা হয়। শ্রমশিল্পকে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির মেরুদন্ড রূপে গণ্য করা হয়।

কারণ ঃ- (ক) শ্রমশিল্প কৃষির আধুনিকীকরণের পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে চাকুরীর ব্যবস্থা করেও কৃষিভিত্তিক আয়ের উপর অধিক নির্ভরতা কমিয়ে আনে। (খ) দেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সাহায্য করে। (গ) নির্মিত দ্রব্যের রপ্তানি ও ব্যবসা বাণিজ্যিক বিস্তার ঘটায় এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আনয়ন করে। কৃষিভিত্তিক শিল্প কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ প্রদান করে। শ্রমশিল্পের উন্নতি কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়াকেও উন্নত করেছে। গত দুই দশকে শ্রমশিল্প মোট দেশীয় উৎপাদনের ২৭ শতাংশের মধ্যে ১৭ শতাংশ স্থির হয়েছে এবং বাকি ১০ শতাংশ খনি খনন, খাত খনন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমশিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে "জাতীয় শিল্প প্রতিযোগিতা পর্ষদ স্থাপন করা হয়। কাঁচামালের প্রাচুর্য্য, শ্রমিক, মূলধন, শক্তিলাভের সুবিধা ও বাজারের উপস্থিতি প্রভৃতি শিল্প স্থাপনকে প্রভাবিত করে। শিল্পের জন্য শহর, বাজার ও পরিসেবা প্রদান করে যেমন - ব্যাংকিং, বিমা, পরিবহণ, শ্রমিক, পেশাদার উপদেষ্টা ও অর্থনৈতিক পরামর্শ দাতা ইত্যাদি। নগরের পরিসেবা কেন্দ্রগুলো দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাগুলো থেকে লাভ নেওয়ার জন্য অনেক শিল্প কারখানা নগরের আশে পাশে কেন্দ্রীভূত হয়। এটি পুঞ্জীভূত অর্থনীতি নামে পরিচিত। কোনো শিল্প কারখানার অবস্থান নির্ণয়ের মূল চাবিকাঠি হল ন্যূনতম ব্যয়। তাছাড়া সরকারী নীতি ও দক্ষশ্রমিকের সহজলভ্যতা ও শিল্প স্থাপনকে প্রভাবিত করে। শিল্পকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় - কাঁচামালের উৎসের উপর ভিত্তি করে -

(ক) কৃষিভিত্তিক শিল্প ঃ- সূতি বস্ত্র, পশম বস্ত্র, পাট জাত দ্রব্য, রেশম বস্ত্র, রবার, চিনি, চা, কফি, ভোজ্য তেল শিল্প, (খ) খনিজভিত্তিক শিল্প ঃ- লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, সিমেন্ট শিল্প অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, যন্ত্রপাতি শিল্প, পেট্রো রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি। (গ) শিল্পের মূখ্য ভূমিকা অনুসারে শিল্পকে ঃ- মূল শিল্প ও ভোক্তাসাধন শিল্প এই দুভাগে ভাগ করা যায়। (ঘ) মূলধন বিনিয়োগের ভিত্তিতে ঃ- (অ) বৃহদায়তন শিল্প, (আ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। (ঙ) মালিকানার ভিত্তিতে ঃ- সরকারি উদ্যোগ, বেসরকারি উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ, সমবায় উদ্যোগ। (চ) কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ এবং ওজনের ওপর ভিত্তি করে ভারী শিল্প, হাল্কা শিল্প ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। শিল্প চার ধরনের দূষণের জন্য দায়ী।

বায়ুদূষণ ঃ- রাসায়নিক ও কাগজশিল্প, ইটের ভাটি, তেল শোধনাগার ও বিগলন, কারখানা থেকে নির্গত ধোয়া প্রতিনিয়ত আমাদের বায়ুকে দূষিত করে যাচ্ছে। জলদূষণ ঃ- কাগজমন্ড, রাসায়নিক বস্ত্রবয়ন ও রাঙানোর শিল্প, তেল শোধনাগার, চর্ম শিল্প ও তড়িৎ লেপন শিল্প, রং, ডিটারজেন্ট, অ্যাসিড, লবন এবং ভারী ধাতু যেমন - সীসা, পারদ, কীটনাশক, সার, কার্বন, প্লাস্টিক ও রবার সহ কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি জলে নিক্ষেপ করার ফলে জল দূষিত হচ্ছে। জলে তাপীয় দূষণ হয় যখন কারখানা ও তাপকেন্দ্র থেকে নির্গত গরম জল ঠান্ডা না করে নদী বা পুকুরে নিষ্কাশন করা হয়। বর্জ্য পদার্থের স্তূপীকরণ বিশেষ করে কাঁচ, ক্ষতিকারক রাসায়নিক, কারখানার ময়লা, প্যাকেটজাতকরণ, লবন এবং আবর্জনা

প্রভৃতি মাটিকে অনুপযুক্ত করে তোলে। বৃষ্টির জলের সাথে দূষিত পদার্থগুলো মাটির সুক্ষ ছিদ্র দিয়ে চুঁইয়ে ভূনিম্নস্থ জল পর্যন্ত পৌঁছায় এবং ওই জলকে দূষিত করে। শব্দদূষণ ঃ- শিল্প সংক্রান্ত ও নির্মাণ কার্যাবলী, যন্ত্রপাতি, কারখানার উপকরণ, জেনারেটর, কাঠ চেরা, গ্যাস সংক্রান্ত যন্ত্র এবং বৈদ্যুতিক ড্রিল ও প্রচুর শব্দ উৎপন্ন করে যা আমাদের শ্রবণ অক্ষমতা, হৃদগতির হার এবং রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। স্বচ্ছ জলের দূষণ হ্রাস করা যায় মূলত ঃ- (ক) দুই বা তার বেশি ধারাবাহিক পর্যায়ে পুনর্ব্যবহার ও পুনর্চক্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণের জন্য জলের ব্যবহার কমানো। (খ) জলের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা। (গ) নদী বা পুকুরে নিক্ষেপ করার পূর্বে গরম জল ও ময়লা জলের শোধন করা ইত্যাদি। বায়ু দূষণ কমানোর জন্য কারখানায় উচুঁ ধোঁয়া নির্গমনকারী চিমনি লাগিয়ে এবং চিমনির সাথে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অধঃক্ষেপণ, ফেব্রিক শোধক, স্ক্রবার যন্ত্র ও গ্যাসীয় দূষক পৃথক করার উপকরণ ইত্যাদি যুক্ত করার মাধ্যমে বায়ুর দূষক পদার্থগুলো কমানো যেতে পারে। কারখানায় কয়লার পরিবর্তে তেল ও গ্যাস ব্যবহার করে ধোঁয়া নির্গমন কমানো যেতে পারে। জেনারেটরের সাথে সাইলেন্সর লাগিয়ে, এমন সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাতে শক্তির ক্ষমতা বাড়ে ও শব্দ দূষণ কম হয়। শব্দ শোষণকারী উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগতভাবে কানে উচ্চস্বর নিয়ন্ত্রণকারী উপকরণ ব্যবহার করে শব্দদূষণ কমানো যেতে পারে।

K| mwVK DËi evQvB K‡iv t-

১) নীচের কোন শিল্পে চুনাপাথর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

(ক) অ্যালুমিনিয়াম, (খ) সিমেন্ট, (গ) প্লাস্টিক, (ঘ) মোটরগাড়ি।

উঃ- সিমেন্ট।

২) নীচের কোন্ সংস্থা সর্বজনিক ক্ষেত্রে ইস্পাতের বাজারের ব্যবস্থা করে?

(ক) HAIL, (খ) SAIL, (গ) TATA Steel, (ঘ) MNCC

উঃ- SAIL।

৩) নীচের কোন্ শিল্প কাঁচামাল হিসেবে বক্সাইট ব্যবহার করে?

(ক) অ্যালুমিনিয়াম বিগলন, (খ) সিমেন্ট,

(গ) কাগজ, (ঘ) ইস্পাত।

৪) নীচের কোন শিল্প কারখানা টেলিফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি তৈরি করে?

(ক) ইস্পাত, (খ) ইলেকট্রনিক, (গ) অ্যালুমিনিয়াম বিগলন, (ঘ) তথ্যপ্রযুক্তি।

৫) সরকারি উদ্যোগ (Public Sector) এর একটি শিল্প হল -

(ক) TISCO, (খ) OIL, (গ) SAIL, (ঘ) Dabous Industries.

৬) একটি যৌথ উদ্যোগের শিল্প হল -

(ক) TISCO, (খ) ONGC, (গ) BHEL, (ঘ) OIL

৭) পাট শিল্পে ভারত বৈদেশিক ক্ষেত্রে কোন দেশের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতা সম্মুখীন হয়েছে?

(ক) নেপাল, (খ) কেনিয়া, (গ) বাংলাদেশ, (ঘ) চিন।

৮) ভারতে সবথেকে বেশি পাটকল যে রাজ্যে অবস্থিত -

(ক) ওড়িশা, (খ) পশ্চিমবঙ্গ, (গ) বিহার, (ঘ) অসম।

৯) শ্রমশিল্প যে প্রকার অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্গত -

(ক) প্রথম শ্রেণির, (খ) দ্বিতীয় শ্রেণির, (গ) তৃতীয় শ্রেণির, (ঘ) কোনোটিই নয়।

১০) একটি মূল শিল্প হল -

(ক) লৌহ ইস্পাত,(খ) চিনি, (গ) ভোজ্য তেল, (ঘ) তথ্য প্রযুক্তি।

১১) কোন্ শিল্পের অবদান GDP-তে সর্বাপেক্ষা বেশি?

(ক) রবার, (খ) পাট, (গ) চিনি, (ঘ) কার্পাস বস্ত্রবয়ন।

১২) কোন্ শিল্পে শ্রমিক নিযুক্তির সংখ্যা সবথেকে বেশি?

(ক) লৌহ-ইস্পাত, (খ) কার্পাস বস্ত্রবয়ন, (গ) পাট, (ঘ) রেশম।

১৩) ভারত কোন্ দেশে সবথেকে বেশি সুতা রপ্তানি করে?

(ক) জাপানে, (খ) মিশরে, (গ) ফ্রান্সে, (ঘ) আফ্রিকার দেশসমূহে।

১৪) ভারতে সবথেকে বেশি চিনিকল কোন্ রাজ্যে অবস্থিত?

(ক) তামিলনাড়ু, (খ) মহারাষ্ট্র, (গ) বিহার, (ঘ) উত্তরপ্রদেশ।

১৫) ভারতের বৈদ্যুতিন রাজধানী বলা হয় যে শহরকে -

(ক) দিল্লি, (খ) কলকাতা, (গ) হায়দ্রাবাদ, (ঘ) বেঙ্গালুরু।

১৬) খনিজভিত্তিক শিল্পটি হল -

(ক) রবার, (খ) পেট্রোরসায়ন, (গ) চিনি, (ঘ) তথ্যপ্রযুক্তি।

১৭) কোন্‌টি কৃষিভিত্তিক শিল্প নয় -

(ক) ভোজ্য তেল, (খ) রবার, (গ) রেশমবস্ত্র, (ঘ) কাগজ।

১৮) কেরালার নারকেল ছোবড়াকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিল্পগুলোর বেশির ভাগ -

(ক) সরকারি উদ্যোগ, (খ) বেসরকারি উদ্যোগ, (গ) সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগ, (ঘ) যৌথ উদ্যোগ।

১৯) কোনো একটি স্থানে শিল্প গড়ে ওঠার পক্ষে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ -

(ক) কাঁচামাল, (খ) বাজার, (গ) ন্যূনতম উৎপাদন ব্যয়, (ঘ) পরিবহণ।

২০) জাতীয় পাট শিল্প নীতি গ্রহণ করা হয়েছে -

(ক) ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ২০১১ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে।

২১) প্রথমদিকে ভারতে কার্পাস বস্ত্রবয়ন শিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল -

(ক) পূর্ব ভারতে, (খ) উত্তর ভারতে, (গ) দক্ষিণ ভারতে, (ঘ) পশ্চিম ভারতে।

২২) 'ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হয় যে শহরকে -

(ক) আমেদাবাদ, (খ) হাওড়া, (গ) চেন্নাই, (ঘ) হায়দ্রাবাদ।

২৩) কোন্ অঞ্চলে ভারত সিমেন্ট রপ্তানি করে -

(ক) উত্তর আমেরিকা, (খ) ইউরোপ, (গ) মধ্য প্রাচ্য, (ঘ) পূর্ব এশিয়া।

২৪) অধিকাংশ চিনি শিল্পকেন্দ্র যে ক্ষেত্রের শিল্প -

(ক) ব্যক্তিগত, (খ) যৌথ, (গ) সমবায়, (ঘ) সরকারি উদ্যোগ।

২৫) ভারতের উপকূলীয় ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রটি হল -

(ক) বিশাখাপত্তনম, (খ) সালেম, (গ) ভদ্রাবতী, (ঘ) দুর্গাপুর।

২৬) রাজস্থানের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক কোথায় অবস্থিত?

(ক) যোধপুর, (খ) জয়পুর, (গ) উদয়পুর, (ঘ) বিকানের।

২৭) প্রথম পাটকল তৈরি হয় -

(ক) কলকাতায়, (খ) বেঙ্গালুরুতে, (গ) হায়দ্রাবাদে, (ঘ) মুম্বাইতে।

২৮) ভারতের কোথায় সর্বপ্রথম সিমেন্ট শিল্প কেন্দ্র স্থাপিত হয়?

(ক) মুম্বাই, (খ) দিল্লি, (গ) চেন্নাই, (ঘ) উদয়পুর।

২৯) তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাধ্যম -

(ক) BHEL, (খ) SAIL, (গ) BPO, (ঘ) OIL.

৩০) কোন্ দেশে ভারত বেশি পরিমাণে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে?

(ক) জাপান, (খ) চিন, (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (ঘ) ফ্রান্স।

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ-

১) দুটি কৃষিভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ দাও।

উঃ- দুটি কৃষিভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ চিনি শিল্প ও কার্পাস বস্ত্রবয়ন শিল্প।

২) মূল শিল্প কী?

উঃ- যে শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য অন্য কোনো শিল্পের শিল্পজাত দ্রব্য তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূল শিল্প বলে। যেমন - লৌহ ইস্পাত শিল্প।

৩) ভারী শিল্পের দুটি উদাহরণ দাও।

৪) ভারতে প্রথম পাটকল কোথায় গড়ে ওঠে?

৫) ঢালাই লোহা কী?

৬) ভারতের বৃহত্তম লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র কোন্‌টি?

৭) ভারতের অধিকাংশ পাটকলগুলো কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত?

৮) বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদন উদ্যোগ AMUL কোন্ ধরনের মালিকানার শিল্পোদ্যোগ?

৯) ভারতে প্রথম সফল সুতিবস্ত্রের মিল কোথায় স্থাপিত হয়?

১০) ভারতে মিশ্র সারের কোন্ উপাদান না থাকায় আমদানি করতে হয়?

১১) সরকারি উদ্যোগ শিল্পের দুটি উদাহরণ দাও।

১২) একটি যৌথ উদ্যোগ শিল্পের উদাহরণ দাও।

১৩) ভোক্তাসাধন শিল্প কী?

১৪) লৌহ-ইস্পাত শিল্পে লৌহ আকরিক গলানোর জন্য কী কী ব্যবহার করা হয়?

১৫) সম্প্রতি দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে অনেক চিনিকল কেন্দ্রীভূত হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ কী?

১৬) যদি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের পরিমাণ ১ কোটি টাকা বা তার বেশি হয়, তবে ওই শিল্পকে কোন্ শ্রেণির শিল্প বলা হয়?

১৭) কারখানার চিমনিতে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অধঃক্ষেপণ স্ক্রবার ব্যবহার করা হয় কেন?

১৮) ভোপাল গ্যাস দূর্ঘটনায় কোন্ বিষাক্ত গ্যাস দায়ী?

১৯) 'ভারতের ডেট্রয়েট' কোন্ শহরকে বলা হয়?

২০) ভারতে কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম সিমেন্ট শিল্পের সূচনা ঘটে?

২১) ভারতে তৈরি সিমেন্ট ভারতের বাইরে কোন্ অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়?

২২) জেনারেটরের সাথে সাইলেন্সর লাগিয়ে কোন্ দূষণ কমানো যেতে পারে?

২৩) 'ভারতের সিলিকন ভ্যালি' কোন্ শহরকে বলা হয়?

২৪) ভারত নাইট্রোজেনযুক্ত সার উৎপাদনে কোন স্থান দখল করে?

২৫) ভারতে তৈরি দুটি দেশীয় দ্বিচক্রযান (মোটর সাইকেল) কোম্পানীর নাম লেখো।

২৬) পচা জল যা চুঁইয়ে মৃত্তিকা বা শিলার মধ্যে দিয়ে ভৌমজল স্তরে প্রবেশ করে জলদূষণ ঘটায়, তাকে কী বলে?

২৭) হাল্কা শিল্প বলতে কী বোঝ?

M| wbœwjwLZ ck¸‡jvi DËi `vI t-

১) হুগলি নদীর দুই তীরে পাট শিল্পের কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যায়' - কারণসমূহ আলোচনা করো।

উঃ- হুগলি নদীর দুই তীরে পাট শিল্পের কেন্দ্রীভবনের প্রধান কারণগুলো হলো —

ক) এই অঞ্চল থেকে পাট উৎপাদক অঞ্চলের নৈকট্য।

খ) স্বল্প খরচে পরিবহণের সুবিধা রয়েছে।

গ) রেলপথ, সড়কপথ ও জলপথের নেটওয়ার্ক বা ব্যবস্থার সুবিধা।

ঘ) কাঁচা পাটের প্রক্রিয়াকরণের জন্য জলের প্রাচুর্য।

ঙ) পশ্চিমবঙ্গ এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে সুলভ শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা।

চ) কলকাতা নগর কেন্দ্র হওয়ায় ব্যাঙ্কিং, বিমা প্রভৃতির সুবিধার পাশাপাশি বন্দরের সুবিধাও প্রদান করে।

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য হুগলি নদীর দুই তীরে পাট শিল্পের কেন্দ্রীভবন লক্ষ করা যায়।

২) পশ্চিম ভারতে অধিকাংশ কার্পাস বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছে কেন?

৩) ভারতে চিনি শিল্পে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে বিকেন্দ্রীভবন ঘটেছে। কারণ লেখো।

৪) শ্রমশিল্প বলতে কী বোঝ? শ্রমশিল্পকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির মেরুদন্ডরূপে গণ্য করা হয় কেন?

৫) 'ভারতের কৃষি শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করেছে' - যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করো।

৬) জল দূষণের প্রধান কারণ কী? কীভাবে শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট জলদূষণ হ্রাস করা যায় তার চারটি পদ্ধতি সম্পর্কে লেখো।

৭) ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা যায় না তিনটি কারণ ব্যাখ্যা করো।

৮) শিল্প স্থাপনের জন্য প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক কারণগুলো আলোচনা করো।

৯) শিল্পের দ্বারা গঠিত পরিবেশের অবনমন হ্রাসের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো কী কী?

১০) পূর্ব ও মধ্য ভারতে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলো লেখো।

Aa¨vq - 7

জাতীয় অর্থনীতির জীবনরেখাসমূহ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদার্থ এবং পরিসেবাগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে আমরা আমাদের চাহিদা পূরণ করি। এই সকল পণ্য এবং পরিসেবাগুলো সরবরাহকৃত স্থান থেকে চাহিদার স্থানে পৌঁছানোর জন্য পরিবহণের প্রয়োজন। এভাবে কোনো দেশের অগ্রগতির ধারা পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে পরিবহণের উপর নির্ভর করে। পরিবহণকে স্থল, জল, ও বায়ু ইত্যাদি মাধ্যমে ভাগ করা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য এবং পরিবহণ প্রভাবিত অঞ্চল দিগদিগন্তে প্রসারিত হয়েছে। সমভাবে বিকশিত হওয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবহণ এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে। এজন্যই পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য একে অপরের পরিপূরক। ভারত তার বিশাল আয়তন, ভাষাগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের অন্যান্য অংশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ, বিমানপথ, সংবাদপত্র, রেডিয়ো, টেলিভিশন, চলচিত্রে এবং ইন্টারনেট এর আর্থ সামাজিক বিকাশে বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। স্থানীয়স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের বাণিজ্য ভারতের অর্থনীতিকে জীবনীশক্তি প্রদান করেছে। ভারতের পরিবহণের মাধ্যম ঃ- (১) সড়কপথ ঃ- ভারত বিশ্বের বৃহত্তম সড়কপথ নেটওয়ার্কের একটি অন্যতম দেশ যা মোট ৫৪.৭ লক্ষ কি.মি বিস্তৃত। ভারতে সড়কপথ রেলপথ অপেক্ষা পূর্বে আরম্ভ হয়েছে। সড়কপথ রেলপথ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঃ- (ক) রেলপথ থেকে সড়কপথের নির্মাণ মূল্য কম। (খ) অপেক্ষাকৃত ব্যবচ্ছিন্ন ও তরঙ্গায়িত ভূমিরূপগুলোতে সড়কপথ তৈরি করা যেতে পারে। (গ) অধিক নতিযুক্ত ঢালে, হিমালয়ের মতো পার্বত্য অঞ্চলেও সড়ক তৈরি করা যেতে পারে। রাস্তাগুলোর ধারণ ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে সড়ক পরিবহণকে ছটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। (i) উত্তম রাজপথ, (ii) জাতীয় রাজপথ, (iii) রাজ্য রাজপথ, (iv) জেলা রাজপথ, (v) অন্যান্য সড়কপথ, (vi) সীমান্ত সড়কপথ ইত্যাদি। অঞ্চল প্রতি ১০০ বর্গ কিমি রাস্তার দৈর্ঘ্য সড়ক ঘনত্ব নামে পরিচিত। ভারতে সড়কপথের সমস্যা গুলো হলো - যাত্রী সংখ্যা অনুযায়ী অপর্যাপ্ত সড়কপথ, সড়কপথের অধিকাংশই কাঁচা, জাতীয় রাজপথের সংখ্যা অপ্রতুল, রাস্তাগুলো ঘিঞ্জি এবং সাঁকোগুলো পুরোনো ও সংকীর্ণ। (২) রেলপথ ঃ- ভারতে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে রেলপথ। রেলপথ দূরবর্তী পণ্য পরিবহণের পাশাপাশি ব্যবসাবাণিজ্য, ভ্রমন ইত্যাদিতে সাহায্য করে। ভারতীয় রেলপথকে ১৬ টি অঞ্চলে পুন:সংগঠিত করা হয়েছে। রেলপথের কিছু সমস্যার মধ্যে টিকিট ছাড়া ভ্রমন, চুরি, রেলসম্পত্তির ক্ষতিসাধন, অযথা ট্রেনের চেইন টেনে ধরে রেল পরিবহণে ক্ষতি করা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। (৩) নলপথ ঃ- নলপথ হল ভারতের পরিবহণ মানচিত্রে একটি নতুন সংযোজন। অপরিশোধিত তেল, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, তেল থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস শোধনাগার, সার কারখানা ও বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া কঠিন পদার্থকে তরলে পরিনত করে পরিবহণ করা হয়। নলপথ নির্মাণের প্রারম্ভিক ব্যয় বেশি হলেও পরিচালনার ব্যয় কম। দেশে প্রধানত তিন ধরনের নলপথ ব্যবস্থা রয়েছে। (i) উজান অসমের তেল ক্ষেত্র থেকে ভায়া গৌহাটি, বারাউনি এবং এলাহাবাদ হয়ে কানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। (ii) গুজরাটের সালোয়া থেকে ভায়া ভিরামগার, মথুরা, দিল্লি এবং সোনিপথ হয়ে পাঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত। (iii) গ্যাসের নলপথ গুজরাটের হাজিরাকে উত্তরপ্রদেশের জগদীশপুরের সাথে যুক্ত করেছে। (৪) জলপথ ঃ- জলপথ অত্যন্ত সস্তা একটি পরিবহণ মাধ্যম। এই পথে প্রচুর ভারী পণ্য সহজে পরিবহণ করা সুবিধাজনক। ভারতের অর্ন্তবর্তী জলপথের দৈর্ঘ্য ১৪৫০০ কিলোমিটার। জাতীয় জলপথ ঃ- (i) হলদিয়া এবং এলাহাবাদের মধ্যে গঙ্গানদীর জলপথ। (ii) ধুবরি এবং সাদিয়ার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর জলপথ, (iii) কেরালার পশ্চিম উপকূলের খালপথ, (iv) কাকিনাড়া-পুদুচেরি খালপথ সহ কৃষ্ণা-নদীর বিশেষ নদীপথ, (v) মতাই নদী, মহানদী ও ব্রাহ্মণী নদী ব-দ্বীপের প্রণালী এবং পূর্ব-উপকূলের খালের সাথে যুক্ত ব্রাহ্মণী নদীর বিশেষ নদীপথ। ভারতে ১২টি প্রধান এবং ২০০টি অপ্রধান বন্দর রয়েছে। প্রধান বন্দরগুলোর মাধ্যমে ভারতে ৯৫% বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। কান্ডালা জোয়ার ভাটার দ্বারা প্রভাবিত বন্দর। মুম্বাই প্রশস্ত, প্রাকৃতিক ও সুরক্ষিত পোতাশ্রয়যুক্ত বৃহত্তম

বন্দর। গোয়ার মার্মাগাও বন্দর আকরিক লোহার প্রধান রপ্তানি বন্দর। চেন্নাই দেশের কৃত্রিম বন্দরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান বন্দর। বিশাখাপত্তনম গভীরতম অন্তরীপ দ্বারা সুরক্ষিত বন্দর। কলকাতা একটি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর। এই বন্দরটি ক্রমবর্ধমান চাপ কমাবার জন্য হলদিয়া বন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছিল। (৫) বিমানপথ ঃ- ১৯৫৩ সালে বিমান পরিবহণকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। ভারতীয় বিমানপথ ও তার সহযোগী বিমানপথ, বেসরকারি তালিকাভুক্ত বিমানপথ দেশের অভ্যন্তরে বিমান পরিসেবা প্রদান করে। পবনহংস হেলিকপ্টার লিমিটেড সমুদ্রের দূরবর্তী স্থানে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারেল গ্যাস কর্পোরেশনকে, উত্তর পূর্বের রাজ্যসমূহ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখন্ডের অভ্যন্তর ভাগের অগম্য এলাকাতে হেলিকপ্টার পরিসেবা প্রদান করে। যোগযোগ ব্যবস্থা ঃ- ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও টেলিভিশন, রেডিয়ো, প্রেস, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সহ গণমাধ্যম দেশের প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম। ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা বিশ্বের বৃহত্তম ডাক ব্যবস্থা। কার্ড ও চিঠির খাম প্রথম শ্রেণির ডাক এবং বইয়ের প্যাকেট, রেজিস্ট্রিকৃত খবরের কাগজ দ্বিতীয় শ্রেণির ডাকের অন্তর্ভূক্ত। বড় শহর ও নগরে দ্রুত ডাক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য চালু ছয়টি চ্যানেল হল - রাজধানী চ্যানেল, মেট্রো চ্যানেল, গ্রিন চ্যানেল, বিজনেস চ্যানেল, বাল্ক মেইন চ্যানেল ও পিরিওডিক্যাল চ্যানেল ইত্যাদি। টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভারত বিশ্বের একটি বৃহত্তম দেশ। তথ্য ও সম্প্রচার শক্তিশালী করার জন্য ভারত সরকার প্রতিটি গ্রামে ২৪ ঘন্টা (STD) পরিসেবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। রেডিয়ো, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, পুস্তক এবং চলচ্চিত্র গণমাধ্যমের অন্তর্ভূক্ত। ভারতের জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল দূরদর্শন বিখ্যাত পার্থিব নেটওয়ার্কের মধ্যে একটি। সংবাদপত্র মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বিভিন্ন প্রকারের হয়। দেশে প্রায় ১০০ ভাষায় ও উপভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ভারত বিশ্বে সর্বাধিক চলচ্চিত্র পরিচালনা করে। ভারতীয় এবং বিদেশি সকল প্রকার চলচ্চিত্রের প্রমাণপত্র কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র প্রদানকারী পর্ষদ প্রদান করে। দুই দেশের মধ্যেকার বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। স্থল, জল অথবা বায়ুপথে বাণিজ্য সম্পন্ন হয় এবং এই বাণিজ্যই কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে সূচিত করে। বাণিজ্যের দুটি প্রধান উপাদান- আমদানি ও রপ্তানি। আমদানি মূল্য রপ্তানি মূল্যের কম হলে তা বাণিজ্যের অনুকূল অবস্থা বলা হয়। এবং আমদানি মূল্য রপ্তানি মূল্যের অধিক হলে তাকে বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থা বলা হয়। পৃথিবীর সকল প্রধান বাণিজ্যিক বলয় ও ভৌগোলিক অঞ্চলের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক রয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত সফটওয়্যার মহাশক্তি রূপে নিজের বিশেষ একটি জায়গা করে নিয়েছে এবং তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্যধিক বিদেশি মুদ্রাও অর্জন করেছে। বর্তমানে ভারতে পর্যটন শিল্প অধিক বিকশিত হয়েছে। এই শিল্প ২০১৫ সালে ১, ৩৫, ১৯৩ কোটি বিদেশী মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করেছিল। ২০১৫ সালে ৮.০৩ মিলিয়ন পর্যটক ভারতে এসেছিল। ১৫ মিলিয়নের অধিক মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই শিল্প দেশের জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থানীয় হস্তশিল্প এবং সাংস্কৃতিক কার্যকে সহায়তা প্রদান করে। দেশের সকল অংশে এই শিল্পের উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

K| mwVK উত্তরটি evQvB K‡iv t-

১) ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় রাজপথটি হল -

(ক) NH1, (খ) NH7, (গ) NH8, (ঘ) NH2

উঃ- NH7।

২) কোন্ শহর দুটির জোড় NH2 কে যুক্ত করেছে?

(ক) দিল্লি-অমৃতসর, (খ) দিল্লি-মুম্বাই, (গ) দিল্লি-কলকাতা, (ঘ) বারানসী-কন্যাকুমারী।

উঃ- দিল্লি-কলকাতা।

৩) ভারতের কোন্ রাজ্যে সড়ক ঘনত্ব সবথেকে বেশি?

(ক) গোয়া, (খ) কেরালা, (গ) কর্ণাটক, (ঘ) গুজরাট।

৪) কলকাতা বন্দরের ওপর চাপ কমানো এবং সাহায্যকারী হিসেবে কোন্ বন্দর তৈরি করা হয়েছে -

(ক) নভসেবা, (খ) পারাদ্বীপ, (গ) তুতিকোরিন, (ঘ) হলদিয়া।

৫) প্রদত্ত কোন্‌টি স্থলমধ্যস্থ নদী বন্দর?

(ক) কলকাতা, (খ) কান্ডালা, (গ) মুম্বাই, (ঘ) তুতিকোরিন।

৬) কঠিন পদার্থকে কর্দমরূপে পরিবহণের জন্য উপযুক্ত মাধ্যম হল -

(ক) ট্রাক, (খ) রেলওয়ে, (গ) নলপথ, (ঘ) জাহাজ।

৭) পবনহংস সংস্থাটি যে পরিসেবা দেয় -

(ক) অন্তর্দেশীয় বিমান পরিসেবা, (খ) অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিসেবা,

(গ) হেলিকপ্টার পরিসেবা, (ঘ) অন্তরাষ্ট্রীয় বিমান পরিসেবা।

৮) স্থলপথে স্বল্প দূরত্বের পরিবহণে সবথেকে উপযুক্ত -

(ক) রেলপথ, (খ) সড়কপথ, (গ) নলপথ, (ঘ) হেলিকপ্টার।

৯) ভারতের সর্বাধুনিক বন্দরটি হল -

(ক) পারাদ্বীপ, (খ) মার্মাগাঁও, (গ) জওহরলাল নেহরু (ঘ) কোচি।

১০) বড়ো শহর এবং নগরে দ্রুত ডাক পরিসেবা দেওয়ার জন্য কতগুলো মেইন চ্যানেল চালু রয়েছে?

(ক) ৪টি, (খ) ৬টি, (গ) ৭টি, (ঘ) ৯টি।

১১) দেশ বিভাগের পর করাচি পাকিস্তানের অন্তর্গত হওয়ায় ভারতে এর পরিপূরক হিসেবে কোন বন্দর স্থাপিত হয়?

(ক) নভসেবা, (খ) মার্মাগাঁও, (গ) মুম্বাই, (ঘ) কান্ডালা।

১২) কোনটি পূর্ব উপকূলীয় বন্দর নয়?

(ক) কলকাতা, (খ) বিশাখাপত্তনম, (গ) পারাদ্বীপ, (ঘ) কোচি।

১৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত দ্বারা সর্বাধিক আমদানিকৃত পণ্যটি হল -

(ক) মূল্যবান গ্রহরত্ন ও অলংকার, (খ) বৈদ্যুতিক উপকরণ,

(গ) ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, (ঘ) পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য।

১৪) কুদ্রেমুখ খনির লৌহ-আকরিক বিদেশে প্রেরণ করা হয় যে বন্দর দ্বারা -

(ক) কোচি, (খ) মার্মাগাঁও, (গ) বিশাখাপত্তনম, (ঘ) নিউ ম্যাঙ্গালুরু।

১৫) উত্তম রাজপথ (Super Highway) পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সংস্থাটি হল -

(ক) NHAI, (খ) CPWD, (গ) PWD, (ঘ) BRO.

১৬) প্রচুর ভারী পণ্য পরিবহণের জন্য সবথেকে উপযুক্ত -

(ক) সড়কপথ, (খ) রেলপথ, (গ) জলপথ, (ঘ) নলপথ।

১৭) ভারতে পর্যটন শিল্পে কত মানুষ নিযুক্ত আছে?

(ক) ১০ মিলিয়ন, (খ) ১৫ মিলিয়ন, (গ) ২০ মিলিয়ন, (ঘ) ২৫ মিলিয়ন।

১৮) ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বেশির ভাগ সংঘটিত হয় -

(ক) রেলপথে, (খ) বিমানপথে, (গ) সড়কপথে, (ঘ) জলপথে।

১৯) ভারতে প্রথম ট্রেন চলাচল শুরু হয় -

(ক) ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে।

২০) জেলা সড়কপথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকেন -

(ক) DM, (খ) মিউনিসিপ্যালিটি, (গ) পঞ্চায়েত সমিতি, (ঘ) জেলাপরিষদ।

২১) ভারতের সড়ক ঘনত্ব কোন্ রাজ্যে সবথেকে কম -

(ক) অসমে, (খ) রাজস্থানে, (গ) পূর্বতন জম্মু-কাশ্মীরে, (ঘ) হিমাচল প্রদেশে।

২২) ভারতের দীর্ঘতম নলপথটি হল -

(ক) হাজিরা-কানপুর, (খ) হাজিরা-জগদীশপুর, (গ) কয়ালি-হলদিয়া, (ঘ) ডিগবয়-তিনসুকিয়া।

২৩) ভারতের কোন্ নদীপথকে NW-1 এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে -

(ক) সিন্ধু, (খ) ব্রহ্মপুত্র, (গ) গোদাবরী, (ঘ) গঙ্গা।

২৪) কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি নামকরণ করা হয়েছে -

(ক) জওহরলাল নেহরু, (খ) ইন্দিরা গান্ধি, (গ) ছত্রপতি শিবাজী,

(ঘ) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নামানুসারে।

২৫) কত খ্রিস্টাব্দে সীমান্ত সড়ক সংস্থা স্থাপিত হয় -

(ক) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে, (খ) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে, (গ) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে, (ঘ) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে।

২৬) দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দপ্তর কোন্ শহরে অবস্থিত?

(ক) ভুবনেশ্বরে, (খ) বিশাখাপত্তনমে, (গ) হায়দ্রাবাদে, (ঘ) কলকাতায়।

২৭) পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণকারী দেশ হল -

(ক) ভারত, (খ) ব্রাজিল, (গ) ফ্রান্স, (ঘ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

২৮) ভারতে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের প্রধান মাধ্যম -

(ক) সড়কপথ, (খ) রেলপথ, (গ) জলপথ, (ঘ) বিমানপথ।

২৯) ভারতের প্রথম ট্রেন চলাচল যে দুটি স্থানের মধ্যে চালু হয় -

(ক) মুম্বাই-থানে, (খ) মুম্বাই-কল্যান, (গ) মুম্বাই-নাসিক, (ঘ) মুম্বাই-সাতারা।

৩০) উত্তর-দক্ষিণ করিডরের উত্তর প্রান্তটি যে স্থানকে যুক্ত করেছে -

(ক) ইন্দিরাকল, (খ) শ্রীনগর, (গ) জম্মু, (ঘ) উরি।

৩১) মুম্বাই বন্দরের উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য কোন্ বন্দর নির্মাণ করা হয়েছে -

(ক) কান্ডালা, (খ) পোরবন্দর, (গ) নভসেবা, (ঘ) পারাদ্বীপ।

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ-

১) ভারতের বৃহত্তম বন্দর কোন্‌টি?

উঃ- ভারতের বৃহত্তম বন্দর হল মুম্বাই।

২) সুবর্ণ চতুর্ভুজ কোন্ ধরনের পরিবহণের অংশ?

উঃ- সুবর্ণ চতুর্ভুজ সড়কপথ পরিবহণের অংশ।

৩) ভারতে প্রথম বিমান পরিসেবা কোন বছর চালু হয়?

উঃ- ভারতের প্রথম বিমান পরিসেবা ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে চালু হয়।

৪) ভারতের দীর্ঘতম রেল অঞ্চল কোনটি?

৫) মিটার গেজে দুটি লাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

৬) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

৭) ভারতে প্রথম মেট্রোরেল চালু হয় কোন্ শহরে?

৮) ভারতে নলপথের সূচনা কোন বছরে হয়?

৯) দামী এবং পচনশীল বস্তুর পরিবহণে কোন্‌টি উপযুক্ত মাধ্যম?

১০) ভারতের প্রধান নদী বন্দর কোন্‌টি?

১১) ভারতের জীবনরেখা কাকে বলে?

১২) ভারতের ব্যস্ততম জাতীয় রাজপথ কোন্‌টি?

১৩) পোতাশ্রয় কী?

১৪) ভারতের দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম কোনটি?

১৫) পরিবহণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি কোন্ পরিবহণ ব্যবস্থায়?

১৬) পবনহংস লিমিটেড কোন্ বছর স্থাপিত হয়?

১৭) দেশের বৃহত্তম সরকারি উদ্যোগ কোন্‌টি?

১৮) ভারতে প্রধান এবং অপ্রধান বন্দরের সংখ্যা কতগুলো?

১৯) তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থ পরিবহণের উপযুক্ত মাধ্যম কোন্‌টি?

২০) পোতাশ্রয়যুক্ত বন্দর কোন্‌টি?

২১) স্থলপথে শ্রেষ্ঠ পরিবহণ মাধ্যমে কোন্‌টি?

২২) সুবর্ণ চতুর্ভূজের মোট দৈর্ঘ্য কত?

২৩) বন্দর বলতে কী বোঝ?

২৪) পরিবহণ কী?

২৫) কয়েকটি কৃত্রিম পোতাশ্রয়যুক্ত বন্দরের নাম লেখো।

২৬) ভারতের কোন্ রাজ্যে জাতীয় রাজপথের দৈর্ঘ্য সবথেকে বেশি?

২৭) ভারতে অন্তর্দেশীয় বিমান পরিবহণের দায়িত্বে কোন্ রাষ্ট্রয়ত্ব সংস্থাটি আছে?

২৮) শহরের সঙ্গে গ্রামকে সরাসরি সংযুক্ত করার জন্য কোন সড়ক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে?

২৯) সর্বাপেক্ষা দ্রুত এবং আরামদায়ক পরিবহণ ব্যবস্থাটির নাম লেখো।

M| wb¤wjwLZ c‡ki DËi `vI t- ckgvb - 3

১) সুবর্ণ চতুর্ভুজ উত্তম রাজপথ কী? এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য উল্লেখ করো।

উঃ- ভারতে চারটি মহানগর কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই এবং চেন্নাইকে সংযুক্ত করে যে চার বা ছয় লেন বিশিষ্ট সড়কপথ নির্মিত হয়েছে, তাকে সোনালি চতুর্ভূজ বলা হয়। এই সড়কপথের মোট দৈর্ঘ্য ৫৮৪৬ কিমি। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারী National highway Authority of India এই সড়কপথ নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারী এই দীর্ঘ সড়ক নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়।

সোনালি চতুর্ভূজ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে পরিবহণ সহজতর হয়েছে। শিল্পের এবং কর্মসংস্থানেরও সুযোগ বেড়েছে। সারা ভারতেই ট্রাংক পরিবহণের প্রসার ঘটেছে। কৃষিফসল, শিল্পজাত দ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সরাসরি শহর বা বন্দরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা, এককথায় ভারতের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির পথ সুগম করাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য।

২) বাণিজ্য বলতে কী বোঝ? আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য ও স্থানীয় বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৩) পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একে অপরের পরিপূরক তিনটি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।

৪) ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ছয়টি প্রধান বন্দরের নাম লেখো।

৫) ভারতে STD এর সুবিধা কী কী?

৬) সড়কপথের তুলনায় জলপথ পরিবহণ অনেক সস্তা-এর স্বপক্ষে দুটি কারণ দেখাও।

৭) নদী পরিবহণ এবং সড়ক পরিবহণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৮) পরিবহণ পথকে আমাদের দেশের অর্থনীতির প্রধান ধমনী বলা হয়। উপযুক্ত উদাহরণ সহ এই বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

৯) কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কোনো দেশের অর্থনীতির পরিমাপক বলা হয়?

১০) সড়কপথ পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব লেখো।

Model Question - 2020-2021
Class - X
Geography

K - wefvM

K| cYv½ ev‡K¨ DËi `vI t- 1 x 6 = 6

১) নবীন পলিমৃত্তিকা কী নামে পরিচিত?

২) ভারতের এমন দুটি রাজ্যের নাম লেখো যে রাজ্যগুলো সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও উন্নয়নে পশ্চাৎপদ।

৩) কোন্ শিল্পকে সকল শিল্পের মূল শিল্প বলা হয়?

৪) ত্রিপুরা রাজ্যে স্থানান্তরিত কৃষি কী নামে পরিচিত?

৫) সেরিকালচার কী?

৬) সবুজ বিপ্লবের পর ভারতে কোন ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিপায়?

L - wefvM

L| fvi‡Zi gvbwP‡Î wb¤wjwLZ ¯vb¸‡jvi Ae¯vb cZxKwPý I bvgmn D‡jøL K‡iv t- 1 x 3 = 3

৭) ভাক্‌রা নাঙ্গাল বাঁধ।

৮) নাগার্জুন সাগর।

৯) গঙ্গা নদী।

M - wefvM

M| wb¤wjwLZ ck¸‡jvi DËi `vI (50 wU k‡ãi g‡a¨) t- 3 x 2 = 6

১০) সম্পদ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়? এর দুটি গুরুত্ব লেখো।

১১) কোনো দেশে অতিদ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্ব শর্ত হল সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো।

N - wefvM

N| wb¤wjwLZ ck¸‡jvi DËi `vI (100wU k‡ãi g‡a¨) t- 5 x 1 = 5

১২) ভারতের ধান উৎপাদনের অনুকুল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা করো। ভারতের দুটি প্রধান ধান উৎপাদক রাজ্যের নাম লেখো।

অথবা

শিল্প স্থাপনের জন্য অনুকুল ভৌগোলিক পরিবেশগুলো বর্ণনা করো।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

Aa¨vq - 1

ক্ষমতার অংশীদারিত্ব

cwK K_b t- বেলজিয়াম হল ইউরোপের একটি ছোটো দেশ যার রাজধানীর নাম ব্রাসেল্‌স। যার মোট জন সংখ্যার ৫৯ শতাংশ ডাচ ভাষায় কথা বলে এবং তারা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। অন্য দিকে প্রায় ৪০ শতাংশ লোক ফরাসি ভাষায় কথা বলে এবং বেশির ভাগই শহর ও রাজধানী ব্রাসেল্‌স এলাকায় বসবাস করে। অবশিষ্ট ১ শতাংশ লোক জার্মান ভাষায় কথা বলে। ফলে রাজধানী ও শহর এলাকায় বসবাসকারী ফরাসি ভাষী লোকেরা শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বেশির ভাগটাই তারা উপভোগ করে থাকে। অন্য দিকে সারাদেশে সংখ্যাগুরু ডাচ ভাষী লোকেরা রাজধানীতে মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ হওয়ার জন্য তারা নিজেদের বঞ্চিত ভাবতে থাকে। যার ফলে ডাচ ভাষী ও ফরাসি ভাষীদের মধ্যে এক প্রকার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব একমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ও সুষ্ঠ বন্টনের মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব।

১৯৪৮ সালে স্বাধীন হওয়া দেশ শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার ৭৪ শতাংশ সিংহলি ভাষায় এবং ১৮ শতাংশ তামিল ভাষায় কথা বলে। সিংহলি ভাষার লোকেরা সংখ্যা গুরু হওয়ার কারণে সরকারের উপর চাপ দিয়ে নিজেদের পক্ষে বিভিন্ন আইন পাশ করিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। ফলে তামিলদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং এক ভাষার লোকের প্রতি অন্য ভাষার লোকের অবিশ্বাসের জন্ম হয় যার ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় গৃহযুদ্ধ এবং অনেক মানুষ নিহত হয়। এমন অবস্থায় যদি ক্ষমতায় সুষ্ঠ বণ্টন না করা যায় তাহলে একটা রাষ্ট্র সঠিক ভাগে পরিচালনা কষ্ট কর হয়ে পড়ে।

K| পূর্ণ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ- মান — ১

১) ক্ষমতার ইংরেজী প্রতিশব্দ কী?

উঃ- ক্ষমতার ইংরেজী প্রতি শব্দ হল Power ।

২) বেলজিয়ামের দুটি প্রতিবেশী দেশের নাম লেখো।

উঃ- ফ্রান্স ও জার্মান।

৩) বেলজিয়ামের রাজধানীর নাম কী?

৪) বেলজিয়ামে কোন ভাষাভাষী জনগণ সারা দেশে সংখ্যা গুরু কিন্তু রাজধানীতে সংখ্যালঘু?

৫) বেলজিয়ামে কত শতাংশ লোক ফরাসি ভাষায় কথা বলে?

৬) ডাচ ভাষাভাষী লোকেরা নিজেদেরকে কেন বঞ্চিত মনে করতেন?

৭) বেলজিয়ামে কারা শিক্ষা দীক্ষায় বেশি উন্নত ছিল এবং দেশের বেশির ভাগ ক্ষমতা ভোগ করতো?

৮) বেলজিয়াম কবে স্বাধীন হয়?

৯) শ্রীলঙ্কা কবে স্বাধীন হয়?

১০) শ্রীলঙ্কার কত শতাংশ লোক সিংহলি ভাষায় কথা বলে?

১১) শ্রীলঙ্কার কত শতাংশ লোক তামিল ভাষায় কথা বলে?

১২) ১৯৫৬ সালে কোন ভাষাকে শ্রীলঙ্কার সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?

১৩) স্বাধীন তামিল-ইলম কথাটির অর্থ কী?

১৪) শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধের অবসান কত সালে হয়েছিল?

১৫) LTTE এর পুরো নাম কী লেখো।

১৬) শ্রীলঙ্কায় কোন ধর্মাবলম্বী লোক বেশি বসবাস করে?

১৭) শ্রীলঙ্কা ভারতের কোন দিকে অবস্থিত?

১৮) নীচের পাইচিত্রে সংখ্যাগুরু এবং কারা সংখ্যা লঘু?

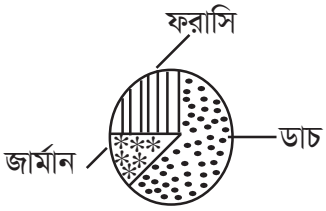

১৯) একজন ব্যাক্তি তার সম্পত্তির ষাট লক্ষ টাকা তিন ছেলের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। তাহলে উনার সবচেয়ে ছোট ছেলেকে কত টাকা দেওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো।

২০) ক্ষমতা বলতে কী বোঝ?

২১) ক্ষমতার অংশিদায়িত্ব বলতে কী বোঝ?

২২) ক্ষমতা সঠিক ভাবে বন্টিত না হলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?

২৩) জাতি গোষ্ঠি কাদের বলা হয়?

২৪) তুমি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে কী ধরনের ক্ষমতায় বণ্টন দেখতে পাও?

২৫) ভারতে কী ক্ষমতার অংশিদারিত্ব লক্ষ করা যায়?

L| bx‡Pi ck¸‡jvi DËi †j‡Lv t- মান — ৫

১) বেলজিয়ামের সংবিধানে ডাচ ও ফরাসিদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা সমাধানের জন্য কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল?

অথবা

বেলজিয়ামের ডাচ ও ফরাসিদের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল?

২) ক্ষমতার অংশিদারিত্ব কেন প্রয়োজন?

৩) ক্ষমতার অংশিদারিত্বের কয়েকটি রূপ আলোচনা করো।

৪) শ্রীলঙ্কার তামিলরা কেন নিজেদের বঞ্চিত মনে করে ছিলেন?

৫) ক্ষমতার সুষ্ঠ বণ্টনের সুবিধাগুলো আলোচনা করো।

Aa¨vq - 2

h³ ivóxq e¨e¯v

প্রাক কথন ঃ- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ভাগ করা থাকে। অর্থাৎ এখানে দুই ধরনের সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় স্বার্থে যে সরকার কাজ করে তা হল কেন্দ্রীয় সরকার এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিষয়গুলো দেখার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকার হল রাজ্য সরকার বা প্রাদেশিক সরকার। আমাদের ভারতবর্ষে যেহেতু কেন্দ্র ও রাজ্য দুটি সরকারই বর্তমান আছে এবং দুই সরকারের মধ্যে ক্ষমতা সুষ্ঠভাবে বণ্টন করা আছে তাই আমরা ভারতকেও একটি যুক্তরাষ্ট্র বলতে পারি। ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:-

‡K›`xq Zvwj Kv:- ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। প্রতিরক্ষা, মুদ্রা, পররাষ্ট্র নীতি, পরমাণু, যুদ্ধ, ব্যাঙ্ক, রেল ও বিমান ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রনয়ণ ও নীতি নির্ধারনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। বর্তমানে মোট ৯৭ টি বিষয় কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত আছে।

ivR¨ Zvwj Kv :- জনগণের সাথে সরাসরি সর্ম্পকযুক্ত বিষয়গুলো যেমন - পুলিশ, কারাগার, প্রাণীসম্পদ, কৃষি, ভূমি ও ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়গুলোকে রাজ্যতালিকাভুক্ত করা হয়েছে। মোট ৬১ টি বিষয় রয়েছে রাজ্য তালিকায়।

hM¥ Zvwj Kv :- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এমন কতগুলো বিষয় আছে যেগুলো কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। যেমন - শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বনভূমি, শ্রমিক সংগঠন, দত্তক ও উত্তরাধিকার ইত্যাদিসহ মোট ৫২ টি বিষয় যুগ্মতালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

K| cwZwU প্রশ্নের DËi `vI t-

১) যুক্তরাষ্ট্র শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ কী?

উঃ- যুক্তরাষ্ট্র একটি লাতিন শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হল সন্ধি বা চুক্তি।

২) যুক্তরাষ্ট্র বলতে কী বোঝ?

৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় বাবস্থার দুটি উদ্দেশ্য লেখো।

৪) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কী বোঝ?

৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা চালু আছে এমন দুটি দেশের নাম লেখো।

৬) এককেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

৭) যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে?

৮) কেন্দ্রীয় তালিকা বলতে কী বোঝ?

৯) রাজ্য তালিকা বলতে কী বোঝ?

১০) যুগ্মতালিকা কী?

১১) নিচের বিষয়গুলো কোন তালিকাভুক্ত ?

বিষয়	কোন তালিকা ভুক্ত

অ) কৃষি সেচ ও আইন শৃঙ্খলা

আ) শিক্ষা, বন ও বিবাহ

ই) বিদেশ নীতি, ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ ও ইন্সওরেন্স।

১২) ভারতের অঙ্গারাজ্যগুলো মূলত কিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে?

১৩) ভারতের সর্বশেষ তৈরি হওয়া অঙ্গরাজ্য কোনটি?

১৪) পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থাতে ক্ষমতাকে কয়টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে ও কী কী?

১৫) একজন পঞ্চায়েত সদস্য কীভাবে নির্বাচিত হন?

১৬) যদি তুমি কোন পঞ্চায়েতের প্রধান হও তাহলে তুমি ওই এলাকার জন্য কী কী কাজ করবে?

১৭) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রশাসক কে?

১৯) ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ স্তরের নাম কী?

২০) জেলা পরিষদের প্রধানকে কী বলা হয়?

২১) পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

২২) কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি জনমুখী প্রকল্পের নাম লেখো।

২৩) ত্রিপুরা কবে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে?

২৪) দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের নাম লেখো।

২৫) কবে ও কততম সংবধিান সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা চালু হয়?

M| নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ- মান — ৫

১) জোট সরকার বলতে কী বোঝ? এই সরকার পরিচালনার দুটি অসুবিধা উল্লেখ করো।

২) মনে করো কোনো রাজ্যে ১৫০টি বিধানসভা আসন আছে। নির্বাচনে A দল ৬০টি, B দল ৫০টি এবং C দল ৪০টি আসনে জয় লাভ করল, তাহলে ওই রাজ্যের কী সরকার গঠন করা সম্ভব হবে। যদি হয়ে থাকে তাহলে কীভাবে হবে?

৩) ভারতের ভাষানীতিটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।

৫) ১৯৯২ সালে ভারতবর্ষে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তা উল্লেখ করো।

৬) ভারতের কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

Aa¨vq - 3

গণতন্ত্র ও বৈচিত্র্যতা

প্রাক কথন ঃ- ১৯৬৮ সালে মেক্সিকোতে অলিম্পিকের একটি পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে টমি স্মিথ ও জন কার্লোস নামে দুই জন কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়ার পুরস্কার নেওয়ার সময় জুতো ছাড়া শুধুমাত্র কালো মোজা পরে মুষ্টি বদ্ধ হাত উঁচু করে আমেরিকায় চলমান বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। এই আমেরিকান দুই কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়কে একজন অস্ট্রেলিয়ান শ্বেতাঙ্গ খেলোয়ার পিটার নরম্যানও সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। যা আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষনে সমর্থ হয়েছিল।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নেতৃত্বে আমেরিকায় ১৯৫৪-১৯৬৮ পর্যন্ত বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমাজ সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। আমেরিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের অধিকার রক্ষার বিভিন্ন আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষা, জাতি, ধর্ম, বর্ণের মধ্যে বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মধ্যে সমস্যা যেমন দেখা দিয়েছিল তেমনি আবার একই জাতি গোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যের মেল বন্ধনও দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ করা গেছে, যা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'সবকা সাথ - সবকা বিকাশ' এই মন্ত্রে সবাইকে নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে ভারতীয় জাতি হিসাবে ভাবতে শিখিয়েছে।

গণতন্ত্র ঃ- গণতন্ত্র কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Democracy যা দুটি গ্রীক শব্দ যথা ক্রমে Demos যার অর্থ হল জনগণ এবং Kratos যার অর্থ হল ক্ষমতা। অর্থাৎ Democracy কথাটির ভূৎপত্তিগত অর্থ দাড়ায় জনগণের ক্ষমতা। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ কতগুলো মৌলিক অধিকার ভোগ করবে এবং কতগুলো মৌলিক কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অন্যের অসুবিধা হয় এমন কোন কাজ না করে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে।

K| cwZwU c‡ki DËi `vI t- মান — ১

১) আমেরিকায় The Black Power Movement কবে শুরু হয়েছিল?

(ক) ১৯৬৮, (খ) ১৯৬৬, (গ) ১৯৬৫, (ঘ) ১৯৬৪।

২) আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে?

(ক) মার্টিন লুথার, (খ) মার্টিন লুথার কিং, (গ) মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, (ঘ) টমি স্মিথ।

৩) পিটার নরম্যান কোন দেশের খেলোয়ার ছিলেন -

(ক) আমেরিকা, (খ) অস্ট্রেলিয়া, (গ) মেক্সিকো, (ঘ) জার্মানি।

৪) যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে নতুন কয়টি রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল -

(ক) ৫টি, (খ) ৬টি, (গ) ৭টি, (ঘ) ৩টি।

৫) আয়ারল্যান্ডে কবে প্রথমবার সরকার ও জাতীয়বাদী দলগুলোর মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-

(ক) ১৯৯৮, (খ) ১৯৮৮, (গ) ১৯৯০, (ঘ) ১৯৯৫।

bx‡Pi প্রশ্নগুলোর GK K_vq DËi `vI|

১) গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?

২) গণতন্ত্রে রাজনৈতিক বিভাজন ঘটলে কী অসুবিধা দেখা দেয়?

৩) সামাজিক বিভেদ কী কী বিষয়ে গড়ে উঠে?

৪) আমেরিকায় কোন দুটি জাতির মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়েছিল?

৫) আফ্রো আমেরিকান কাদের বলা হয়?

৬) সমজাতীয় সমাজ বলতে কী বোঝ?

৭) বর্ণ বৈষম্য বলতে কী বোঝ?

৮) আয়ারল্যান্ডের কত শতাংশ লোক প্রোটেস্টান্ট ও ক্যোথোলিকে ভাগ ছিলেন?

৯) বেলজিয়ামে সামাজিক প্রভেদের কারণ কী?

১০) শ্রীলঙ্কায় সামাজিক প্রভেদের কারণ কী?

১১) অভিবাসী কাদের বলা হয়?

১২) গণতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতার উৎস কারা?

১৩) ভারতে ভোট দানের ন্যূনতম বয়স কত?

L| cwZwU c‡ki DËi তৈরি K‡iv t- 3 x 1 = 3

১) সামাজিক বিভাজনের তিনটি নির্ধারক কী কী আলোচনা করো?

২) পিটার নরম্যান কেন টমিস্মিথ এবং জন কার্লোসকে সমর্থন করেছিলেন?

৩) ১৯৬৮ সালে মেক্সিকোতে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় কী ঘটেছিল?

৪) Over lapping বা অধিক্রমন বলতে কী বোঝ?

৫) **ভারতে** সামাজিক বৈষম্যের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করো।

৬) ভারতে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে বর্তমান সরকারের "সবকা সাথ - সাবকা বিকাশ" এই মূলমন্ত্রটি কতটা ফলপ্রসু বলে তুমি মনে করো।

Aa¨vq - 4

লিঙ্গ, ধর্ম এবং জাতি

প্রাক কথন ঃ- ভারতবর্ষের মত একটি বিশাল দেশে বহু ধর্ম ও ভাষায় লোকের বসবাস। যেখানে সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষম্য লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে নারী পুরষের মধ্যে যে লিঙ্গ বৈষম্য আছে তা এখনো এক সামাজিক ব্যাধি রূপে রয়ে গেছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীরা শিক্ষা চাকুরী ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে আছে। দেখা গেছে যেখানেই নারীরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছে সেখানেই তারা নিজেদের প্রমাণ করে দিয়েছে তারা পুরুষের তুলনায় কোনো ভাবেই পিছিয়ে নেই।

ধর্ম ও জাতির প্রাধান্যও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম কথার অর্থ হল ধারণ করা, ধর্ম এক প্রকার জীবন চর্চা ও ঈশ্বর বিশ্বাস বা মানুষ জন্ম সূত্রে পেয়ে থাকে, এই ধর্ম বিশ্বাসে গোড়ামি মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে এবং সমাজে অস্থিরতার জন্ম দেয়। কিন্তু ধর্ম যখন সহনশীলতা শেখায় তখন সমাজে সৌভাতৃত্ববোধের জন্ম দেয়।

জাতি কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হয় Caste যা স্প্যানিশ শব্দ Castal থেকে এসেছে, যার অর্থ হল মানব জাতির কোনো অংশ বা কুল বিশেষ। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই জাতি প্রথা বহুকাল ধরে চলে আসছে যা ব্যক্তিবর্গের কর্মের ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই জাতি ব্যবস্থা ভারতীয় রাজনীতিতে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।

K| নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

১) আন্তর্জাতিক নারী দিবস কবে পালন করা হয়?

(ক) ৫ মার্চ, (খ) ৮ মার্চ, (গ) ৭ মার্চ, (ঘ) ৬ মার্চ।

২) The Hindu marriage Act কবে পাশ হয়?

(ক) ১৮৪৯ খ্রিঃ, (খ) ১৮৫০ খ্রিঃ, (গ) ১৮৫১ খ্রিঃ, (ঘ) ১৮৫২ খ্রিঃ।

৩) "ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা যায় না" কে বলেছেন?

(ক) মহাত্মা গান্ধী, (খ) বি আর আম্বেদকর, (গ) নেতাজী, (ঘ) শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি।

৪) ২০১৪ লোকসভায় মহিলা সদস্য শতকরা কতজন ছিল?

(ক) ১২ জন, (খ) ১০ জন, (গ) ১৩ জন, (ঘ) ১৫ জন।

৫) হিন্দু ধর্মের ইস্পাত কাঠামো কোনটি?

(ক) জাতি, (খ) ধর্ম, (গ) ভাষা, (ঘ) পোষাক।

bx‡Pi প্রশ্নগুলোর GKK_vq DËi `vI| মান — ১

১) Caste শব্দিটির অর্থ কী?

২) Feminist বা নারীবাদী বলতে কী বোঝ?

৩) জাতি ব্যবস্থা কোন সমাজের বৈশিষ্ট্য?

৪) সমকাজে সমবেতন কথাটির অর্থ কী?

৫) পারিবারিক আদালত কোন বিষয়গুলো নিয়ে বিচার করে?

৬) সংবিধানের কত নং ধারায় অস্পৃশ্যতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে?

৭) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

৮) ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে সাক্ষরতার হার কত?

৯) ভারতের কোন রাজ্যে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের অনুপাত সবচেয়ে কম?

১০) আদিবাসী কাদের বলা হয়?

১১) ত্রিপুরা রাজ্যের Tribal Welfare দপ্তরের বর্তমান নাম কী?

১২) ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার তপশিলী জাতিদের জন্য কয়টি আসন সংরক্ষিত আছে?

১৩) ভারতে পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলোতে মহিলাদের জন্য কয়টি আসন সংরক্ষিত আছে?

১৪) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ?

১৫) ভারতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা কার ছিল?

L| ।b¤j।LZ প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ- **5 x 1 = 5**

১) সমাজে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন?

২) সমাজে নারীদের প্রতি কী কী বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় থাকে? তুমি কী ঐ বৈষম্যমূলক আচরণকে সমর্থন করো?

৩) সাম্প্রদায়িকতাবাদ বলতে কী বোঝ? সাম্প্রদায়িকতাবাদের কয়েকটি রূপ আলোচনা করো। (পাঠ্য পুস্তক পৃষ্ঠা নং ৪৭)

৪) ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাত ভিত্তিক প্রভাবের কয়েকটি ধরণ আলোচনা করো। (পাঠ্য পুস্তক পৃষ্ঠা - ৫১)

৫) লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

Aa¨vq - 5

MY msMvg I Av‡›`vjb

প্রাক কথন ঃ- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থে নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষে বিভিন্ন গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। তেমনি ভারতের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি দেশ নেপাল যেখানে দীর্ঘদিন ধরে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলেছে। ১৯৯০ সালে নেপালে প্রথম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাজার ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়। ২০০১ সালে গণতন্ত্রের সমর্থক রাজা বীরেন্দ্র একটি পারিবারিক হত্যার ঘটনায় নিহত হলেন এবং নতুন রাজা জ্ঞানেন্দ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ২০০৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে সাতটি দলের জোট রাজধানী কাঠমান্ডুতে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনে নেপালের জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহন ও সমর্থন বাড়তে থাকায় ২০০৬ সালের ২৪ শে এপ্রিল রাজা আন্দোলনকারীদের সকল দাবী মেনে নেয়। ২০০৮ সালে রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বলিভিয়া হল লাতিন আমেরিকার একটি দেশ, যে দেশের সরকার একটি বহুজাতিক সংস্থার কাছে দেশের নাগরিকদের জল সরবরাহের দায়িত্ব দেয়। দেখা যায় খুব কম সময়ের মধ্যে চারবার জলের দাম বৃদ্ধি করে ফলে দেশের মানুষ বাধ্য হয়ে গণ আন্দোলন গড়ে তুলে। পরবর্তীতে জনগণের চাপে সরকার তাদের সাথে আলোচনায় বসে এবং তাদের সকল দাবী মেনে নিয়ে বহুজাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি বাতিল করে জল সরবরাহের দায়িত্ব পুনরায় পৌর সভার হাতে ন্যস্ত হয়।

উপরের দুটি ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যখনই মানুষ তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য গণ আন্দোলন সংগঠিত করেছে এবং দেশের বেশির ভাগ মানুষের সমর্থন পেয়েছে তখনই আন্দোলন সফল হয়েছে।

K| সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ-

১) নেপালের রাজধীনার নাম কী?

(ক) কাঠমান্ডু, (খ) থিম্পু, (গ) কলম্বো, (ঘ) ঢাকা।

২) নেপালের রাজপরিবারে গণহত্যাটি কবে সংঘটিত হয়?

(ক) ২০০২, (খ) ২০০১, (গ) ২০০৩, (ঘ) ২০০৪।

৩) নেপালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়টি দল অংশগ্রহণ করেছিল?

(ক) ৭টি, (খ) ৬টি, (গ) ৫টি, (ঘ) ৪টি।

৪) ২০০০ সালে বলিভিয়ায় কিসের জন্য আন্দোলন হয়েছিল -

(ক) স্বাধীনতা, (খ) খাদ্য, (গ) জল, (ঘ) বেতন।

৫) বালিভিয়ার জনগণের বার্ষিক গড় আয় কত টাকা ছিল?

(ক) ২০০০০, (খ) ৫০০০, (গ) ৭০০০, (গ) ৮০০০।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ- মান — ১

১) রাজতন্ত্র বলতে কী বোঝ?

২) FEDECOR কী?

৩) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাদের বলা হয়?

৪) জনস্বার্থ গোষ্ঠী কাদের বলে?

৫) ভারতের শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বার্থ নিয়ে আন্দোলন করে এমন একটি সংগঠনের নাম লেখো।

৬) মাওবাদী কাদের বলা হয়?

৭) বলিভিয়ার জল যুদ্ধের কারণ কী ছিল?

৮) গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?

৯) জনমত কাকে বলে?

১০) ভারতে RTI আইন কবে পাশ হয়?

১১) নেপালের গণ আন্দোলনের লক্ষ কী ছিল?

১২) কিট্রিকো-হাচ্ছিকো আন্দোলন কবে ও কোথায় শুরু হয়?

১৩) বলিভিয়ায় কোন দল ২০০৬ সালে দেশের ক্ষমতা দখল করে?

L| নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ- মান — ৫

১) নেপালের গণ আন্দোলনের কয়েকটি ফলাফল আলোচনা করো।

২) বলিভিয়ায় জল আন্দোলন কেন হয়েছিল? এই আন্দোলনের ফলাফল কী হয়েছিল?

৩) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝ? ভারতীয় রাজনীতিতে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব আলোচনা করো।

Aa¨vq - 6

ivR%bwZK ` j

প্রাক কথন ঃ- রাজনৈতিক দল হল এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা কতগুলো নির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং মানুষের সমর্থন পেলে সরকার গঠন ও পরিচালনা করে এবং দেশের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করে। আর যদি সরকার গড়ার মত সমর্থন না পায় তখন তারা মানুষের বিভিন্ন স্বার্থ আদায়ে সরকারের কাছে দাবী দাওয়া পেশ করে এবং সরকারের বিভিন্ন অপছন্দমূলক কাজের বিরোধীতা করে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে।

যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো কোনো না কোনো আদর্শকে সামনে রেখে গোষ্ঠীবদ্ধ হয় সেহেতু তারা নিজেদের গোষ্ঠী বা সমর্থকদের প্রতি অনুগত থাকে এবং অন্য গোষ্ঠীর প্রতি অনেক সময় পক্ষপাতমূলক আচরণ করে থাকে। আবার অনেক রাজনৈতিক দল আছে যারা কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থে একত্রিত না হয়ে জাতীয় স্বার্থে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাদের কাছে দেশের সকল জনগণ এক বলে মনে হয় এবং তারা সমাজের সকল অংশের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে।

রাজনৈতিক দলগুলোকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা জাতীয় দল ও রাজ্য বা আঞ্চলিক দল। যখন কোনো রাজনৈতিক দল তিনটি আলাদা আলাদা রাজ্য থেকে দুই শতাংশ অর্থাৎ মোট ১১ টি লোকসভা আসনে জয়ী অথবা ৪ টি আলাদা আলাদা রাজ্যের লোকসভা অথবা বিধানসভা ভোটে ৬% ভোট এবং ৪ টি লোকসভা আসনে জয়ী হয় তখন তাকে জাতীয় দল বলা হয়। যারা রাজ্যস্তরে মানুষের দাবী দাওয়া নিয়ে রাজনীতি করে তাদের রাজ্য দল ও আঞ্চলিক দল বলে। ভারতে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৩০৩টি আসন এবং বিপুল জনসমর্থন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে উঠে আসে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)। এই রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছে আবার কখনো কখনো বিভিন্ন দুর্নিতিতেও জড়িয়ে পরতে দেখা গেছে। তাই বলা যায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি আরো বেশি সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে।

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ- **মান — ১**

১) বর্তমানে ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলটির নাম কী?

(ক) বিজেপি, (খ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস,
(গ) তৃণমূল কংগ্রেস, (ঘ) সমাজবাদী পার্টি।

২) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ক) ১৮৫৭ খ্রিঃ, (খ) ১৮৫৪ খ্রিঃ, (গ) ১৮৮৫ খ্রিঃ, (ঘ) ১৯৯০ খ্রিঃ।

৩) ঘাসফুল কোন দলের দলীয় প্রতিক?

(ক) বিজেপি, (খ) কংগ্রেস, (গ) তৃণমূল কংগ্রেস, (ঘ) বহুজন সমাজবাদী পার্টি।

৪) ত্রিপুরার একটি আঞ্চলিক দলের নাম হল -

(ক) বিজেপি, (খ) সি.পি.আই.এম, (গ) আই.পি.এফ.টি, (ঘ) তৃণমূল কংগ্রেস।

৫) রাজনৈতিক দলের প্রথম উদ্ভব হয়েছে কোন দেশে?

(ক) আমেরিকা, (খ) ইংল্যান্ড, (গ) ভারতে, (ঘ) রাশিয়া।

পূর্ণ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ- **মান — ১**

১) এক দলীয় ব্যবস্থা দেখা যায় কোন দেশে?

২) ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দল কোনটি?

৩) ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৪) শাসকদল কাকে বলে?

৫) বিরোধীদল কাকে বলে?

৬) কখন জোট সরকার তৈরি করা হয়?

৭) ২০১৯ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি লোকসভায় কয়টি আসনে জয় লাভ করে?

৮) ভারতীয় রাজনীতিতে নির্বাচনে কোনো প্রার্থী যদি পছন্দ না হয় তাহলে কোথায় ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে?

৯) ভারতে কয় ধরনের দলীয় ব্যবস্থা চালু আছে?

১০) ইংল্যান্ডে কয় ধরনের দলীয় ব্যবস্থা চালু আছে?

১১) বিজেপির দলীয় প্রতীক কী?

১২) দক্ষিণ ভারতের দুটি রাজনৈতিক দলের নাম লেখো।

১৩) ভারতের নির্বাচন পরিচালনা করেন কে?

১৪) দলত্যাগ বলেতে কী বোঝায়?

১৫) ত্রিপুরার দুটি আঞ্চলিক দলের নাম লেখো।

১৬) ভারতের লোকসভায় মোট কয়টি আসন রয়েছে?

১৭) ত্রিপুরা বিধানসভায় কয়টি আসন রয়েছে?

১৮) ত্রিপুরায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এমন দুটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের নাম লেখো।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ- **মান — ৩**

১) রাজনৈতিক দল কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।

২) একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কার্যবলি বর্ণনা করো।

৩) রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

৪) ভারতীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা করো।

৫) রাজনৈতিক দলের কয়েকটি বাধা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬) বহুদলীয় ব্যবস্থার তিনটি অসুবিধা লেখো।

৭) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের তিনটি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।

Aa¨vq - 7

MYZ‡ši djvdj

cwK K_b t- বিশ্ব জুড়ে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে যার ফলস্বরূপ বিশ্বের প্রায় বেশিরভাগ দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। গণতন্ত্র বলতে আমরা বুঝি কোনো দেশের নাগরিদের হাতে তাদের শাসক নির্বাচন করার ক্ষমতা থাকবে এবং নাগরিকরা কতগুলো মৌলিক কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে কতগুলো মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিক অন্যের কোন সমস্যার কারণ না হয়ে নিজে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে।

এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি নির্বাচিত সরকার তার নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ এবং ক্রিয়াশীল থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে যেহেতু সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সেহেতু জনগণের অভাব অভিযোগ শুনে দেশের ও সমাজের উন্নতিতে সরকার সচেস্ট থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি 'দরিদ্রতা দূরীকরণে' কর্ম সংস্থান ও দেশের নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে থাকে গণতান্ত্রিক সরকার।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- মান — ১

১) 'আব্রাহাম লিঙ্কনের মতে গণতন্ত্র কী ?

২) দুটি গণতান্ত্রিক দেশের নাম লেখো।

৩) গণতান্ত্রিক সরকার কাদের নিকট দায়বদ্ধ থাকে?

৪) গণতান্ত্রিক দেশের সরকার কাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়?

৫) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ?

৬) বৈধ সরকার কী?

৭) অতি ধনী (Ultra Rich) কথাটির অর্থ কী?

৮) গণতন্ত্রের ধারনাটির উদ্ভব হয় কোন দেশে?

৯) একনায়কতন্ত্র বলতে কী বোঝ?

১০) পৃথিবীর একটি একনায়কতান্ত্রিক দেশের নাম লেখো।

১১) কে গণতন্ত্রকে বোকাদের শাসন ব্যবস্থা বলেছেন?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ- **মান — ৩**

১) একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ কী কী অধিকার ভোগ করে?

২) দরিদ্রতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে গণতান্ত্রিক সরকারের ভূমিকা আলোচনা করো।

৩) গণতন্ত্রের তিনটি সুফল আলোচনা করো।

৪) গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫) বৈধ সরকার কাকে বলে? এই সরকারের কয়েকটি কাজ উল্লেখ করো।

৬) কোনো গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে কেন?

Aa¨vq - 8

গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

cwK K_b t- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা দেশের মানুষকে অনেক স্বাধীনতা ও জীবনযাপনে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে পরিচালিত করতে গিয়ে রাষ্ট্রগুলোকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যায় সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কখনো অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো ছোটো রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করছে। আবার কখনো দেশের অভ্যন্তরে অবাধ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বিভিন্ন সমস্যায় সৃষ্টি করে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের সকল অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সকলের উন্নতিতে সাহায্য করতে হয়। একটি রাষ্ট্রের পক্ষে সবসময় তা সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাই আইনগত ও রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ওই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাগুলোকে দূর করার প্রয়াস জারী রাখতে হবে।

পূর্ণ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ- মান — ১

১) RTI এর পুরো নাম কী?

উঃ- Right to Information.

২) গণতান্ত্রিক সংস্থা অন্য কী নামে পরিচিত?

উঃ- গণতান্ত্রিক সংস্থা রাজনৈতিক সংস্থা নামে পরিচিত।

৩) ভারতে গণতন্ত্রের দুটি প্রতিবন্ধকতা লেখো।

উঃ- জাতপাত ও অর্থনৈতিক সমস্যা।

৪) ২০২১ সালে ভারতের কোন প্রতিবেশী দেশে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল নেয়?

৫) দুটি গণতান্ত্রিক দেশের নাম লেখো।

৬) কানাডায় কত শতাংশ লোক মনে করত দেশের নেতারা সৎ নন?

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো ঃ- মান — ৩

১) অর্থনৈতিক অসাম্য কীভাবে গণতন্ত্রের পথে বাধা সৃষ্টি করে?

২) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কী কী সংস্কার করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো?

৩) সেনা শাসনের তিনটি অসুবিধা আলোচনা করো।

৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তিনটি সমস্যা আলোচনা করো।

৫) গণতন্ত্রে মিডিয়ার ভূমিকা আলোচনা করো।

Model Question Paper
Political Science
Half Yearly - Marks - 20

K - wefvM

ক) এক বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

১) বেলজিয়ামের রাজধানীর নাম কী?

২) বি এ এম সি ই এফ এর পুরো নাম কী?

সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ-

১) আমেরিকা The Black Power Movement কবে শুরু হয়েছিল?

(ক) ১৯৬৮, (খ) ১৯৬৬, (গ) ১৯৬৫, (ঘ) ১৯৬৪।

২) ২০০০ সালে বলিভিয়ায় কিসের জন্য আন্দোলন হয়েছিল?

(ক) খাদ্য, (খ) জল, (গ) বাসস্থান, (ঘ) বিদ্যুৎ।

L - wefvM

খ) ৬০টি শব্দের মধ্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

১) ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় কী ঘটেছিল?

অথবা

ভারতের সামাজিক বৈষম্যের তিনটি কারণ লেখো।

২) সেনা শাসনের তিনটি অসুবিধা উল্লেখ করো।

M - wefvM

গ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর ১৫০ শব্দের মধ্যে উত্তর দাও ঃ-

১) বেলজিয়ামে ডাচ ও ফরাসীদের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল?

অথবা

শ্রীলঙ্কায় তামিলরা কেন নিজেদের বঞ্চিত মনে করতেন?

২) স্বার্থ গোষ্ঠী বলতে কী বোঝ? তারা কীভাবে কাজ করে?

অর্থনীতি

Aa¨vq - 1

Dbqb

উন্নয়নের আকাঙ্খা সবার রয়েছে। সবাই উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে। এক বা একাধিক লক্ষ্যকে নিয়ে এই স্বপ্ন বা বাসনা আবর্তিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ভিন্ন হয়। ব্যক্তিবিশেষে উন্নয়নের লক্ষ্য ভিন্ন হওয়ায় লক্ষ্যগুলো পরস্পর বিরোধীও হতে পারে। ফলে একজনের কাছে যা উন্নয়ন সেটা অন্যের কাছে উন্নয়ন না-ও হতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি মূল লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধি। তবে প্রতিটি মানুষই অধিক আয় ব্যতীত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাগত বিষয়কে উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়। এগুলো হলো সাম্য, স্বাধীনতা, সুরক্ষা, শান্তি, সম্প্রীতি, বৈষম্যহীনতা ইত্যাদি। তাই বলা যায়, উন্নয়নের জন্য মানুষ একাধিক মিশ্র লক্ষ্যের বাসনা করে। দেশের উন্নয়নের ধারণার সাথেও একাদিক চিন্তা-ভাবনা জড়িয়ে আছে। এ ধরনের একাধিক প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা করাই জাতীয় উন্নয়নের আলোচ্য বিষয়।

বিভিন্ন দেশ বা রাজ্যের মধ্যে উন্নয়নের তুলনা করতে আয়কে মাপদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টে মাথাপিছু আয়ের নিরিখে দেশওয়াড়ী উন্নয়ন পরিমাপ করা হয়। একটি দেশের মোট আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে গড় আয় পাওয়া যায়। গড় আয়কে মাথাপিছু আয়ও বলা হয়। মাথাপিছু আয়কে উন্নয়নের একমাত্র পরিমাপক হিসেবে ধরলে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। তাই ইউ এন ডি পি (United Nations Developement Programme) উন্নয়নের মাপদণ্ড হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সূচকসমূহও ব্যবহার করে। এই সংস্থা প্রতিবছর মানব উন্নয়ন রিপোর্ট নামক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এখানে মানব উন্নয়ন সূচকের (Human Development Index) মানের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলোর উন্নয়ন পরিমাপ করা হয় এবং দেশগুলোর উন্নয়নের নিরিখে ক্রমতালিকা প্রকাশ করা হয়। উন্নয়নের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে যে দেশগুলো সেগুলো ক্রমতালিকার উপরের দিকে থাকে। আর পিছিয়ে পড়া দেশগুলো থাকে নীচের দিকে।

মানবদেহের বয়স অনুসারে বিকাশ বা উন্নয়ন ঘটছে কিনা তা মেপে দেখা হয় বডিমাস ইনডেক্সের (সংক্ষেপে BMI) সাহায্যে। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা এই সূচকের সাহায্যে দেহে পুষ্টির উপস্থিতি পরিমাপ করেন। দেহের ওজন ও উচ্চতা মেপে এই সূচকের মান বের করা হয়। এখানে ওজনকে কেজিতে এবং উচ্চতার বর্গের দ্বারা ভাগ করতে হবে। ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটাই হবে বিএমআই। বয়সভেদে একজন ছাত্র-ছাত্রীর বিএমআই-এর স্বাভাবিক সীমা কত হবে তা বইয়ের শেষ দুই পাতাতে দেওয়া আছে। এখন একজন বিদ্যার্থীর বিএমআই স্বাভাবিক সীমার নীচে থাকলে বুঝতে হবে সে অপুষ্টিতে ভুগছে। আর বিএমআই স্বাভাবিক সীমার উপরে থাকলে বুঝতে হবে শিশুটির অতিরিক্ত পুষ্টি বা ওবেসিটির সমস্যা রয়েছে।

পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন বা স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকে আজকাল খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একে স্থিতিশীল উন্নয়ন বা সহনশীল উন্নয়ন বা টেকসই উন্নয়ন বলা হয়। উন্নয়নের বর্তমান ধরণ বা স্তর বজায় রাখতে গিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের আগ্রাসী ভোগ হতে থাকলে সেটা স্থিতিশীল উন্নয়ন হবে না। তাই উন্নয়নের সাথে সাথে নজর রাখতে হবে সম্পদের ব্যবহারও যাতে মাত্রাতিরিক্ত না হয়।

অনুশীলনী

GKwU cY ev‡K¨ DËi `vI t- gvb - 1

১) আর্থিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝ?

উঃ- সাধারণভাবে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি ঘটে তাকে উন্নয়ন বলে।

২) HDI-এর পুরো নাম কী?

উঃ- HDI-এর পুরোনাম হল Human Developnent Index.

৩) উন্নয়নের মুখ্য নির্ধারক গুলো কী কী?

৪) GDP কী?

৫) শিশুমৃত্যু হার কী?

৬) জাতীয় আয় কী?

৭) জাতীয় উন্নয়ন বলতে কী বোঝ?

৮) গড় আয় কী?

৯) উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের দেশগুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

১০) সরকারি ক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়?

১১) BMI নিরূপনের সূত্রটি লেখো।

১২) IMR কী?

১৩) 'সাক্ষরতার হার' বলতে কী বোঝ?

১৪) নিট উপস্থিতির হার কী?

১৫) মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ করে কোন সংস্থা?

১৬) মানব উন্নয়ন বলতে কী বোঝ?

১৭) মানব উন্নয়নের নির্ধারকগুলো কী কী?

১৮) সম্পূর্ণ নাম লেখো - PCI, P.D.S, BMI, UNDP

১৯) অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিরন্তন মাপকাঠি কোনটি?

mZ¨ ev wg_¨v †j‡Lv t- gvb - 1

১) উন্নয়ন হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

২) মাথাপিছু আয় হল উন্নয়নের একমাত্র নির্ধারক।

৩) বেকার ভাতা হস্তান্তর আয়ের উদাহরণ।

৪) মাথাপিছু আয় বেশি হলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে উন্নত দেশ বলা হয় না।

৫) কোনো দোকানের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বন্টন হল সরকারি সুবিধার উদাহরণ।

৬) হস্তান্তর পাওনা হল ভিক্ষুকের আয়।

৭) অন্তবর্তী দ্রব্যের মূল্যকে জাতীয় উৎপাদনে হিসেবে আনা হয়।

mwVK DËiwU evQvB K‡iv t

১) কোন দেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল -

ক) মাথাপিছু আয়, (খ) স্বাস্থ্য, (গ) গড় সাক্ষরতা, (ঘ) সবগুলো।

উঃ- কোনো দেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল - সবগুলো

২) World Development Report প্রকাশ করে যে সংস্থাটি -

(ক) বিশ্বব্যাঙ্ক, (খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, (গ) UNDP, (ঘ) IMF.

উঃ- World Development Report প্রকাশ করে UNDP নামক সংস্থাটি।

৩) সুস্থায়ী উন্নয়ন কীসের উপর গুরুত্ব দেয়?

(ক) জাতীয় আয়, (খ) প্রাকৃতিক সম্পদ, (গ) সাক্ষরতার অনুপাত, (ঘ) শিশুমৃত্যু হার।

৪) উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নির্দেশক হল -

(ক) আয়, (খ) লাভ, (গ) ব্যয়, (ঘ) কোনোটিই নয়।

৫) যে প্রক্রিয়ায় কোনো দেশের আয় বৃদ্ধি ঘটে -

(ক) উন্নয়ন, (খ) সম্প্রসারণ, (গ) প্রযুক্তি, (ঘ) মানব উন্নয়ন।

৬) মানব বিকাশ সূচকের মাপকাঠি হল -

(ক) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম সংস্থানের সুযোগ।

(খ) আয়, উৎপাদন, শিক্ষা।

(গ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়।

(ঘ) কোনোটিই নয়।

৭) ভারতের যে রাজ্য সর্বোচ্চ স্বাক্ষরতা রয়েছে -

(ক) অরুণাচল প্রদেশ, (খ) তামিলনাড়ু, (গ) কেরালা, (ঘ) দিল্লি।

wb¤wjwLZ ck¨‡jvi DËi `vI (cwZwU 60 wU k‡ãi g‡a¨) gvb - 3

১) "কোনো দেশের জাতীয় উন্নয়ন নির্ভর করে সেই দেশে সরকারি সুবিধা প্রাপ্তির সহজসভ্যতার উপর" - ব্যাখ্যা করো।

উঃ- যে কোন দেশের জাতীয় উন্নয়ন নির্ভর করে ওই দেশে জনগণের সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি কতটা সহজলভ্য তার উপর। যেমন -

ক) একটি দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হল পরিকাঠামো উন্নয়ন। সরকার সকলকে বিনামূল্যে অথবা স্বল্প দামে পথঘাট, সেতু, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি বুনিয়াদি চাহিদাগুলো পূরণ করবে।

খ) মানুষের মৌলিক চাহিদা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান বিনামূল্যে অথবা স্বল্পদামে সরকার সবার কাছে পৌঁছে দেবে।

গ) জাতীয় আয় সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে, যাতে প্রগতির সুফল সকলে ভোগ করে।

ঘ) পরিশেষে বলা যায় ধনীদের উপর কর বসিয়ে এবং দরিদ্রদের ভূর্তুকি দিয়ে আয় বন্টনের বৈষম্য দূর করা হবে।

২) দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

৩) বিশ্বব্যাঙ্ক মানব উন্নয়নসূচক পরিমাপ করতে যে মাপকাঠিগুলো ব্যবহার করে তার সাথে UNDP-এর ব্যবহৃত মাপকাঠির কী পার্থক্য রয়েছে?

৪) উন্নয়নের প্রেক্ষাপট স্থিতিশীলতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৫) তোমার চারপাশের বিষয়সমূহ থেকে পরিবেশ অবক্ষয়ের দুইটি উদাহরণ দাও।

৬) তোমার এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্য কী কী হওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো।

৭) আয় বৃদ্ধি আমাদের জীবনধারণের জন্য কেন প্রয়োজন?

৮) আয় ছাড়া অন্যান্য কোন কোন উপাদান আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন?

৯) কোন কোন বিষয়গুলো জাতীয় উন্নয়নের অন্তর্ভূক্ত?

১০) ভারতকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে গণ্য করা কতটা যুক্তি যুক্ত?

১১) তুমি কী মনে করো যে মাথাপিছু আয় উন্নয়নের প্রধান নির্ধারক?

Aa¨vq - 2

ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রসমূহ

আমাদের চারপাশে অনেক মানুষ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজ করে চলছে এই অর্থনৈতিক কাজকর্মগুলোকে গোষ্ঠীভুক্ত বা শ্রেণিবদ্ধ করা হয় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। এই গোষ্ঠী বা শ্রেণিকে ক্ষেত্রও বলা হয়। শ্রেণিবিন্যাস করার কাজটির একটি পদ্ধতি হল, কাজকর্মগুলো প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা। যখন প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তখন সেই ক্ষেত্রের কাজকে প্রাথমিক ক্ষেত্রের কাজ বলা হয়। যেহেতু অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভরশীল উৎপাদন আমরা কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ ও বনভূমি থেকে পাই তাই এই ক্ষেত্রকে কৃষি ও সম্বন্ধ যুক্ত ক্ষেত্রও বলা হয়। সে সকল উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দ্রব্যগুলোকে উৎপাদনকারী শিল্পসংস্থায় রূপান্তরিত করে অন্য দ্রব্যে পরিণত করা হয় সেগুলোকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্য বিভিন্ন শিল্প থেকে বের হয় বলে একে শিল্পক্ষেত্রও বলা হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে সহায়তা করে তৃতীয় ক্ষেত্রের কাজকর্মগুলো। এই ক্ষেত্রটিকে টার্সিয়ারি সেক্টর বা পরিসেবা ক্ষেত্র বা সেবাক্ষেত্রও বলা হয়। পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, যোগাযোগ, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, বাণিজ্য প্রভৃতি হলো তৃতীয় ক্ষেত্রের কাজকর্মের উদাহরণ। এই তিনটি ক্ষেত্রের কাজকর্ম পরস্পর নির্ভরশীল।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন হয়। এই উৎপাদন কাজে অনেক লোক কাজ করে। কোনো নির্দিষ্ট বছরে একটি দেশে এই তিনটি ক্ষেত্রে উৎপাদিত চুড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য থেকে সেই বছরে ক্ষেত্রগুলোর মোট উৎপাদন পাওয়া যায়। তিনটি ক্ষেত্রের উৎপাদনের সমষ্টি হলো দেশটির মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন। একে জিডিপি (Gross Domestic Product) বলে। জিডিপি হল একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের মধ্যে উৎপাদিত সব চুড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য। জিডিপির সাহায্যে বোঝা যায় অর্থনীতি কতটা বড়। সময়ের সাথে সাথে ভারতের মোট জিডিপিতে অর্থনীতির তিনটি ক্ষেত্রের অবদানে পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সময়ের সাথে সাথে অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলোর গুরুত্বেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থান উন্নয়নের প্রথমপর্বে প্রাথমিক ক্ষেত্রে বেশি হয়। পরবর্তী সময়ে মাধ্যমিক ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এরপর পরিষেবা ক্ষেত্রটি সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ভারতের ক্ষেত্রে চিত্রটা একটু ভিন্ন। ভারতে সবগুলো ক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়লেও তৃতীয় ক্ষেত্রের উৎপাদন সবচাইতে বেশি বেড়েছে এবং জিডিপিতে তৃতীয় ক্ষেত্রের অবদান লাফ দিয়ে অনেকটা বেড়ে গেছে একইসাথে দেখা যায়, ভারতের জিডিপিতে সিংহভাগ অবদান সেবাক্ষেত্রের হলেও প্রাথমিক ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষের সংখ্যা এখনও অনেক বেশি। তাই কৃষিতে অর্ধবেকার ও ছদ্মবেশী বেকারত্বের উপস্থিতি বেশি। এদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি। এই সমস্যা নিরসনে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন-২০০৫ প্রণয়ন করা হয়।

কাজের প্রকৃতি অনুসারে অর্থনৈতিক কাজকর্মকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো — সংগঠিত ক্ষেত্র ও অসংগঠিত ক্ষেত্র। ভারতের অধিকাংশ লোকই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করছে। এই বিরাট অংশের শ্রমজীবী মানুষের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। মালিকানার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কাজকর্মকে শ্রেণি বিভাগ করা যায়। এই ক্ষেত্র দুইটি হল - সরকারি ক্ষেত্র ও

বেসরকারি ক্ষেত্র। সরকারি ক্ষেত্রের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পদের মালিক হল সরকার এবং সরকার সমস্ত পরিসেবা প্রদান করে। অপরদিকে, বেসরকারি ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা ও সেবা সরবরাহের দায়িত্ব কোনও এক ব্যক্তি বা বেসরকারি কোম্পানির হাতে ন্যস্ত থাকে। বেসরকারী ক্ষেত্রের কাজকর্ম সাধারণত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। তাই নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুশীলনী

GKwU cY ev‡K¨ DËi `vI t- gvb - 1

১) প্রাথমিক ক্ষেত্র কি?

উঃ- মানুষ প্রকৃতি থেকে যখন সরাসরি সম্পদ আহরণ করে কিংবা প্রকৃতির বুকে সম্পদ উৎপাদন করে, অর্থনীতির সেই ক্ষেত্রকে প্রাথমিক ক্ষেত্র বলে।

২) প্রাথমিক ক্ষেত্রের দুটি উদাহরণ দাও।

উঃ- কৃষি কাজ ও খনিজ সম্পদ আহরণ হল প্রাথমিক ক্ষেত্রের উদাহরণ।

৩) অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বলতে কে বোঝায়?

৪) মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো কী কী?

৫) প্রারম্ভিক অবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রধান ক্ষেত্র কী ছিল?

৬) GDP পরিমাপ করার জন্য কোন ধরনের দ্রব্য ও সেবার মূল্য হিসাব করা হয়?

৭) মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদন কী?

৮) অর্ধবেকার বলতে কী বোঝ?

৯) MGNREGA কী?

১০) বেসরকারি ক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়?

১১) একটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের উদাহরণ দাও।

১২) TISCO পুরো নাম কী?

১৩) MGNREGA একটি উদ্দেশ্য লেখো।

১৪) ভারতে কবে নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়?

১৫) কোন ক্ষেত্রটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্র দুটির উন্নয়নে সাহায্য করে?

mwVK DËiwU evQvB K‡iv t

১) একটি দ্রব্যের উৎপাদন মূলত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলে সেটা নীচের কোন ক্ষেত্রটির কাজকর্ম হবে -

(ক) প্রাথমিক, (খ) মাধ্যমিক, (গ) তৃতীয়, (ঘ) তথ্য প্রযুক্তি।

উঃ- একটি দ্রব্যের উৎপাদন মূলত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলে ক্ষেত্রটির কাজকর্ম হবে প্রাথমিক ক্ষেত্রের কাজ।

২) ক্ষেত্রসমূহকে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে শ্রেণি বিন্যাস করা হয় -

(ক) কর্মসংস্থানের শর্তে, (খ) আর্থিক ক্রিয়াকর্মের প্রকৃতিতে,

(গ) উদ্যোগে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে, (ঘ) উদ্যোগের মালিকানায়।

উঃ- ক্ষেত্র সমূহকে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে শ্রেণি বিন্যাস করা হয় - উদ্যোগের মালিকানায়।

৩) ভাররে প্রধান অর্থনৈতিক কাজকর্ম হল-

(ক) শিল্প, (খ) কৃষি, (গ) সেবা, (ঘ) কোনোটিই নয়।

৪) তৃতীয় ক্ষেত্রের অপর নাম -

(ক) সরকারি ক্ষেত্র, (খ) বেসরকারি ক্ষেত্র, (গ) সেবাক্ষেত্র, (ঘ) সংগঠিত ক্ষেত্র।

৫) প্রাথমিক কাজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়-

(ক) খনির কাজ, (খ) কৃষি কাজ, (গ) তাঁতের কাজ, (ঘ) মাছ ধরা।

৬) সেবা ক্ষেত্রের উদাহরণ -

(ক) উদ্যান পালন, (খ) বাসন তৈরি, (গ) দুগ্ধ শিল্প, (ঘ) গুদাম ঘর।

৭) অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্র হল -

(ক) ২ টি, (খ) ৩ টি, (গ) ৪ টি, (ঘ) ৫ টি।

৮) নগদ শস্য হল -

(ক) ধান, (খ) গম, (গ) পাট, (ঘ) আলু।

৯) জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থার নিশ্চয়তা আইন প্রবর্তিত হয় -

(ক) ১৯৯০ সালে, (খ) ২০০২ সালে, (গ) ২০০৪ সালে, (ঘ) ২০০৫ সালে।

১০) বেসরকারি ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত হল -

(ক) SAIL, (খ) TISCO, (গ) WEBEL, (ঘ) LICI

১১) MGNREGA অনুসারে কর্ম নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় -

(ক) ১৫০ দিন, (খ) ৩৬৫ দিন, (গ) ১০০ দিন, (ঘ) ২০০ দিন।

১২) প্রাথমকি ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত হল -

(ক) কৃষিকাজ, (খ) দুগ্ধ উৎপান, (গ) খনি, (ঘ) বস্ত্রবয়ন।

১৩) ভারতে সর্বাধিক কর্মনিযুক্তি ঘটে -

(ক) প্রাথমিক ক্ষেত্রে (খ) মাধ্যমিক ক্ষেত্রে, (গ) সেবা ক্ষেত্রে, (ঘ)তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র।

১৪) মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত হল -

(ক) খনিজ সম্পদ আহরণ, (খ) যন্ত্রাংশ নির্মাণ,

(গ) বনজ সম্পদ আহরণ, (ঘ) পশুপালন।

kY¨¯vb cib K‡iv t- gvb - 1

১) ________ ক্ষেত্রের শ্রমিকরা দ্রব্য উৎপাদন করেনা। (সেবা / কৃষি)

উঃ- সেবা ক্ষেত্রের শ্রমিকরা দ্রব্য উৎপাদন করেনা।

২) ________ ক্ষেত্র অন্য সকলক্ষেত্রের উৎপাদনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। (কৃষি / শিল্প)

৩) তিনটি ক্ষেত্রের কাজকর্ম ________। (নিরপেক্ষ / পরস্পর নির্ভর)

৪) স্বল্পনিযুক্তির সমস্যা বেশি দেখা যায় ________ ক্ষেত্রে। (প্রাথমিক / মাধ্যমিক)

৫) ২০১৩-১৪ বর্ষে ________ ক্ষেত্রটি ভারতের বৃহত্তম উৎপাদনকারী ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভুত হয়েছে। (প্রাথমিক / তৃতীয়)

৬) সংগঠিত ক্ষেত্রে ________ বেকারত্ব দেখা যায়। (উন্মুক্ত / প্রচ্ছন্ন)

৭) ________ ক্ষেত্রের অধিকাংশ শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ভোগ করে। (সংগঠিত / অসংগঠিত)

৮) শিক্ষক, অধ্যাপক হলেন ________ ক্ষেত্রের কর্মী। (সংগঠিত / অসংগঠিত)

৯) ________ হল তৃতীয় বা পরিসেবা ক্ষেত্র। (বস্ত্র উৎপাদন / রেলপরিবহন)

১০) প্রয়োজনের তুলনায় উদ্ধৃত্ত শ্রমিকদের উপস্থিতির ফলে সৃষ্টি হয় — বেকার। (প্রচ্ছন্ন / কাঠামোগত)।

wb¤œwjwLZ ck¸‡jvi DËi `vI (cÖwZwU 100 wU k‡ãi g‡a¨) t gvb - 5

১) তুমি কী মনে করো ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা ভারতীয় অর্থনীতিকে দূর্বল করেছে- যুক্তি দেখাও।

উঃ- স্বাধীনতার পরবর্তী দশকগুলোতে ভারতের অর্থনীতি মূলত সরকারি ক্ষেত্রের সাফল্যের উপর নির্ভর ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সরকারি ক্ষেত্রের দূর্বলতা প্রকট হয়। ফলে ভারতীয় অর্থনীতিও ভঙ্গুর অবস্থায় এসে পড়ে এর কারণগুলো হল -

ক) সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করতে পারেনি। ফলে সরকারি সংস্থাগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পায়, যা অর্থনীতির উপর কুপ্রভাব ফেলে।

খ) ভারতে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নে বিলম্ব ঘটানো হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়নি। নির্দিষ্ঠ সময়ে উৎপাদন না হাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ব্যর্থ হয়।

গ) শ্রমশক্তি ও সময়ের অপব্যয়, স্বজন পোষন, ঘুষ কান্ড, সরকারি সম্পত্তি চুরি, অর্থ নয়ছয় ইত্যাদির কাজের ফলে সরকারি ক্ষেত্র আশানুরূপ সাফল্য পায়নি।

ঘ) দূর্বল ও অদক্ষ পরিচালনা প্রশাসন ও শ্রমিকদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন বজায় থাকার ফলে দ্রুত ও জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। যা সরকারি ক্ষেত্রকে দূর্বল করেছে।

সর্বশেষে বলা যায় প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা আরও মজবুত করে তুলতে পারলে এবং কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে তবেই সরকারি সংস্থা লাভ দেখবে এবং ভারতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।

২) অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সুরক্ষার্থে সরকারের কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো?

৩) ২০০৫-এর MGNREGA রূপায়নের উদ্দেশ্য গুলো ব্যাখ্যা কর।

৪) সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

৫) অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা শোষিত হয় - এই বক্তব্যের সঙ্গে তোমার মত কী? যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করো?

৬) অন্তবর্তী দ্রব্য ও চুড়ান্ত দ্রব্য কী? অন্তবর্তী দ্রব্য ও চুড়ান্ত দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য করো।

৭) বেকারত্ব বলতে কী বোঝ? উন্মুক্ত বেকারত্ব ও ছদ্মবেশি বেকারত্বের মধ্যে পার্থক্য কী?

৮) ভারতীয় অর্থনীতিতে সাম্প্রতিককালে তৃতীয় ক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণগুলো আলোচনা করো।

৯) কীভাবে সরকারি ক্ষেত্র একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে, ব্যাখ্যা করো।

১০) অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে কয়টি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায় ও কী কী?

Aa¨vq - 3

A_ I FY

এই অধ্যায়ে আমরা যা জেনেছি ঃ-

আমরা প্রতিদিন অনেক দ্রব্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করি। এসব লেনদেনে অর্থ বা টাকা ব্যবহার করা হয়। প্রাচীনকালে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে পণ্যের বদলে পণ্য লেনদেন হত। তখন আধুনিক টাকার ব্যবহার ছিল না। দ্রব্য বিনিময় প্রথার অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। তাই পরবর্তী সময়ে অর্থ বা টাকা বিনিময় প্রথার মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে এই সীমাবদ্ধতা দূর করেছে। আগে স্বর্ণ, রূপা ও তামার ধাতু দিয়ে তৈরি মুদ্রার প্রচলন ছিল। পরবর্তী সময়ে অর্থের রূপের পরিবর্তন হয়েছে এবং আধুনিক রুপি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আর অর্থের আধুনিক রূপ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। আমানতকারীরা জমানো টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয়। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের ঋণের প্রয়োজন মিটাতে আমানতকে ব্যবহার করে। ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদ নেয়। আবার ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে সুদ দেয়। ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ পায় তার চাইতে কম হারে আমানতাকীকে সুদ দেয়। সুদের হারের এই পার্থক্যের জন্য ব্যাঙ্কের তহবিলে কিছু টাকা জমে যা ব্যাঙ্কের আয়ের প্রধান উৎস।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের জন্য ঋণের প্রয়োজন হয়। ঋণের ভাল ও মন্দ উভয় দিক রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ঋণ আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ঋণ ঋনাত্বক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয় ঋণগ্রহীতাকে। এক্ষেত্রে ঋণ ব্যক্তিকে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলে।

ঋণের দুইটি প্রধান উৎস হল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস। ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলো হল প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎস। অপরদিকে বড় ব্যবসায়ী ও জমিদাররা হল অপ্রতিষ্ঠানিক ঋণের উৎস। প্রতিষ্ঠানিক ঋণের তুলনায় অপ্রতিষ্ঠানিক ঋণে সুদের হার বেশি হয়। তাই অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনেক বেশি ব্যয়বহুল ও ঝুকিপূর্ণ হয়। প্রতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলো দেশের সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এখনও পৌঁছায়নি। ফলে দেশের ধনী পরিবারগুলো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে সহজে ঋণ নেয়। অপরদিকে গরিবদের ঋণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এ ধরনের ঋণের দায়ে তাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়। ক্রমে তারা ঋণের দুষ্ট জালে জড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে প্রতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া খুবই প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের আরও বেশি অংশ যাতে গরিব মানুষ পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই ঋণ দেয় ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলো। দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে এই পদক্ষেপ খুবই জরুরি।

অনুশীলনী

cY ev‡K¨ DËi `vI t- gvb - 1

১) 'টাকা' কী?

উঃ- টাকা হল এমন একটি বস্তু যা লেনদেনের সময় বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হয়।

২) 'চেক' কী?

উঃ- চেক হল ব্যাংকের উপর আমানতকারীর কাগজে নির্দেশ তাতে যে টাকা তাতে লেখা থাকবে সেই টাকা, যার নামে লেখা থাকবে তাকে দেওয়ার জন্য।

৩) অর্থের আধুনিক রূপ কোনটি?

উঃ- অর্থের আধুনিক রূপ হল নোট ও আমানত।

৪) প্রাচীনকালে ভারতীয়রা বিনিময় মাধ্যম হিসাবে কী ব্যবহার করত?

৫) 'আমানত' কী?

৬) ক্রেডিট (ঋণ) কী?

৭) 'আমানতকারী' কাদের বলা হয়?

৮) 'মহাজন' কাদের বলা হয়?

৯) 'বন্ধক' কী?

১০) একটি প্রাতিষ্টানিক ঋণ ক্ষেত্রের নাম লেখো।

১১) একটি অপ্রাতিষ্টানিক ঋণ ক্ষেত্রের নাম লেখো।

১২) 'ব্যয় বহুল ঋণ' বলতে কী বোঝ?

১৩) 'ঋণগ্রহীতা' কাদের বলা হয়?

১৪) 'সমবায় সমিতি' কাদের নিয়ে গড়ে ওঠে?

১৫) স্বসহায়ক দলের সঞ্চয় ও ঋণ সংক্রান্ত অধিকাংশ সিদ্ধান্ত কারা নেন?

mwVK DËiwU evQvB K‡iv t gvb - 1

১) বিনিময় প্রথায় পণ্যের বদলে লেনদেন হয় -

(ক) টাকা, (খ) পণ্য, (গ) টাকা ও পণ্য।

উঃ- বিনিময় প্রথায় পণ্যের বদলে লেনদেন হয় - পণ্য।

২) কাগজের নোট প্রচলন করে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে -

(ক) গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (খ) স্টেট ব্যঙ্ক, (গ) রিজার্ভ ব্যঙ্ক।

উঃ- কাগজের নোট প্রচলন করে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে - রিজার্ভ ব্যঙ্ক।

৩) ভারতের কোনো ব্যাক্তি আইনত টাকার মাধ্যমে মূল্য প্রদান করলে -

(ক) অস্বীকার করতে পারে, (খ) অস্বীকার করতে পারে না,

(গ) ইচ্ছাধীন।

উঃ- ভারতের কোনো ব্যাক্তি আইনত টাকার মাধ্যমে মূল্য প্রদান করলে তা অস্বীকার করতে পারে না।

৪) ঋণের শর্তগুলো বিভিন্ন ঋণ বিন্যাসের ক্ষেত্রে -

(ক) একই রকম হয়, (খ) বিভিন্ন রকম হয়, (গ) স্থানীয় ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে।

৫) অর্থের আধুনিক রূপ হল -

(ক) নোট ও আমানত, (খ) ঋণ গ্রহীতাগণ, (গ) ব্যাঙ্ক।

৬) সঞ্চিত টাকা জমা রাখার উপায় হল -

(ক) ব্যাঙ্ক, (খ) মহাজন, (গ) বিনিয়োগ।

৭) ব্যাঙ্ককে কিছু নগদ টাকা জমা রাখতে হয় -

(ক) সরকারের কাছে, (খ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে, (গ) সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে।

৮) প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলো গ্রামীণ পরিবারগুলোর প্রয়োজনীয় মোট ঋণের -

(ক) ৯০ শতাংশ পূরণ করতে পারে, (খ) ৭০ শতাংশ পূরণ করতে পারে,

(গ) ৫০ শতাংশ পূরণ করতে পারে।

bx‡Pi evK¨¸‡jv mZ¨ ev wg_¨v †j‡Lv t- gvb - 1

১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লক্ষ্য রাখে যাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো কেবলমাত্র মুনাফা করছে এমন ব্যবসায়ী ও কারবারিদের ঋণ না দেয়।

উঃ- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লক্ষ্য রাখে যাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো কেবলমাত্র মুনাফা করছে এমন ব্যবসায়ী ও কারবারিদের ঋণ না দেয়। (সত্য)

২) অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণতাদার ঋণ সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর।

উঃ- অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণতাদার ঋণ সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (মিথ্যা)

৩) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দাতার সুদের হার বেশি অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দাতার চেয়ে।

৪) নিয়োগকারী ব্যক্তি অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসের অন্তর্ভূক্ত।

৫) ক্ষুদ্রচাষীরা সরাসরি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকেও ঋণ নিতে পারেন।

৬) বিভিন্ন টাকার নোট ছাপায় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি।

৭) ব্যাঙ্ক ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বন্ধকের দরকার হয়।

৮) শহরের গরিব অংশের মানুষদের ৮৫ শতাংশ ঋণই আসে অপ্রাতিষ্টানিক ঋণের উৎস থেকে।

৯) ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণের কাজকর্ম কে তত্ত্বাবধান করে।

১০) ভারতের ব্যাঙ্কগুলো তাদের কোষাগারে জমা আমানতের প্রায় ৮৫% নগদ হিসাবে হাতে রাখে।

120 k‡ãi g‡a¨ c‡kvËi t- gvb - 5

১) অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলো কী কী? এর কয়েকটি অসুবিধা উল্লেখ করো।

উঃ- অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋনের উৎস ঃ এক্ষেত্রে উৎসগুলো হল - মহাজন, জমিদার, ব্যবসায়ীগণ, বন্ধুবর্গ, চাকুরিজীবি, পরিজন প্রভৃতি।

এর অসুবিধা ঃ- (ক) সুদের হার অধিক হয় এবং ঋণ গ্রহীতারা ঋণের ফাঁদে পড়ে যায়। (খ) যথা সময়ে সুদ পরিশোধ করতে না পারলে চক্রবৃদ্ধি হারে তা বাড়তে থাকে। (গ) অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন সংস্থা নেই। (ঘ) ঋণদাতাগণ অনেক সময় তাদের ইচ্ছামতো ঋণের শর্ত আরোপ করে। (ঙ) অনেক সময় সুদের পরিমাণ আসল ঋণ থেকে বেশি হয়। (চ) পুরোনো ঋণ শোধ করতে না পেরে অনেক সময় চড়া সুদে আবার ঋণ নিতে বাধ্য হয়। (ছ) ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁদের জমি, বাড়ি, অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করতে হয়, এমনকি নিজেরাও বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য হয়। (জ) ঋণ গ্রহীতারা ব্যবসা, কৃষি বা যে উদ্দেশ্য ঋণ গ্রহণ করে তা আর করা হয়ে ওঠে না।

তবে আমাদের দেশে বর্তমানে এই ধরনের কার্যকলাপ রোধে আইন বলবৎ রয়েছে।

২) তুমি কী মনে করো যে বিনিময়কে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার পরিবর্তে টাকার ব্যবহার অধিকতর সহজ হয়েছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৩) চাহিদা আমানত বলতে কী বোঝ? এর সুবিধাগুলো আলোচনা করো।

৪) 'ঋণের ফাঁদ' বলতে কী বোঝ? একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও সুদের হারের পার্থক্য কীভাবে ব্যঙ্কের আয়ের উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়।

৫) যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে দাও ভারতে ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোকে কেন সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন?

৬) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ কী? কেন রিজার্ভব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

৭) সমবায় সমিতি কী? কিভাবে সমবায় সমিতিগুলো বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ঋণ দানের কাজ করে?

৮) 'চেক' কি? চেকের মাধ্যমে লেনদেন নগদে লেনদেন অপেক্ষা কীভাবে সহজতর ব্যাখ্যা করো।

৯) ভারতীয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলোর ভূমিকা কতটা কার্যকরি বলে তুমি মনে করো?

১০) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পরিষেবার শর্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পরিসেবার শর্তসমূহের মধ্যে কোন পরিসেবার শর্ত ভালো বলে তুমি মনে করো?

১১) স্বসহায়ক দলের গঠন কীভাবে হয়? কীভাবে এই দল কাজ করে?

Aa¨vq - 4

wekvqb I fvivZxq A_bxwZ

এই অধ্যায়ে আমরা যা জানলাম ঃ

পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে ও বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া হল বিশ্বায়ন। এই অধ্যায়ে মূলত বহুজাতিক সংস্থার হাত ধরে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিগুলোর মধ্যে কিভাবে সংযোগ সাধিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিশ্বায়নকে অনুধাবন করা হয়েছে। আর এই সংযোগ প্রক্রিয়াটি ঘটছে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে অধিকতর বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের আদান প্রদানের মাধ্যমে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অতীতেও তুলনায় বর্তমানে বেশি পরিমাণে দ্রব্য ও সেবা, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির চলাচল হচ্ছে। দেশগুলো একে অপরের আরও কাছে চলে এসেছে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করার পেছনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিক্ষেত্র। সংক্ষেপে একে আইটি সেক্টর বলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহজে ও সুলভে পরিসেবার উপাদানকে এক দেশ থেকে অপর দেশে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলছে। এছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগে উদারীকরণ নীতি চালু হওয়ায় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাড়তিগতি পায়। বৈদেশিক বাণিজ্যে ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার আরোপিত বিধিনিষেধ অথবা প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে উদার বাণিজ্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে অর্থনীতির উদারিকরণ বলা হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) উন্নয়নশীল দেশগুলোকে চাপ দিচ্ছে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদারিকরণ নীতি চালু করার জন্য। উন্নত দেশগুলোর সুবিধা করে দিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এই ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

বিশ্বায়নের ভাল ও মন্দ উভয় দিকই রয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে ধনী ভোক্তারা এবং দক্ষ, শিক্ষিত ও সম্পদশালী উৎপাদকরাই লাভবান হয়েছে। অপরদিকে বিশ্বায়নের ক্রমবর্দ্ধমান অসম প্রতিযোগিতার কারণে অনেক ছোট উৎপাদক ও শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর অর্থ হল বিশ্বায়নের সুফল সবার কাছে পৌঁছায়নি। বিশ্বায়নের সুফল সবার মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করার জন্যই ন্যায়সঙ্গত বিশ্বায়নের কথা বলা হচ্ছে।

অনুশীলনী

cYev‡K¨ DËi `vI t- gvb - 1

১) 'বিশ্বায়ন' কী?

উঃ- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দ্রুত সংহতি সাধনকেই একবাক্যে বিশ্বায়ন বলে।

২) GATT এর সম্পূর্ন নাম কী?

উঃ- GATT এর সম্পূর্ণ নাম হল General Agreement on Tariffs and Trade.

৩) উদারিকরণ কাকে বলা হয়?

উঃ- বাণিজ্যের বিধিনিষেধ বা প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার প্রক্রিয়াটিকে উদারিকরণ বলা হয়।

৪) 'ভোক্তা' কাদের বলা হয়?

৫) বহুজাতিক সংস্থা কী?

৬) 'দক্ষশ্রমিক' বলতে কী বোঝ?

৭) বৈদেশিক বিনিয়োগ কী?

৮) বিশ্বায়নের একটি সুবিধা উল্লেখ করো।

৯) বিশ্বায়নের একটি অসুবিধা উল্লেখ করো।

১০) 'প্রযুক্তি' কী?

১১) কখন ভারতের শিল্পনীতির সুদূর প্রসারী পরিবর্তন করা হয়েছিল?

১২) WTO এর সম্পূর্ন নাম কী?

১৩) "বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' বলতে কী বোঝ?

১৪) 'শ্রম আইনের নমীনয়তা' বলতে কী বোঝ?

১৫) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা এর মূল লক্ষ্য কী?

১৬) 'কোটা' (Quotas) কী?

১৭) 'আমদানী কর' বলতে কী?

১৮) আই.টি. এর সম্পূর্ণ নাম কী?

mwVK DËi evQvB t- gvb - 1

১) _____ কোম্পানীগুলো বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। (বিদেশি/ বহুজাতিক)

উঃ- বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

২) ভারতের জিডিপি-র একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হল _____। (কৃষি / সরকারী ক্ষেত্র)

উঃ- ভারতের জিডিপি-র একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হল কৃষি।

৩) বিগত কয়েকবছরে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি ও গণ বিক্ষোভ প্রদর্শন বাণিজ্য সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো _____। (প্রভাবিত করতে পারেনি / প্রভাবিত করেছে)

৪) প্রতিযোগিতার ফলে অধিকাংশ নিয়োগকর্তা শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে _____। (নমনীয়তা বজায় রাখেন / নমনীয়তা বজায় রাখেননি।)

৫) _____ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র উৎপাদক এবং শ্রমিকদের বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। (বিশ্বায়ন/ GATT)

৬) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করে তাদের প্রথম পাঁচ বছর _____। (বিশেষ কর দিতে হয় / কোনো কর দিতে হয়না।)

৭) বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বিগত ২০ বছরে ভারতে তাদের বিনিয়োগ _____। (কমিয়েছে / বাড়িয়েছে)

৮) উদারিকরণের ফলে ব্যবসায়ীগণের পক্ষে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া _____। (সহজ হয় / আরো কঠিন হয়)

৯) বানিজ্যে বাধা আরোপের একটি উপায় হল _____। (রপ্তানী কর / আমদানী কর)

১০) ফোর্ড মোটরস কোম্পানী গড়ে ওঠে _____। (ভারতে / আমেরিকার)

১১) বৈদেশিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশের বাজারের মধ্যে _____।

(দ্রব্য নির্বাচন করে / যোগসূত্র স্থাপন করে)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ- মান - ৩

১) ভারতের নতুন শিল্পনীতিতে (১৯৯১ খ্রীঃ) কী রূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো?

উঃ- ১৯৯১ খ্রিঃ ভারতীয় শিল্পনীতি ঃ- (ক) বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর আরোপিত বাধা নিষেধ অনেকটাই তুলে নেওয়া হয়েছিল। (খ) ভারতে বিদেশি প্রযুক্তি প্রবেশের পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল। (গ) ভারতীয় উদ্যোক্তাদের অনেক সুবিধা প্রদান করে বিশ্বের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। (ঘ) সরকারি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক কোম্পানীগুলোকে ভারতে শিল্প স্থাপনে সাহায্য করা হয়েছিল। (ঙ) একচেটিয়া ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসা আইনের ১০০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া হয়েছিল ইত্যাদি।

২) বিশ্বায়নের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

৩) একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখাও যে বিশ্বায়ন ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল?

৪) কয়েকটি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে শ্রম আইনের নমনীয়তা কোম্পানীগুলোকে সাহায্য করেছিল?

৫) বিশ্বায়নের প্রভাব সর্বত্র সমানভাবে না পড়ার তিনটি প্রধান কারণ উল্লেখ করো।

৬) বিশ্বায়নের ক্ষতিকারক দিগগুলো আলোচনা করো।

৭) ন্যায় সঙ্গত বিশ্বায়নের জন্য কী ধরনের সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

৮) ভারতে বিশ্বায়নের যে কোন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আলোচনা করো।

৯) বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ঠ করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি পদক্ষেপ উল্লেখ করো।

১০) উদারিকরণ বলতে কি বুঝ? ভারতে এর কয়েকটি বানিজ্যিক সুবিধা উল্লেখ করো।

১১) বিশ্বায়নের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কারণ উল্লেখ করো।

১২) বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

১৩) বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কীভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উৎপাদক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে?

Aa¨vq - 5

ভোক্তা অধিকার

প্রত্যেক বাজার ব্যবস্থায় দুই ধরনের লোক থাকে — উৎপাদক, বিক্রেতা এবং ক্রেতা। উৎপাদক ভোক্তার জন্য দ্রব্য ও পরিসেবা উৎপাদন করে। ভোক্তা উৎপাদক ও বিক্রেতার কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে ওই দ্রব্য ও পরিসেবা ক্রয় করে।

ভোক্তা অধিকারকে এমন একটি আইন বলা যায় যা কোনো দ্রব্য বা পরিসেবার পরিমাণ, গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্ষমতা, মূল্য ও তার মান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অধিকারকে প্রতিনিধিত্ব করে, যাতে ভোক্তা সব ধরনের অন্যায় ব্যবসার থেকে সুরক্ষিত থাকে। ভোক্তা অধিকার বিল প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তার অধিকারকে সুরক্ষিত রাখে এবং সমর্থন করে। ভোক্তা অধিকারের এই অধ্যায়ে বলা হয়, যে কোনও ভোক্তাকে বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এবং যদি কোনও ভোক্তা মনে করে যে তার যে কোনও অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে, তাহলে সে পণ্য উৎপাদক, বিক্রেতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে।

জাতি সংঘের নির্দেশিকা অনুসারে ভোক্তাদের আটটি মৌলিক অদিকার রয়েছে। অধিকারগুলো হলো —

১) **নিরাপত্তার অধিকার —**

ভোক্তাদের জীবন ও স্বাস্থের জন্য বিপজ্জনক উৎপাদনে, পণ্য, পরিসেবা এবং প্রক্রিয়াগুলোর বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়া উচিত।

২) **অবহিত হওয়ার অধিকার বা (তথ্য জানার অধিকার)**

কোনো পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পছন্দ বা নির্বাচনের করার সময় ভোক্তাদের বৈধ তথ্য দেওয়া উচিত এবং লেভেলিং, অসততা এবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করা উচিত।

৩) **নির্বাচন করার অধিকার -**

বিভিন্ন ধরনের পণ্যের মধ্য হতে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভোক্তাদের ভালো মানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনের অনুমতি দেওয়া উচিত।

৪) **শোনার অধিকার -**

পণ্য ও পরিসেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভোক্তাদের স্বার্থ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং এই জন্য নীতিমালা তৈরি করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫) **মৌলিক চাহিদা সন্তুষ্টির অধিকার -**

পরিসেবা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, আশ্রয়, পোষাক, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ভোক্তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার পেতে হবে।

৬) **নিবারণের অধিকার বা (প্রতিকার পাওয়ার অধিকার) -**

ভোক্তাদের ন্যায্য বন্দোবস্ত পাওয়া উচিত এবং এর মধ্যে রয়েছে ভুল উপস্থাপনা বা অসন্তুষ্ট সেবা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ।

৭) **ভোক্তা শিক্ষার অধিকার -**

পণ্য ও পরিসেবা এবং ভোক্তার অধিকার এবং সেই অধিকারগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী এবং অবগত হওয়ার জন্য ভোক্তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে।

৮) **একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার -**

ভোক্তাদের এমন পরিবেশ প্রদান করা উচিত যেখানে তারা বসবাস করতে পারে এবং কাজ করতে পারে। পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যা হুমকি স্বরূপ নয় এবং ভোক্তাদের বর্তমান কল্যাণে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যত্নবান হয়।

ভারতে ভোক্তারা প্রায়ই শোষণের শিকার হয়। এর কারণগুলো হলো —

১) **সীমিত তথ্য ঃ**

ভারত একটি মিশ্র অর্থনীতির দেশ হওয়ায় উপাদকরা প্রায় অবাধে তার পছন্দের জিনিস তৈরি করতে পারে। নির্দিষ্ট পণ্য সম্পর্কে সীমিত তথ্য থাকায় বা সঠিক তথ্য না থাকায় ভোক্তারা পণ্য নির্বাচনে ভুল করতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়।

২) **সীমিত সরবরাহ ঃ**

সীমিত যোগান বা সরবরাহের ঘাটতির কারণ দেখিয়ে বিক্রেতারা প্রায়ই ভোক্তাদের কাছে অধিক দামে পণ্য বিক্রয় করে থাকে এবং এতে করে ভোক্তারা শোষণের শিকার হয়।

৩) **নিরক্ষরতা ঃ**

ভোক্তা শোষণের অন্যতম একটি কারণ হল অশিক্ষা বা নিরক্ষরতা। এটি সরাসরি ভোক্তাদের প্রভাবিত করে কারণ পণ্য সম্পর্কে তাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় তার শোষিত হয়।

৪) **সীমিত প্রতিযোগীতা ঃ**

বিক্রেতার কোনো পণ্যের উপর একচেটিয়া প্রভাব থাকলে সে পণ্যটিকে অন্য বিক্রেতার কাছে পৌঁছতে দেয় না এবং ভোক্তাদের কাছে মর্জি মতো দাম ধার্য করে। ফলে ভোক্তারা শোষণের শিকার হয়।

ভোক্তা আন্দোলন ঃ

সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অনৈতিক এবং অন্যায় বাণিজ্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে ভারতে একটি "সামাজিক শক্তি" হিসেবে ভোক্তা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তাই ভারত সরকার ১৯৮৬ সালে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিল এবং এটি হল "ভোক্তা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬" — ইহা কোপরা (COPRA) নামে পরিচিত।

ভারতে ভোক্তা আন্দোলন বিভিন্ন সংগঠন গঠনের দিকে পরিচালিত করেছে যা "ভোক্তা ফোরাম" বা "ভোক্তা সুরক্ষা পরিষদ" নামে পরিচিত। ভোক্তারা আদালতে কীভাবে মামলা দায়ের করবেন সে বিষয়ে তারা ভোক্তাদের নির্দেশনা দেয়।

কোপরা (COPRA) হল জেলা, রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় স্তরের একটি ত্রিস্তরীয় আইনি ব্যবস্থাপনা যা ভোক্তাদের অভাব অভিযোগ নিস্পত্তি করার জন্য গঠন করা হয়েছিল।

- জেলা ফোরাম (জেলা স্তরীয় আদালত) ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাবির সাথে জড়িত মামলাগুলো নিয়ে কাজ করে।
- রাজ্য ফোরাম (রাজ্যস্তরীয় আদালত) ২০ লক্ষ টাকা হতে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত দাবির সাথে জড়িত মামলাগুলো নিস্পত্তি করে।

- রাষ্ট্রীয় ফোরাম (রাষ্ট্র স্তরীয় আদালত) ১ কোটি টাকার বেশি দাবির সাথে জড়িত মামলাগুলো নিষ্পত্তি করে।

ভারতে ২৪শে ডিসেম্বরকে 'রাষ্ট্রীয় ভোক্তা' দিবস হিসেবে পালন করা হয়। যদিও ২৫ বছর পূর্বেই ভারতে কোপরা (COPRA) চালু হয়েছিল তবু ভোক্তা সচেতনতার বিষয়টি খুব ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ভোক্তা আন্দোলনের দ্রুত প্রক্রিয়ার জন্য আমাদের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রচেষ্টা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

বিঃদ্রঃ -

- ২০০৫ সালে "জাগো গ্রাহক জাগো" নামক একটি ভোক্তা সচেতনতামূলক প্রকল্প ভারত সরকার কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছিল।
- Bureau of Indian Standards (BIS) হল ভারতের জাতীয় গুণমান নির্ধারক সংস্থা। যা বিভিন্ন ধরনের 'লগো' এবং শংসাপত্র, ভোক্তাদের দ্রব্য এবং সেবাকার্য ক্রয় করার সময় গুণগতমানের নিশ্চয়তা পেতে সাহায্য করে।
- আগমার্ক (Agmark) হল ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর গুণগতমানের শংসাপত্র বা 'লগো' হিসেবে ব্যবহৃত চিহ্ন।
- 'ISI মার্ক' হল ভারতে শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর গুণগতমানের শংসাপত্র বা লগো হিসেবে ব্যবহৃত চিহ্ন।
- 'হলমার্ক' হল স্বর্ণ বা রূপোর গহনার গুণগতমান বা বিশুদ্ধতার শংসাপত্র বা লগো।
- 'FPO মার্ক' হল প্রক্রিয়াজাত ফলের দ্রব্যের গুণগতমান বা বিশুদ্ধতার শংসাপত্র বা লগো।

অনুশীলনী

ক) একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

১) ভোক্তা কে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি নিজের চাহিদা পূরণের জন্য দ্রব্য বা সেবাসামগ্রী ক্রয় করে, তাকে ভোক্তা বলে।

২) উৎপাদক কে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী বিক্রি করার জন্য তা বিনিময় করার জন্য উৎপাদন করে, তাকে উৎপাদক বলে।

৩) 'MRP' এর পুরো নাম কী?

৪) 'RTI Act' এর পুরো নাম কী?

৫) 'RTI Act' (তথ্য জানার অধিকার আইন) কবে পাস হয়?

৬) কোনো দ্রব্যের মোড়কে কোন তথ্যগুলো দেওয়া থাকে?

৭) Agmark (আগমার্ক) কী ?

৮) 'নির্বাচনের বা পছন্দের অধিকার' (Right to Choose) কী?

৯) ভারতে কখন ভোক্তার আন্দোলন (Movement) সংগঠিত আকারে বহিঃপ্রকাশ হয়?

১০) ভোক্তা সংরক্ষণ আইন (COPRA) অধীনের কয়টি স্তরের বিচার বিভাগ রয়েছে?

খ) সঠিক / ভুল লেখো ঃ

১) প্রসাধনী সামগ্রীর গুণগতমানের উপস্থিতির প্রমাণপত্র (Certificate) হল আগমার্ক (Agmark)

২) ২০২০ সালে সরকার তথ্য জানার অধিকার আইন (RTI Act) প্রণয়ন করেছিল।

৩) ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ ভোক্তা সুরক্ষার জন্য ইউ. এন. (U.N) নিয়মাবলি প্রণয়ন করে।

৪) COPRA আইনের অধীনে একটি দ্বিস্তরীয় আধা বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

৫) জেলাস্তরে আদালত (District Forum) ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের মামলাগুলো দেখাশোনা করে।

৬) Bureau of Indian Standards (BIS) হল একটি সংস্থা যা দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর গুণমানের বিষয় দেখাশোনা করে এবং গুণগতমান বজায় রাখার জন্য মানদণ্ড স্থির করে।

৭) অনেক মানুষ যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে, তাদের স্বল্প মজুরিতে কাজ করতে হয়।

৮) ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত ভোক্তা সংগঠনগুলো মূলত প্রবন্ধ লেখা ও হোর্ডিং প্রদর্শনীর কাজে নিয়োজিত ছিল।

৯) ভোক্তারা সর্বাধিক খুচরো মূল্য (MRP) থেকে কম দামে বিক্রি করার জন্য বিক্রেতার সাথে দরকষাকষি করতে পারে।

১০) ভোক্তা ফোরাম ভোক্তাদের আদালতে কীভাবে মামলা দাখিল করতে হয় সে সম্পর্কে পথ নির্দেশ প্রদান করে।

গ) সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

১) ১১৫টির বেশি দেশের _____ টির বেশি সংস্থার জন্য কনজিউমার ইন্টারন্যাশনাল নিয়ামক এবং পথ প্রদর্শক হয়ে উঠেছে।

a) ২২০ b) ২৫০ c) ৩২০ d) ৩৫০

২) "ISI" চিহ্নের মাধ্যমে বোঝায় -

a) Indonesian organisation for security b) International organisation for security

c) Indian organisation for security d) কোনোটাই নয়।

৩) COPRA (ভোক্তা সুরক্ষা আইন) প্রণয়ন করা হয় -

a) ১৯৮৪ সালে b) ১৯৮০ সালে c) ১৯৮৬ সালে d) ২০০০ সালে।

৪) COPRA অধীনে, _____ আধা বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা রয়েছে।

a) দুই স্তরীয় b) তিন স্তরীয় c) চার স্তরীয় d) আট স্তরীয়

৫) ভোক্তাদের মোট _____ মৌলিক অধিকার রয়েছে।

a) চারটি b) ছয়টি c) নয়টি d) আটটি

৬) _____ দিনটি, ভারতে জাতীয় ভোক্তা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

a) ২৪শে জানুয়ারী b) ২৪শে মার্চ c) ২৪শে ডিসেম্বর d) ২০শে ডিসেম্বর।

৭) 'জাতীয় কমিশন' _____ টাকার উপরে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলাগুলোর বিষয়ে দেখাশোনা করে।

a) ৫ কোটি b) ১২ কোটি c) ১ কোটি d) ১০ কোটি।

৮) 'রাজ্য কমিশন' _____ টাকার মধ্যেকার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলাগুলো দেখাশোনা করে।

a) ২০ লক্ষ এবং ২ কোটি b) ২০ লক্ষ এবং ৫ কোটি
c) ২০ লক্ষ এবং ১০ কোটি d) ২০ লক্ষ এবং ১ কোটি

৯) 'Halmark' (হলমার্ক) এর চিহ্নটি ব্যবহার করা হয় _____ এর গুণগতমান এবং বিশুদ্ধতার চিহ্ন স্বরূপ।

a) গহনাসামগ্রী b) ওয়াসিং মেশিন c) খাদ্যদ্রব্য d) জল

১০) 'ISI Mark' (ISI চিহ্ন) ব্যবহার করা হয় _____ এর গুণগতমান এবং বিশুদ্ধতার চিহ্নস্বরূপ।

a) খাদ্যদ্রব্য b) জল c) গহনা সামগ্রী d) বৈদ্যুতিক যন্ত্রসামগ্রী।

ঘ) নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (৬০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১) "প্রতিকার পাওয়ার অধিকার" বা "নিবারণের অধিকার" (Right to seek redressal) বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ ভোক্তা সুরক্ষা আইন (COPRA, 1986) অনুসারে অনৈতিক ব্যবস্থা ও শোষণের বিরুদ্ধে ভোক্তাদের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ভোক্তা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে ভোক্তার ক্ষতির মাত্রার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ভোক্তারা উপযুক্ত ভোক্তা ফোরামের কাছে তাদের ক্ষতির বিষয়ে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারে।

২) ভোক্তা ফোরাম বা ভোক্তা সুরক্ষা পরিষদের কার্যকারিতা কী কী ?

উত্তর ঃ ভোক্তা সুরক্ষা পরিষদের প্রধান কার্যকারিতাগুলো হল ঃ

ক) তারা আদালতে কিভাবে মামলাগুলো নথিভুক্ত করতে হয় সে সম্পর্কে ভোক্তাদের পথ প্রদর্শক করে।

খ) অনেক সময়, তারা ভোক্তা আদালতে ভোক্তাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

গ) তারা ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। (পোস্টারিং, ছবি আঁকার প্রতিযোগীতা, নাটক পরিচালনা ও মঞ্চস্থ করা)

৩) COPRA, ১৯৮৬ অধীনে তৈরি হওয়া ত্রিস্তরীয় বিচার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪) একজন ভোক্তার দায়িত্বগুলো কী কী?

৫) একজন ভোক্তার মৌলিক অধিকারগুলো বর্ণনা করো।

৬) ভারতে ভোক্তা আন্দোলনের সূচনার কারণগুলো বর্ণনা করো।

৭) বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর গুণগত মানের শংসাপত্র বা মানদণ্ড তৈরির প্রয়োজনীয়তাগুলো কী কী? (উপযুক্ত উদাহরণ দাও)

৮) 'তথ্য জানার অধিকার' বলতে কী বোঝ?

৯) ISI Mark (আই. এস. আই. মার্ক), Hallmark (হলমার্ক), এবং Agmark (আগমার্ক) সম্পর্কে টিকা লেখো।

১০) "ভোক্তাদের অধিকার রক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা চূড়ান্ত ব্যবস্থা হলো ভোক্তাদের সচেতনতা" — ব্যাখ্যা করো।

Model Question
Class - X : Social Science : (Economics) 20 Marks

1| ck¸‡jvi cY ev‡K¨ DËi `vI t- 1×2=2

ক) গড় আয় কী?

খ) MGNREGA কবে চালু হয়েছে?

2| mwVK DËi evQvB K‡iv t

ক) ব্যাঙ্ককে কিছু নগদ টাকা জমা রাখতে হয় -

অ) সরকারের কাছে, আ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে, ই) সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে, ঈ) উপরের কোনোটিই নয়।

খ) বাণিজ্যে বাধা আরোপের একটি উপায় হল -

অ) রপ্তানী কর, আ) আমদানী কর ই) কৌটা আরোপ ঈ) সবগুলো

3) bx‡Pi ck¸‡jvi 50wU k‡ãi g‡a¨ DËi `vI t- 3×2=6

ক) স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে কী বোঝ?

অথবা

ভারতকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য করা কতোটা যুক্তিযুক্ত?

খ) বিশ্বায়নের ধারণাটি ব্যক্ত করো।

অথবা

'অর্থনীতির উদারিকরণ' বলতে কী বোঝ? ভারতে এর কয়েকটি বাণিজ্যিক সুবিধা উল্লেখ করো।

4) bx‡Pi ck¸‡jvi 100 wU k‡ãi g‡a¨ DËi †j‡Lv t 5×2=10

ক) সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো?

অথবা

'বেকারত্ব' বলতে কী বোঝ? উন্মুক্ত বেকারত্ব ও ছদ্মবেশি বেকারত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

খ) 'চেক' কি? একটি তুলনামূলক আলোচনা করে দেখাও যে চেকের মাধ্যমে লেনদেন নগদে লেনদেনের অপেক্ষা কীভাবে সহজতর?

অথবা

'চাহিদা আমানত' বলতে কী বোঝ? এর সুবিধাগুলো আলোচনা করো।